TURKISH TALES.

সচিত্র-বৃহৎ

তুরস্ক-উপন্যাস।

অনুক্রমণিকা।

পূর্ব্বকালে পারস্যদেশে হাসাকিন নামে এক প্রবলপরাক্রান্ত নরপতি বাস করিতেন। তিনি বিদ্যায় বৃহস্পতি, ক্ষমাগুণে বসুমতী, ধনে যক্ষপতি, দানে কর্ণ, মানে সুযোধন, দর্পে লঙ্কানাথ এবং ধর্ম্মে ধর্ম্মপুত্র সদৃশ ছিলেন। তিনি সুতনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। তাঁহার শাসন-সময়ে রাজ্য-মধ্যে দস্যুভয়, তস্করভয়, প্রবঞ্চনা, কোন উৎপাতই লক্ষিত হইত না। অধর্ম্ম কাহাকে বলে, প্রজাগণ তাহা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিল। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন, এই দুইটীই রাজার নিয়মিত ব্রতমধ্যে পরিগণিত ছিল। অপরাপর রাজগণ নিয়তই তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া কালযাপন করিতেন। বস্তুতঃ তাঁহার সুবিচারে প্রজাবর্গের সুখের পরিসীমা ছিল না। সকলেই নরপতির প্রতি একান্ত অনুরক্তি প্রদর্শন করিত এবং সর্ব্বদাই পরমপিতা করুণাময়ের নিকট তাঁহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিত।

নরপতি ঈশ্বরের অনুগ্রহে একটী পরমসুন্দর পুত্র লাভ করিয়া সংসারে পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। কুমার সুরজিহান নামে পরিচিত। কুমারের রূপরাশি নিরীক্ষণ করিলে পূর্ণ শশধরের প্রভাও মলিন বলিয়া বোধ হয়। ধরাধামে মদনদেব পরম রূপবান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ, ষড়ানন জন্মগ্রহণ করিলে কন্দর্পদেবের সে গরিমা বিলুপ্ত হইয়া যায়; কিন্তু সেই শরজন্মাও রাজকুমারের রূপে পরাজিত হইয়া আপন সৌন্দর্য্য-গৌরব পরিত্যাগ করিয়াছেন। কুমারের রূপরাশি দর্শন করিলে কামিনীজনের হৃদয় বিমুগ্ধ হইয়া যাইত। যেমন রূপ, তদনুরূপ গুণেও কুমার সমলঙ্কৃত ছিলেন। তাঁহার বিনয়-নম্র সুধামাখা বচনাবলী শ্রবণ করিলে সকলেরই অন্তর বিমুগ্ধ হইয়া পড়িত। নৃপবর তিলার্দ্ধমাত্র পুত্রের অদর্শনে যুগসম জ্ঞান করিতেন।

যাহার প্রতি জগদীশ্বরের কৃপাদৃষ্টি নিপতিত হয়, সংসারে তাহার কিছুই অসুখের কারণ থাকে না। নরপতির মহিষীও পতির অনুরূপ গুণবতী ছিলেন। স্নেহ, মমতা, সরলতা, দয়া, পতিপরায়ণতা নারীজাতির শরীরে যে কিছু গুণ বিদ্যমান থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য, মহিষী সেই সমস্ত গুণের আধার, সমস্ত গুণের দৃষ্টান্তস্থল। নিয়ত পতিসেবাই তাঁহার চিরন্তন ব্রত ও অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া প্রতীত ছিল। কিসে পতি সুখী থাকিবেন, কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সর্ব্বদা পতির প্রফুল্লবদন দর্শন করিতে পারিবেন, দিবানিশি এই চিন্তাই তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। ফলতঃ মহিষীর গুণে মহীপতি যার পর নাই অনুরক্ত ও বশীভূত ছিলেন, তিনি সংসারে আপনাকে প্রকৃত সুখী ও সার্থকজন্মা জ্ঞান করিতেন।

সময়ের স্রোত কে নিবারণ করিতে পারে? কালের করালগতি প্রতিহত করিতে কে সমর্থ হয়? বিধির বিচিত্র লীলা সম্যক্ অনুভব করা মানবজীবনের অসাধ্য। আজি যিনি প্রশস্ত সুরম্য অট্টালিকোপরি অধিষ্ঠিত হইয়া সুখে—দর্পে—দম্ভে কালাতিপাত করিতেছেন, কালি হয় ত তাঁহাকে দীনহীনের ন্যায় পথের ভিখারী হইতে হইবে। আজি যে স্থান বিবিধ সমৃদ্ধিশালিনী নগরীতে সমলঙ্কৃত, হয় ত দেখিতে দেখিতে অচিরকালমধ্যে সেই স্থান প্রশস্ত মরুভূমিতে পরিণত হইবে। কালচক্রের সঙ্গে সঙ্গে অহরহঃ সুখদুঃখ পর্য্যায়ক্রমে ঘুরিতেছে। মানবজীবনে কখনও সুখ, কখন

যা দুঃখভোগ হইয়া থাকে। দেখিতে দেখিতে কালসহকারে মহিষী সঙ্কট পীড়ায় অভিভূত হইলেন, চিকিৎসকের চিকিৎসা ফলবতী হইবার আশা রহিল না। দুর্দ্দান্ত কালের করাল হস্তে কে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে? কিছুদিন রোগ ভোগান্তে মহিষীর জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল। সংসার শূন্যময়! নরপতির অঙ্কলক্ষ্মী রাজলক্ষ্মী এতদিনে অন্তর্হিত হইলেন!

মহিষীর শোকে রাজার শোকের পরিসীমা রহিল না। তিনি আহার-নিদ্রা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক দিবানিশি মুদিতনয়নে প্রিয়তমার ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। অহর্নিশি অশ্রুজল নিপতিত হইয়া বক্ষঃস্থল ভাসমান হইল। "হা প্রিয়তমে! হা প্রাণবল্লভে! হা জীবিতেশ্বরি! হা অঙ্কলক্ষ্মী!" বলিয়া মুহুর্ম্মুহুঃ পরিতাপ করিতে লাগিলেন। ঘন ঘন মূর্চ্ছা তাঁহাকে বিচেতন করিতে লাগিল। দেহ শীর্ণ—বদন বিশুষ্ক—নেত্র আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি ক্রমে ক্রমে উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়িলেন। অমাত্য ও সভাসদ্‌গণ যতই প্রবোধ প্রদান করেন, ততই তাঁহার হৃদয় শোকানলে দ্বিগুণ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। ফলতঃ তিনি সংসার শূন্যময় অসার বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

কালে সকলই পরিবর্ত্তিত হয়। ক্রমে যত দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, ততই নরপতির শোকভার লাঘব হইতে থাকিল। পুত্রের মুখারবিন্দ দর্শন করিয়া এবং অমাত্যগণের প্রবোধবাক্যে ক্রমে ক্রমে তিনি চিত্ত স্থির করিলেন। আবার পূর্ব্ববৎ ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য তাঁহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইল। পুনরায় তিনি পূর্ব্বের ন্যায় রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

একদা রাজা প্রফুল্লবদনে সভাগৃহে সিংহাসনোপরি সমাসীন আছেন, ইত্যবসরে অমাত্যগণ কৃতাঞ্জলিপুটে মধুর-সম্ভাষণে নিবেদন করিলেন; "ধর্ম্মাবতার! মহিষীই রাজার রাজলক্ষ্মী, রাজলক্ষ্মী না থাকিলে রাজ্যের শোভা যেন শ্রীহীন বলিয়া বোধ হয়। আপনি পুনরায় দার পরিগ্রহ করুন, আপনার অঙ্কে অঙ্কলক্ষ্মী দেখিয়া আমরা চিরসুখী হই। আপনি বিবেচক, সদ্‌গুণের আধার। আপনাকে প্রবোধ প্রদান করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। আপনিই প্রবোধের একমাত্র দৃষ্টান্ত।"

সম্রাট্, অমাত্যগণের কাতরোক্তি ও প্রবোধবাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল

মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। অবশেষে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ পূর্ব্বক দার-পরিগ্রহে স্বীকৃত হইলেন। তখন সচিবগণের ও প্রজাবর্গের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। চারিদিকে আনন্দধ্বনি সমুখিত হইল। রূপবতী রমণী অন্বেষণার্থ চারিদিকে ঘটকগণ প্রেরিত হইল। নানা দেশ, নানা নগর, নানা গ্রাম পরিভ্রমণ করিয়া ঘটকগণ কন্যা মনোনীত করিলে শুভদিনে শুভলগ্নে পরিণয়কার্য্য সম্পাদিত হইল। রাজপ্রাসাদ কোলাহলে পরিপূর্ণ। নববধূর আগমনে সকলেই সুখী, সকলেই প্রফুল্ল। রাজা পুনরায় প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইলেন ; কিন্তু হায়! সেই প্রণয়পাশ যে তাঁহার পক্ষে, কালপাশ-রূপে পরিণত হইবে, যাহাকে মহামূল্য মণিজ্ঞানে মস্তকে ধারণ করিতেছেন, সেই মণি যে পরিণামে ভুজঙ্গিনীরূপ ধারণ করিবে, মহীনাথ স্বপ্নেও তাহা বিবেচনা করেন নাই। যাহা হউক, রূপবতী যোড়শী যুবতী নারী পাইয়া মহারাজের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। বৃদ্ধ বয়সে তরুণী ভার্য্যা লাভে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। দিবানিশি অঙ্কলক্ষ্মীর প্রিয়সাধনে—মনস্তুষ্টি-বিধানেই সযত্ন। কিন্তু হায়! তিনি যাহাকে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম জ্ঞান করেন, যাহার জন্য রাজ্য, দেশ, অধিক কি, আত্মজীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিত নন, সেই সুচতুরা প্রখরা মহিষী রাজপ্রণয়ের সহস্রাংশের একাংশ প্রণয় প্রদর্শন করে না। বৃদ্ধ বলিয়া নিরন্তর তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে। তাহার মুখে—চক্ষে সর্ব্বদাই বিরাগলক্ষণ অনুমিত হয়। রোগী যেরূপ নয়ন মুদিয়া অগত্যা তিক্ত ঔষধ সেবন করে, নববধূও সেইরূপ উপায়ন্তর না দেখিয়া রাজার সহিত মৌখিক আলাপ করিতে লাগিল। নবমহিষী কান্জাদা নামে পরিচিত। রাজকুমারের মনোহর রূপদর্শনে পাপীয়সীর অন্তরে মনোভবের আবির্ভাব হইল। যুবাজনেই যুবতীর মন আসক্ত হয়। কিরূপে রাজনন্দনকে প্রাপ্ত হইবে, কিরূপে মনের বাসনা ফলবতী হইবে, এই চিন্তাই তাহার অন্তরে প্রবল হইয়া উঠিল। লোকলাজে—ধর্ম্মভয়ে কিছুই প্রকাশ করিতে পারে না, সর্ব্বদা অন্তরে অন্তরে মনাগুণে দগ্ধবিদগ্ধ হইতে লাগিল। ওঃ! মদনদেব! তোমার কি মোহিনীশক্তি! সংসারধামে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি তোমার প্রখরবাণে জর্জ্জরিত না হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই ধন্য, সেই ব্যক্তিই জগতে মানবনামের একমাত্র উপযুক্ত পাত্র।

আবুমাস্কার * নামে এক জ্যোতির্ব্বিদ্ রাজকুমারকে জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। তিনি ত্রিকালবিৎ, ধর্ম্মপরায়ণ ও পরম সুবিজ্ঞ। রাজকুমারের অতুল বুদ্ধিমত্তা ও মেধাবিতা দর্শনে তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষাও অধিক স্নেহ করিতেন। একদা তিনি কুমারের জন্মকোষ্ঠী গণনা করিতে লাগিলেন। বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে ক্ষণকাল গণনার পর সহসা তাঁহার মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া উঠিল, বদন বিশুষ্ক হইল, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতে লাগিল, চক্ষে অশ্রুবিন্দুর আবির্ভাব হইল। কি দেখিলেন?—কুমারের জীবনসংশয়! গ্রহ মন্দ, শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। অকস্মাৎ জীবনসঙ্কট বিপদ উপস্থিত হইবার সম্ভব। তখন তিনি রাজনন্দকে বিরলে আহ্বান করিয়া বিষণ্ণবদনে কহিলেন, "বৎস! আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি তোমার জন্মকোষ্ঠী গণনা করিয়া দেখিলাম, তোমার প্রতি শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে; গ্রহ তোমার প্রতিকূল, তোমার জীবন সংশয়। অচিরাৎ তোমার জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণ হইবার সম্ভব।"

এই কথা বলিতে বলিতে আবুমাসের কণ্ঠরোধ হইল, নেত্র অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল, আর কথা কহিতে পারিলেন না। তখন রাজকুমার ভয়-বিহ্বলচিত্তে গদগদকণ্ঠে কহিলেন, "তবে আমার উপায় কি হইবে? আমি নিজের মরণে কিছুমাত্র শঙ্কিত বা দুঃখিত নহি, কিন্তু তাহা হইলে আমার পিতার দশা কি হইবে? তিনি যে মুহূর্ত্তকাল আমার অদর্শনে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন। কে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবে?"

আবুমাস্ শিষ্যকে একান্ত কাতর দেখিয়া কহিলেন, "বৎস! স্থির হও, ধৈর্য্যাবলম্বন কর, চিন্তা নাই। আমিই ইহার প্রতিবিধান করিব। যাহাতে গ্রহদোষের শান্তি হয়, তাহার উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি অদ্য হইতে চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত মৌনভাবে অবস্থান করিবে। সাবধান, কদাচ মৌনভঙ্গ করিও না। মৌনভঙ্গ করিলে নিঃসংশয় তুমি অচিরে অকালে কালের করাল গ্রাসের অধিকারী হইবে। আর আমি তোমার গলদেশে একটী কবচ বান্ধিয়া দিতেছি, চল্লিশদিন যাবৎ সযত্নে সাবধানে ইহা ধারণ করিবে। বৎস! আমার উপদেশ যেন স্মৃতিপথে জাগরূক

* পুস্তকের অন্যান্য স্থলে আবুমাস বলিয়া লিখিত হইবে।

থাকে। ইহার অন্যথা হইলে তোমার সঙ্কটাপন্ন বিপদ্ ঘটিবে সংশয় নাই।”

গুরুর উপদেশবাক্যে প্রবোধিত হইয়া কুমার করযোড়ে কহিলেন, “গুরুদেব! কিঙ্করের প্রতি যেরূপ আদেশ করিতেছেন, তাহা পালন করিতে কদাচ যত্নের ক্রটি হইবে না। আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।”

তখন আবুমাস্ প্রীতচিত্তে কুমারের গলদেশে মন্ত্রপূত কবচ বন্ধন করিয়া দিলেন। যে ব্যক্তি এই মহামূল্য কবচ ধারণ করে, তাহাকে শমনভয়ে ভীত হইতে হয় না। যে কোনরূপ বিপদ উপস্থিত হউক্ না কেন, কবচের প্রসাদে অচিরে বিপদজাল হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। আবুমাস্ কুমারের গলদেশে সেই বিপদুদ্ধার কবচ বন্ধন পূর্ব্বক বিদায় লইয়া এক নিভৃত গুহা-মধ্যে প্রস্থান করিলেন। যতদিন কুমারের বিপদুদ্ধার না হয়, তাবৎ লুক্কায়িত থাকাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কুমার মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিবেন, অবশ্য রাজা ইহার প্রকৃত কারণ জানিবার জন্য জ্যোতির্ব্বিৎ আবুমাস্কে জিজ্ঞাসা করিবেন। তখন কি উত্তর দিবেন, এই ভয়েই আবুমাস্কে নিভৃত গিরি-গুহা আশ্রয় করিতে হইল।

এদিকে মহীনাথ বহুক্ষণ পুত্রের অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া অনুচরগণকে আদেশ করিলেন, “সত্বর প্রাণাধিক নুরজিহানকে আমার নিকট আনয়ন কর। তাহার মুখারবিন্দ দর্শন করিয়া নয়ন-মন সার্থক করি।”

আদেশমাত্র অনুচরবর্গ তৎক্ষণাৎ কুমারকে রাজসমীপে আনয়ন করিলে; কুমার মৌনভাবে অধোবদনেই দণ্ডায়মান রহিলেন। মহীপতি যত কিছু প্রশ্ন করেন, কিছুতেই উত্তর প্রদান করেন না। এই অদ্ভুত ভাব নিরীক্ষণ করিয়া নরপতির অন্তর একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি সস্নেহে পুত্রের বদনকমল চুম্বন করিয়া কহিলেন, “বৎস! প্রাণাধিক! আজি তোমাকে এরূপ দেখিতেছি কেন? কেহ কি তোমাকে কুবাক্য প্রয়োগ দ্বারা ব্যথিত করিয়াছে? অন্তরে কি কোনরূপ দুঃখের উদয় হইয়াছে? কেহ কি তোমার প্রতি অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে? বৎস! কথা কহিতেছ না কেন? হায়! তোমার কি বাক্‌শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে? বৎস! তোমার বিরস বদন দেখিয়া, তোমার এরূপ ভাবান্তর দেখিয়া আমার চিত্ত

একান্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। একবার কথা কও, তোমার মধুমাখা কথা শুনিয়া শ্রবণযুগল পরিতৃপ্ত করি।"

নরপতি পুনঃপুনঃ এইরূপ যতই কাতরোক্তি করিলেন, কিছুতেই কিছু ফল দর্শিল না। তখন তিনি পুররক্ষীগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "রক্ষিগণ! তোমরা অবিলম্বে কুমারকে মহিষীর নিকট লইয়া যাও। বোধ হয়, বৎস কোনরূপ লজ্জাবশে আমার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে না, বিমাতার নিকট প্রকাশ করিলে করিতে পারে।"

রক্ষীবৃন্দ রাজার আদেশ প্রাপ্তমাত্র কুমার সমভিব্যাহারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মহিষীকে সম্বোধন পূর্ব্বক করযোড়ে কহিল, "দেবি! সহসা কুমারের বাক্‌শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। মহারাজের আদেশে আপনার নিকট লইয়া আসিয়াছি। আপনি ইঁহার মনোভাবের কারণ পরিজ্ঞাত হইতে যত্নবতী হউন্।"

কিঙ্করগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া দুশ্চারিণীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। সে মনে মনে চিন্তা করিল যে, এই ছলেই আমি আমার মনোরথ সিদ্ধ করিব। কুমারের বচন-সুধা পান করিয়া এতদিনে আমার মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে। আমি এতদিনে আমার মনোভাব প্রকাশ করিয়া কুমারের মন হরণ পূর্ব্বক দুইজনে পরমসুখে সুখী হইব। আমি এ অবস্থায় প্রণয়ের কথা উত্থাপন করিলে যদিও কুমার তাহা নৃপতির নিকট প্রকাশ করেন, তাহা হইলেও মহারাজ আমাকে দূষিত করিতে পারিবেন না। কুমারের বাক্‌শক্তি প্রত্যানয়নের জন্যই অগত্যা আমি ঐরূপ অসম্বদ্ধ কথার উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া রাজার বিশ্বাস জন্মাইয়া দিব।

পাপীয়সী মনে মনে এইরূপ যুক্তি স্থির করিয়া কিঙ্করকিঙ্করীগণকে তথা হইতে বিদায় দিয়া বিরলে কুমারের গলদেশ ধারণ করত মৃদুমধুরস্বরে কহিল, "বৎস! কেন তুমি এরূপ বিষণ্ণবদনে মৌনভাবে অবস্থিতি করিতেছ? আমি বিমাতা, জননীতে আমাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, আমি তোমাকে পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করি, আমার নিকট মনোভাব প্রকাশ করিতে কোনরূপে সঙ্কুচিত হইও না। তোমার যাহা অভিলাষ, আমি তাহাই পূর্ণ করিব।"

কুমার বিমাতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ইঙ্গিতে এরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহার মনে কোন নিগূঢ় কারণ আছে, সেই কারণেই তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, বস্তুতঃ তাঁহার কোনরূপ পীড়া উপস্থিত হয় নাই।

মহিষী কুমারের ইঙ্গিতে তাঁহার প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে বিবেচনা করিল, আমি যেমন কুমারের বিরহানলে দগ্ধ হইতেছি, কুমারও সেইরূপ আমার জন্য কামশরে জর্জ্জরীভূত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। লজ্জায় ও ভয়ে আত্মভাব প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। যাহা হউক, বিধাতা এতদিনে আমার মনস্কামনা পরিপূর্ণ করিলেন। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া প্রণয়গর্ভ বচনে বলিল, "কুমার! প্রাণবল্লভ! তুমি আমার হৃদয়ের অমূল্য রত্ন। অনুনয় করিতেছি, তোমার চরণে ধরিয়া মিনতি করিতেছি, মৌনভাব পরিত্যাগ করিয়া আমাকে সুখী কর। আমি মনে মনে তোমাকে জীবন, মন, প্রাণ সকলই সমর্পণ করিয়াছি। তুমি যুবা, আমি যুবতী। আমরা উভয়ে প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইলে যেরূপ সুখী হইব, তোমার বৃদ্ধ জনকের সহবাসে কদাচ তাদৃশ সুখের আশা নাই। তুমি মহাবলপরাক্রান্ত, আমি সহায় থাকিলে তুমি অবলীলাক্রমে তোমার পিতাকে নিহত করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে পারিবে। এই যে সমস্ত অতুল বিভব দেখিতেছ, সকলই আমার অধিকৃত। আমি তোমার অধীন, তোমার দাসী। আমাকে পরিত্যাগ করিও না। চাতকিনী বহুদিন হইতে পিপাসায় কাতর, সুধাদানে পিপাসার শান্তি করিয়া আমাকে রমণীরূপে গ্রহণ কর। আমি ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতেছি, আমাকে প্রবঞ্চক বিবেচনা করিও না, আমি অকপট অন্তরে তোমাকে যৌবন-মন সমর্পণ করিলাম।"

বিমাতার চরিত্র দর্শনে কুমারের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না; কিন্তু কি করেন, গুরুর উপদেশ, জীবনের ভয়ে কথা কহিতে পারিলেন না। ক্রোধে তাঁহার অন্তর প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি মৌনভাবে অধোবদনে দণ্ডায়মান হইয়া পদনখে ভূমি বিলিখন করিতে লাগিলেন।

কুমারকে নীরবে অবস্থিত দেখিয়া পাপীয়সী রাজমহিষী পুনরায় বলিতে লাগিল, "কুমার! তুমি কি আমার বাক্যে কোনরূপ সন্দেহ করিতেছ?

কিরূপে রাজার জীবন গ্রহণ করিবে, সেই ভাবনাই কি তোমার মনে সমুদিত হইয়াছে?—তবে বলিতেছি, শ্রবণ কর। রাজার ভাণ্ডারে ত্রিবিধ বিষ বিদ্যমান আছে। একরূপ বিষ সেবন করাইলে এক মাসের মধ্যেই মৃত্যু হইয়া থাকে। আর একরূপ বিষ আছে, তাহা সেবন করিলে দুই মাসের মধ্যে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। অন্য এক প্রকার বিষ সেবন করিলে ক্রমে সঙ্কটপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া বহুদিন রোগভোগান্তে জীবনবায়ু বহির্গত হইয়া থাকে। কুমার! আমার বিবেচনায় শেষোক্ত বিষ রাজাকে সেবন করাইয়া নিহত করাই কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই তিনি রোগে অভিভূত হওতঃ ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া কালকবলে নিপতিত হইবেন। আমাদিগের প্রতি কেহই কিছু সন্দেহ করিতে পারিবে না। রাজার লোকান্তর গমনের পর তুমি নির্ব্বিঘ্নে নিষ্কণ্টকে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইবে। তখন প্রজাবর্গ তোমারই আজ্ঞাবহ হইয়া তোমার প্রতি অনুরক্তি প্রকাশ করিবে সন্দেহ নাই।

বিমাতার ঈদৃশ বিগর্হিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কুমারের অন্তরে যুগপৎ বিস্ময় ও ঘৃণার আবির্ভাব হইল। তিনি গুরুর উপদেশানুসারে একটীমাত্রও বাক্য প্রয়োগ করিলেন না; পূর্ব্ববৎ মৌনভাবেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

পাপীয়সী মহিষী কুমারকে নিরুত্তর দেখিয়া পুনরায় প্রণয়গর্ভ বচনে সম্বোধন করিয়া কহিল, "রাজকুমার! জীবিতেশ্বর! পিতার নারীকে গ্রহণ করিলে অপবাদ ঘোষণা হইবে, তুমি কি সেই ভয়ে কুণ্ঠিত হইতেছ? তাহারও উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর। তুমি রাজসিংহাসনে সমারূঢ় হইয়া আমাকে আমার পিত্রালয়ে প্রেরণ করিবে। কয়েকদিন পরে জনৈক সেনাধ্যক্ষকে কতিপয় সেনা সমভিব্যাহারে গোপনে প্রেরণ পূর্ব্বক আমাকে হরণ করিয়া আনিবে। আমি কিয়দ্দিন সেই সেনাপতির বাটীতেই অবস্থিতি করিব। লোকে মনে করিবে, দস্যুতে অপহরণ করিয়া আমাকে নিহত করিয়া ফেলিয়াছে। তদনন্তর আমরা যেরূপ দাসী ক্রয় করি, সেইরূপ দাসী ক্রয়চ্ছলে তুমি সেনাপতির নিকট হইতে আমাকে ক্রয় করিয়া লইবে। সকলেই জানিতে পারিবে যে, তুমি এক জন দাসী ক্রয় করিয়াছ। তখন

আমি তোমার অন্তঃপুরে আসিয়া মনের সুখে তোমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া চিরসুখী হইব।”

কুমার পূর্ব্ববৎ নিরুত্তর। কিছুতেই কুমারের মৌনভঙ্গ করিতে না পারিয়া মহিষীর চিত্ত একান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। কামশরে যার পর নাই অধীর হইয়া পড়িল। ঘন ঘন অঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। শরীরে স্বেদবিন্দুর আবির্ভাব হইল। তখন দুশ্চারিণী অবশভাবে কুমারের গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ চুম্বন করিতে লাগিল এবং তাহাকে বক্ষোপরি উত্তোলনের উপক্রম করিতেছে, ইত্যবসরে কুমার ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া সবলে বিমাতার হস্ত নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহার বদনদেশে এক মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। অমনি মুখমণ্ডল হইতে শোণিতধারা বিগলিত হইতে লাগিল। মহিষী তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল।

রাজমহিলা ক্ষণকালের মধ্যেই সংজ্ঞালাভ করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আরক্তনয়নে পরুষবচনে কুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “দুরাচার! নরাধম! যে ইচ্ছাবশে তোকে প্রাণ, মন ও যৌবন সমর্পণ করিতে উদ্যত, যে তোকে সমস্ত রাজ্যের অধীশ্বর করিবার অভিলাষে একান্ত অভিলাষিণী, তুই গর্ব্বভরে তাহাকে অবমাননা করিলি, তাহার হিতকর বাক্য তোর হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইল না। আচ্ছা থাক, ইহার উপযুক্ত শাস্তি প্রাপ্ত হইবি।”

কুমার বিমাতার নিষ্ঠুর বাক্যে কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ঘৃণায়—দুঃখে,—বিস্ময়ে তাঁহার অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। উপায় কি? মৌনভঙ্গ করিতে নিষেধ, জীবনের আশঙ্কা, মনোভাব মনোমধ্যেই বিলীন করিয়া রাখিলেন।

এদিকে দুরাশয়া রাজসীমন্তিনী হিংসার বশবর্ত্তিনী হইয়া কিরূপে রাজপুত্রের প্রাণবধ করিবে, সেই চিন্তায় অস্থির হইল। পাপীয়সী অবিলম্বে স্বীয় পরিধেয় বসন ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল, অঙ্গ হইতে আভরণ সকল উন্মোচন করিল, কেশপাশ আলুলায়িত করিয়া দিল, ক্রুদ্ধমনে ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়া ধরাশয্যায় শয়ন পূর্ব্বক গগনভেদী চীৎকারে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। তাহার রোদনশব্দে সভাগৃহ পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত

হইয়া উঠিল। তখন নৃপবর ব্যাকুলহৃদয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, মহিষী ধরাশয্যায় শয়ানা হইয়া মুহুর্মুহুঃ রোদন করিতেছে, নিরবধি অশ্রুধারা নিপতিত হইয়া বক্ষঃস্থল ভাসমান হইতেছে। মহিষীর তাদৃশী দুরবস্থা দর্শনে নৃপতির হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইল। তিনি মৃদুমধুর-বচনে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "রাজ্ঞি! কেন তুমি দীনহীনের ন্যায় ধরাশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছ? কে তোমার অবমাননা করিয়াছে? কোন্ দুরাচার ভুজঙ্গশিরে প্রহার করিতে সাহসী হইল? সীমন্তিনি! শীঘ্র মনোদুঃখ ব্যক্ত করিয়া আমার হৃদয় সুশীতল কর। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে পামর তোমার এই দুরবস্থা করিয়াছে, অবিলম্বে আমি তাহাকে শমনসদনে প্রেরণ করিব।"

মহিষী পতির আদরবাক্যে আরও অভিমানিনী হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিল, "নাথ! আমার জীবিত থাকিয়া আর কি ফল? সংসারে মরণই আমার পক্ষে মঙ্গল। তোমার দুরাচার পুত্রই আমার এই দুরবস্থার একমাত্র কারণ। আমি তাহাকে গর্ভজাত পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিয়া থাকি। আমি তাহার মৌনভঙ্গের জন্য দাসদাসীকে বিদায় দিয়া নির্জ্জনে আহ্বান করিলাম; মনে করিলাম, বিরলে আমার সমক্ষে সকল কথা ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারে। দুরাচার নির্জ্জন দেখিয়া ধীরে ধীরে আমার পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক কহিল, 'রাজকুমারি! তুমিই আমার মৌনাবলম্বনের একমাত্র কারণ। আমি দিবানিশি তোমার অনুপম রূপমাধুরী হৃদয়ে ধ্যান করিতেছি। কিরূপে নির্জ্জনে তোমার সহিত কথোপকথন করিব, অহর্নিশি সেই চিন্তাই আমার অন্তরে জাগরূক রহিয়াছে। ভাগ্যবশে আজ আমার সেই আশা পূর্ণ হইল। আমি যুবা, তুমি যুবতী, তুমি আমাকে যৌবনদানে চরিতার্থ কর। আমি বৃদ্ধ পিতাকে নিহত করিয়া তোমাকে রাজ্যেশ্বরী ও হৃদয়েশ্বরী করত সুখে দেহপাত করিব।' কুমারের বাক্যে আমার হৃদয় দারুণ ক্রোধ-বশে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। আমার সেই ভাব নিরীক্ষণ করিয়া দুষ্ট দুরভি-সন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া সবলে আমাকে বলাৎকার করিতে সমুদ্যত হইল। আমি সতীত্বনাশ ভয়ে ভীত হইয়া বলপূর্ব্বক যেমন তাহার হস্ত দূরে নিক্ষেপ করিয়াছি, অমনি নরাধম আমার বদনদেশে এক মুষ্ট্যাঘাত করিল। আমি

তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলাম। নাথ! তুমি স্বচক্ষেই শোণিতধারা দর্শন করিতেছ। আমার রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া যদি তখন দাসী আসিয়া উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে দুরাচার নিঃসন্দেহই আমার প্রাণ বিনাশ করিত, সন্দেহ নাই।"

মহিষীর এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তিনি দারুণ ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। পুত্রের নিধনবাসনাই তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। তিনি প্রিয়তমাকে নানাবিধ প্রবোধ-বচনে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক পুত্রবধে প্রতিজ্ঞা করিয়া অবিলম্বে সভামঞ্চে সমাগমন করিলেন। রাজার তৎকালীন আকার দর্শনে সকলেই মহাভীত হইয়া উঠিল। নরপতি অমাত্যবর্গের নিকট আনুপূর্ব্বিক সকল কথা ব্যক্ত করিয়া পুত্রকে আনয়ন করিবার জন্য ঘাতুকগণকে আদেশ প্রদান করিলেন।

রাজাকে পুত্রবধে সমুদ্যত দেখিয়া অমাত্যবর্গের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। প্রধান মন্ত্রী করযোড়ে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আপনি রাজ্যের অধীশ্বর, আপনিই সকল বিষয়ের দৃষ্টান্ত, সহসা কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া আপনার ন্যায় মহাত্মার সমুচিত নহে। ন্যূনতঃ এক দিনও পুত্রের বধদণ্ড ক্ষমা করুন্। যে পুত্রকে তিলার্দ্ধ না দেখিলে প্রলয় জ্ঞান করেন, নারীর কথায় সহসা মায়া-মমতা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সেই স্নেহাধারকে জন্মের মত অনন্ত সলিলের অতল গর্ভে নিক্ষেপ করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। মহিষী যে যে কথা বলিয়াছেন, তাহরে বিশেষ কোনরূপ প্রমাণ না লইয়া এরূপ দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন না। নারীজাতি মায়াবিনী, নারীজাতি কপটী, নারীর কথায় নারীর মায়ায় বিমুগ্ধ হওয়া কাপুরুষের কার্য্য। পৃথিবীতে যে কোনরূপ ছলনা আছে, নারীজাতিই তাহার মূল, সন্দেহ নাই। নরনাথ! আপনি যদি চেক চোবিদানের উপাখ্যান অবগত থাকিতেন, তাহা হইলেই আমার বাক্যের বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেন।"

নৃপবর অমাত্যের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সাগ্রহে কহিলেন, মন্ত্রিবর! চেক চোবিদানের উপাখ্যান শ্রবণ করিতে আমার অতীব কৌতূহল জন্মিয়াছে, অতএব সেই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়া আমার ঔৎসুক্য দূর কর।"

অমাত্যবর রাজার আদেশে সমাদিষ্ট হইয়া করপুটে কহিলেন, "নরনাথ! চেকচোবিদানের উপাখ্যান শ্রবণ করিলে অবশ্যই আপনি বিস্ময়রসে পরিপ্লুত হইবেন। আমি সবিস্তার উহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবধান করুন্।" মন্ত্রীবর এই বলিয়া উপাখ্যান বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

চেক চোবিদানের কাহিনী।

পুরাকালে মিসরদেশে এক প্রবলপরাক্রান্ত নরপতি বাস করিতেন। তাঁহার শাসনগুণে সকলেই পরমসুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। তিনি ভোগবিলাসের বশবর্ত্তী না হইয়া দিবানিশি রাজ্যের মঙ্গলচিন্তায় নিরত থাকিতেন। তাঁহার শাসনকালে রাজ্যমধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহাদি কোন উৎপাতই পরিলক্ষিত হইত না। প্রজাবর্গ সকলেই তাঁহার প্রতি আন্তরিক অনুরক্তি প্রদর্শন করিত।

একদা মিসরনাথ একটী সভার অধিষ্ঠান করিয়া নগরবাসী যাবতীয় সম্ভ্রান্ত লোককে নিমন্ত্রণ করিলেন। রাজার আদেশে সকলেই সভাতলে সমাগত হইয়া যথাযোগ্য আসনে সমাসীন হইলেন। কথাপ্রসঙ্গে জনৈক সভাসদ সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "একদা গেব্রিয়াল নামক স্বর্গীয় দূত মহম্মদের আলয়ে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শয্যা হইতে উত্তোলন করিয়া লইয়া যায়। সে মহম্মদকে লইয়া নিমেষমধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবন, সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরম পিতা পরমেশ্বরের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিল। মহম্মদও সাষ্টাঙ্গে জগদীশ্বরের পদতলে প্রণিপাত করিলেন। ঈশ্বরের সহিত মহম্মদের নানা বিষয়ে নানারূপ কথোপকথন হইল। অবশেষে গেব্রিয়াল পুনরায় মহম্মদকে তাঁহার নিজাগারে নিজ শয্যায় রাখিয়া আসিল। মহম্মদ শয্যা স্পর্শ করিবামাত্র দেখিলেন, শয্যা পূর্ব্ববৎ উষ্ণই রহিয়াছে। যৎকালে স্বর্গদূত তাঁহাকে লইয়া যায়, তখন গৃহমধ্যে একটী জলপূর্ণ পাত্র পতিত হইয়া গিয়াছিল। মহম্মদ পুনরাগমন করিয়া দেখিলেন, পাত্রটী অধোমুখে নিপতিত রহিয়াছে বটে, কিন্তু তন্মধ্যস্থ সলিল বিন্দুমাত্রও বিগলিত হয় নাই।"

সভাসদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মিসরনাথ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। অসম্ভব কথা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না, বিশেষ যুক্তি প্রদর্শন করিতে না পারিলে কোন কথায় তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করা একান্ত দুরূহ। তিনি কহিলেন, "চতুর্দ্দশ ভুবন পরস্পর অনেক দূরবর্ত্তী। পঞ্চশত বর্ষ পরিভ্রমণ করিলেও একটী ভুবনের সমস্ত স্থান নিরীক্ষণ করা দুঃসাধ্য। মহম্মদ নিমেষমধ্যে সেই সমস্ত পরিভ্রমণ করিয়া ঈশ্বরের সহিত কথোপকথন পূর্ব্বক যখন পুনরায় আপন গৃহে আগমন করিলেন, তখন দেখিলেন, তাঁহার শয্যা পূর্ব্ববৎ উষ্ণই রহিয়াছে। যে জলপাত্র অধোমুখে নিপতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে বিন্দুমাত্র জল পতিত হয় নাই। এই সমস্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ অসম্ভব বাক্য কদাচ বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।"

নৃপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কতিপয় সভাসদ কহিলেন, "রাজন্! আপনি যাহা বলিলেন, সত্য, এ সমস্ত ঘটনা অসম্ভব বটে; কিন্তু ঐশী শক্তির ক্ষমতা বিবেচনা করিলে কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যে সমস্ত কার্য্য সাধ্যাতীত, ঈশ্বরপ্রাসাদে তাহাও সুসাধ্য হইয়া উঠে।"

সভাসদ্গণের বাক্যে নৃপতির কিছুমাত্র বিশ্বাস জন্মিল না। মহীপতি ঐশী শক্তির ক্ষমতাকেও অবিশ্বাস করেন ক্রমে ক্রমে নগরমধ্যে এই সংবাদ প্রচারিত হইল। চেক-চোবিদানও এই সংবাদ শ্রবণ করিলেন। তিনি এক জন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত, ইন্দ্রজালবিৎ ও চিকিৎসাশাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী। যে দিন রাজপ্রাসাদে সভার অধিবেশন হয়, কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকায় তিনি সে দিবস সভাস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। নৃপবর ঐশী শক্তির ক্ষমতাও অবিশ্বাস করেন, যে দিন ঐ সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল, সেই দিন মধ্যাহ্নসময়ে রাজসকাশে সমুপনীত হইলেন। চোবিদানকে সমাগত দেখিয়া মিসরনাথ যথোচিত সম্মাননা সহকারে তাঁহার অভ্যর্থনা করত বসিতে আসন প্রদান করিলেন। বিজ্ঞবর চোবিদান আসনে সমাসীন হইয়া শ্রান্তি দূর করিলে নরনাথ কহিলেন, "মহোদয়! আপনি পরিশ্রম করিয়া স্বয়ং এখানে উপস্থিত হইয়াছেন কেন? এ আয়াস স্বীকারের প্রয়োজন কি? বার্ত্তাবহপ্রমুখাৎ অনুজ্ঞা করিলেই আমি আপনার আদেশমত কার্য্য সমাধা করিতাম।"

চোবিদান কহিলেন, "রাজন্! ক্ষণকাল আপনার সহিত নির্জ্জনে কথোপকথন করিব, এই আমার অভিলাষ। আপনার সহিত কথোপকথনে কে অন্তরে আনন্দবোধ না করে?"

রাজা জানিতেন, চোবিদান পাণ্ডিত্যাভিমানে গর্ব্বিত। তিনি তোষামোদবাক্যে কাহাকেও বশীভূত করেন না। কি ধনী, কি নির্ধন, কি রাজা, কি প্রজা, চোবিদান কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না। সুতরাং নিসাবনাথ তাঁহার কথায় অনুমোদন করিলেন।

নরপতি যে গৃহে সমাসীন ছিলেন, সেই গৃহে চারিটী গবাক্ষ ছিল। চোবিদান সেই চারিটী গবাক্ষ রুদ্ধ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে নরপতি কিঙ্করের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। ভৃত্য গবাক্ষ চারিটী অবরুদ্ধ করিয়া বহির্ভাগে প্রস্থান করিল। চোবিদান পুনরায় রাজার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। একটী গবাক্ষের ভিতর দিয়া একটী সুরম্য পর্ব্বত দৃষ্টিগোচর হয়। চোবিদান ক্ষণকাল পরে সেই গবাক্ষটী উদ্‌ঘাটন করিতে বলিলে রাজা তৎক্ষণাৎ খুলিয়া দিলেন। দেখিলেন, গিরিপ্রান্তে অসংখ্য অসংখ্য চতুরঙ্গ সেনা দণ্ডায়মান রহিয়াছে; মুক্তকোষ তরবারির প্রদীপ্ত প্রভায় চারিদিক সমুদ্ভাসিত হইতেছে। তদ্দর্শনে রাজার অন্তর ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সহসা অজ্ঞাতসারে প্রতিপক্ষের সেনা আসিয়াছে, ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইবে, এই ভাবিয়া তিনি অশ্রুবারি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ঈশ্বরের উদ্দেশে কহিতে লাগিলেন, "দীননাথ! এ বিপদে তুমিই একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা।"

নৃপতিকে ভয়ব্যাকুল দর্শনে চোবিদান কহিলেন, "রাজন্! ভয় নাই" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া দিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যেই পুনরায় উদ্‌ঘাটন করিয়া কহিলেন, "নরনাথ! একবার গিরিপ্রান্ত দর্শন করুন।" রাজা পুনরায় সেই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্র দেখিলেন, সৈন্যসামন্তের চিহ্নমাত্রও নাই, গিরিবর পূর্ব্ববৎ সমভাবেই বিদ্যমান। তদ্দর্শনে তাঁহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না।

দ্বিতীয় গবাক্ষ দিয়া কেরো নগর দৃষ্টিগোচর হয়। চোবিদান সেই গবাক্ষটী উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক নরপতিকে নেত্রপাত করিতে বলিলে রাজা দেখিলেন,

ভীষণ হুতাশন প্রজ্বলিত হইয়া কেরোদেশ ভস্মীভূত করিবার উপক্রম করিতেছে; জীব জন্তু, দ্রব্যাদি স্তূপে স্তূপে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। নগরী ধ্বংসপ্রায় দেখিয়া রাজার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন চোবিদান কহিলেন, "মহারাজ! কোন চিন্তা নাই, নির্ভয়ে অবস্থান করুন।" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই গবাক্ষটী বন্ধ করিয়া দিলেন। মুহূর্ত্তপরেই পুনরায় উদ্‌ঘাটন করিলে মিসরনাথ দেখিলেন, অগ্নির চিহ্নও নাই, সমৃদ্ধিশালিনী নগরী পূর্ব্ববৎ মনোরম শ্রী ধারণ করত বিরাজমানা রহিয়াছে। তখন নৃপবরের চিত্ত শান্তিলাভ করিল।

তৃতীয় গবাক্ষ দিশা স্রোতস্বতী নাইল নদী নেত্রগোচর হইয়া থাকে। চোবিদান সেই গবাক্ষটী খুলিয়া নেত্রপাত করিতে বলিলে মহীধর তৎপ্রতি দৃষ্টিগোচর করিয়া দেখিলেন, তরঙ্গিনীর জলরাশি স্ফীত হইয়া নগরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। পশু, পক্ষী, গৃহ, সমস্তই সেই সলিলগর্ভে ভাসিয়া যাইতেছে; চোবিদানের ইন্দ্রজালবিদ্যা পুনঃপুনঃ সন্দর্শন করিয়াও মোহবশে নৃপবরের মন বিমুগ্ধ হইয়া উঠিল। তিনি নগরী রক্ষার উপায় নাই ভাবিয়া হায় হায় করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে চোবিদান কহিলেন, "রাজন্! কেন আপনি ভীত হইতেছেন? ভীত হইবার কারণ কিছুই নাই।" এই বলিয়া সেই গবাক্ষটী রুদ্ধ করত ক্ষণকাল পরে পুনরায় উদ্‌ঘাটন করিলেন। তখন মহীপতি দেখিলেন, নাইল নদী পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে কলকল রবে প্রবাহিত হইতেছে; জলের স্ফীততা কিছুমাত্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই। তদ্দর্শনে তাঁহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না।

চতুর্থ গবাক্ষ দিয়া মরুভূমি নেত্রগোচর হয়। চোবিদান সেইটী খুলিয়া দিলে নরপতি দেখিলেন, যে স্থানে মরুভূমি বিদ্যমান ছিল, তথায় মনোরম উপবন বিরাজমান রহিয়াছে। গোলাপ, জাতি, যূথী, মল্লিকা প্রভৃতি কুসুমনিচয়ের সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত হইতেছে। শাল, তাল, তমাল প্রভৃতি বৃক্ষের শোভার পরিসীমা নাই। নানাজাতি বিহঙ্গগণ বৃক্ষোপরি সমাসীন হইয়া কলনাদে দর্শকবৃন্দের মন বিমোহিত করিতেছে। সেই মনোহর উদ্যানদর্শনে রাজার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি বিমুগ্ধ হইয়া পুনঃপুনঃ কাননের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে চোবি-

দান কহিলেন, "রাজন্! এই যে উপবন দর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, ইহা আনন্দের বিষয় নহে।" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই গবাক্ষটী রুদ্ধ করিয়া দিলেন। মুহূর্ত্ত পরেই পুনরায় উদ্ঘাটন করিলে মহীপতি দেখিলেন, সে বন নাই, সে বিহঙ্গ নাই, কিছুই নাই; পূর্ব্ববৎ মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে। এই সমস্ত অত্যদ্ভুত কাণ্ড দর্শনে ধরণীধরের হৃদয় বিস্ময়ে স্তিমিতপ্রায় হইয়া পড়িল।

অনন্তর চোবিদান নৃপবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! এই যে সমস্ত কাণ্ড দর্শন করিয়া আপনি চমৎকৃত হইয়াছেন, আমি ইহা অপেক্ষাও অদ্ভুততর কার্য্য প্রদর্শন করিব। যদি আপনার দেখিবার বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে একটী জলপূর্ণ টব আনয়ন করুন্। কটিদেশে একখানি ক্ষুদ্র বসনখণ্ডমাত্র পরিধান করিয়া সেই জলগর্ভে নিমগ্ন হউন, তাহা হইলেই অতি অদ্ভুততর ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতে পারিবেন।"

মিসরনাথ চোবিদানের বাক্যে কৌতূহলী হইয়া তৎক্ষণাৎ একটী টব আনিতে আদেশ প্রদান করিলে ভৃত্য একটী জলপূর্ণ বৃহৎ টব আনয়ন করিল। তখন মহীপতি চোবিদানের আদেশে সেই টবের মধ্যে নিমগ্ন হইবামাত্র তন্মধ্যে ভয়ঙ্কর সুদুর্গম পর্ব্বত-সন্নিধানে সমুপনীত হইলেন। দেখিলেন, সমুদ্রকূলে সেই ভীষণ গিরিবর উচ্চ উচ্চ শৃঙ্গ ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র শ্বাপদগণ ভীষণরবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। তদ্দর্শনে নরপতির অন্তর ভয়ে বিত্রাসিত হইয়া উঠিল। চোবিদানের প্রতি রোষাবিষ্ট হইয়া তাঁহার উদ্দেশে কহিলেন, "রে দুরাত্মন্ চোবিদান! যদি জগদীশ্বরের কৃপায় পুনরায় মিসরে প্রত্যাগমন করিতে পারি, তাহা হইলে তোকে ইহার উচিত প্রতিফল প্রদান করিব। হায়! দুরাচারের দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া তাহার প্ররোচনাবাক্যে বিমোহিত হওত আমি অকূল দুঃখসাগরে নিপতিত হইলাম।"

মিসরনাথ এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, এ অরণ্য-রোদনে কি ফল? এ বিপদে একমাত্র জগদীশ্বরই পরিত্রাতা। এইরূপ চিন্তা করত সাহসে ভর করিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ

করিতে করিতে দেখিলেন, কতিপয় কাঠুরিয়ারা কাষ্ঠ ছেদন করিতেছে। মহীপতি তাহাদিগের সমীপবর্ত্তী হইলেন। উলঙ্গপ্রায় অবস্থায় দীনের ন্যায় পথে পথে ভ্রমণ করিতেছেন, এ অবস্থায় মিসরের অধীশ্বর বলিয়া পরিচয় দিলে কেহই বিশ্বাস করিবে না, এই বিবেচনায় কাঠুরিয়াগণের নিকট আত্মপরিচয় গোপন করিয়া কহিলেন, "আমি জনৈক সওদাগর। ভাগ্যদোষে আমার তরণীখানি সাগরগর্ভে বিলীন হইয়াছে. আমি এক-খানি কাষ্ঠফলক অবলম্বনে ঈশ্বরের কৃপায় ভাসিতে ভাসিতে তীরে সমুপ-নীত হইয়াছি। আমার দাসদাসী ও বাণিজ্যদ্রব্যাদি সমস্তই সাগর-গর্ভে নিমগ্ন হইয়াছে। তোমরা স্বচক্ষেই আমার দুর্দ্দশা নিরীক্ষণ করি-তেছ, এক্ষণ আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া আমার উপায় বিধান কর।"

কাঠুরিয়ারা যার পর নাই দরিদ্র। সমস্তদিন পর্ব্বতে পর্ব্বতে, বনে বনে কাষ্ঠ ছেদন করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, কষ্টে ক্লেশে তাহাতেই পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিয়া থাকে। রাজাকে আশ্রয় দেওয়া বা তাঁহার বিশেষ উপকার করা তাহাদিগের সাধ্যাতীত। তথাপি তাহাদিগের মধ্যে একজন নিজের জীর্ণশীর্ণ পুরাতন শতচ্ছিদ্র একটী পরিচ্ছদ রাজাকে প্রদান করিল; একজন নিজের জুতাযোড়াটীও দিল। রাজা সেই পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া ঈশ্বরের নিকট তাহাদিগের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে কাঠুরিয়ারা তাঁহাকে নগর মধ্যে লইয়া গেল। "আপনি এই স্থানে আপনার আশ্রয় অন্বেষণ করুন" বলিয়া কাঠুরিয়ারা স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল।

মিসরনাথ তখন চিন্তায় ব্যাকুল। উপায় কি? নগরীর শোভাসৌন্দর্য্য যদিও তৃপ্তিকর, কিন্তু রাজার অন্তরে সকলই বিষবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। কোথায় যাইবেন, কোথায় গেলে আশ্রয় পাইবেন,—বিদেশ, পরিচিত লোক কেহই নাই, এই সব চিন্তায় অস্থির হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে একটী পাটনীর দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। পাটনী তাঁহার দুরবস্থা দর্শনে সদয় হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? তোমার বাটী কোথায়? তুমি কি ব্যবসায় কর? কি জন্যই বা এই নগরে সমুপস্থিত হই-

আছ? কেনই বা তোমাকে এরূপ দুরবস্থাপন্ন দেখিতেছি? তোমাকে দর্শন করিয়া সম্ভ্রান্তবংশীয় বলিয়াই অনুমিত হইতেছে; বোধ হয় তুমি কোন অলৌকিক বিপদে এ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ।"

পাটনীর সদয় বচনে রাজার অন্তর কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। তিনি কাঠুরিয়াগণের নিকট যেরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন, পাটনীর নিকটেও সেইরূপ পরিচয় দিলেন। তখন পাটনী কহিল, "মহাশয়! এ রাজ্য সুখের রাজ্য, জগতীতলে ইহার ন্যায় পরমসুখের স্থান আর নাই। তুমি যুবা, তুমি এস্থানে অবস্থিতি করিলে অবশ্যই সুখী হইতে পারিবে। আমি যেরূপ উপদেশ প্রদান করিতেছি, তুমি তদনুসারে কার্য্য কর, তাহা হইলে তুমি পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় সুখসম্পত্তি লাভ করিতে পারিবে। আমি যাহা বলিব, তাহাতে বিস্মিত হইও না অথবা তাহাতে অবহেলা করিও না। আমি যে যেরূপ উপদেশ দিব, এই সুখরাজ্যের নিয়মই সেই জানিবে। ঐ যে অদূরে রমণীগণের স্নানাগার দেখা যাইতেছে, তুমি উহার ফটকের নিকট গিয়া উপবেশন কর। যেমন এক একটী রমণী স্নান করিয়া বহির্গত হইবে, তুমি অমনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিও, 'সুন্দরি! তুমি বিবাহিতা না অনূঢ়া?' যে রমণী বিবাহিতা, সে তোমাকে উত্তর প্রদান করিবে, কিন্তু যে অনূঢ়া, সে মৌনভাব ধারণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিবে অথবা 'আমি অনূঢ়া' এইমাত্র বাক্য বলিলেও বলিতে পারে। তখন তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া সেই স্থানে বসিয়া থাকিবে। ক্ষণকালমধ্যেই সেই অবিবাহিতা কুমারী তোমাকে আত্মপ্রসাদে লইয়া তোমাকে পতিত্বে বরণ করিবে, তাহা হইলেই তুমি পূর্ব্ববৎ ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতে পারিবে।"

মিসরনাথ বৃদ্ধ পাটনীর উপদেশানুসারে রমণীগণের স্নানাগারের ফটকে গিয়া উপবেশন করিলেন। প্রায় একঘণ্টা অতীত হইল। ধীরে ধীরে গজেন্দ্র-গতিতে একটী রূপবতী যুবতী দর্শন দিলেন। রূপের ছটায় চারিদিক্ আলোকিত হইতেছে। যেমন তিনি ফটকের নিকট উপনীত হইয়াছেন, অমনি নরপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুন্দরি! তুমি কি বিবাহিতা?" যুবতী "হাঁ" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। রাজা বিষণ্ণবদনে পুনরায় পূর্ব্ব-বৎ মৌনভাবে উপবিষ্ট রহিলেন। কিয়ৎক্ষণপরেই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ,

মালার ন্যায় কুৎসিতরূপিণী একটী রমণী বহির্গত হইল। তাহাকে অকস্মাৎ দর্শন করিলে পিশাচী বলিয়া অনুমিত হয়। রাজা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "হায়! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল? এই পিশাচীর হস্তে কি আমার নবযৌবন অর্পিত হইবে?—না, কখনই না। আমি ইহাকে কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা করিব না। বরং দেহবিসর্জ্জন করি, তাহাও স্বীকার, তথাপি এরূপ কুৎসিতা রমণী লইয়া চিরজীবন কষ্টভোগ করিতে পারিব না। হা জগদীশ্বর! তোমার মনে যাহা আছে, তাহাই হইবে। বৃদ্ধ উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহার উপদেশ অবহেলা করিতে পারিব না, জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।"—মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে সেই রমণী দ্বারদেশে সমাগত হইল। নরপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুবতি! তুমি কি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছ?" যুবতী "হাঁ" বলিয়া দ্রুতগতি প্রস্থান করিল। তখন নরপতির হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি পূর্ব্ববৎ মৌনভাবে বসিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে আর একটী যুবতী উপস্থিত। ইহাকে সন্দর্শন করিলে দ্বিতীয়া রমণী সহস্রগুণে সুন্দরী বলিয়া অনুমিত হয়। রাজা চমকিত হইলেন; ভাবিলেন, সংসারতলে এরূপ কুরূপা রমণী জন্মগ্রহণ করে, আমি স্বপ্নেও কখন তাহা ভাবি নাই। বিধাতা এক স্থানেই সুরূপা-কুরূপার সমাবেশ করিয়াছেন। আহা! তাঁহার লীলাচরিত্র অতীব বিচিত্র! নরনাথ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে সেই যুবতী দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুবতি! তুমি কি পরিণীতা?" রমণীও "হাঁ" বলিয়া প্রস্থান করিল। রাজা পুনরায় মৌনভাবে বসিয়া রহিলেন।

একঘণ্টা অতীত। সহসা যেন স্নানাগারের বাহিরের পথ আলোকিত হইয়া উঠিল, সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত হইল। রাজা সচকিতে সেইদিকে নেত্রপাত করিবামাত্র দেখিলেন, আলোকসামান্যরূপবতী একটী স্বর্গসুন্দরী স্নানাগার হইতে বহির্গত হইতেছেন। তাঁহার গাত্রের সৌগন্ধে চারিদিক আমোদিত হইতেছে। তাঁহার রূপমাধুরী দর্শন করিলে অমরপুরবাসিনী বলিয়াই অনুমিত হয়। রাজা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "হায়! এরূপ সুন্দরী রমণী কি আমার ভাগ্যে ঘটিবে? যদি ঈশ্বর সে দিন

দেন, তাহা হইলে সকল দুঃখ, সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া ইহার সহিত পরমসুখে দিনপাত করিতে পারি। এরূপ রমণীকে লাভ করিতে পারিলে রাজ্যের জন্য আমার অন্তরে বিন্দুমাত্রও দুঃখ উপস্থিত হইবে না!" মিসরনাথ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন. ইত্যবসরে রমণী ফটকের ধারে উপনীত হইলেন। তখন মহীপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুন্দরি! তুমি কি পরিণীতা?"

ঘৃণাপূর্ণ কটাক্ষে তাচ্ছিল্যভঙ্গীতে নরপতির দিকে নেত্রপাত পূর্ব্বক "না, আমি অনূঢ়া" এই বলিয়া রমণী প্রস্থান করিলেন। তাঁহার কটাক্ষপাতেই রাজার অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, "হায়! আমার শত ছিদ্র জীর্ণ বসন ও আমার দুরবস্থা দর্শনে রমণী ঘৃণাবোধে আমাকে অবজ্ঞা করিয়া চলিয়া গেলেন। আমার আশালতা ফলবতী হইল না। আমার এরূপ অবস্থা দেখিয়া কেনই বা আমাকে পতিত্বে বরণ করিতে বাসনা করিবে?" এইরূপ নানা চিন্তায় রাজার চিত্ত একান্ত অধীর হইয়া উঠিল। তিনি বৃদ্ধের উপদেশমত সেই স্থানেই বসিয়া রহিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন যে, এখনও স্নানাগারে বহুসংখ্যক নারী স্নান করিতেছেন। যতক্ষণ সকলে প্রতিগমন না করেন, ততক্ষণ আমি বৃদ্ধের উপদেশ পালন করিব।

মিসরনাথ মৌনভাবে স্নানাগারের দ্বারদেশে সমুপবিষ্ট আছেন. ইত্যবসরে একটী ভৃত্য তথায় আসিয়া সমুপস্থিত হইল। সে রাজাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! জনৈক দীনবেশী বিদেশী এই স্নানাগারের ফটকে উপবিষ্ট ছিলেন, আপনিই কি তিনি?" রাজা কহিলেন, "আমিই সেই বিদেশী।" ভৃত্য কহিল, "মহাশয়! কতিপয় লোক আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন, আপনি অবিলম্বে আমার সহিত আগমন করুন্।" মিসরনাথ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ভৃত্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

ভৃত্য কিয়দ্দূর গমন করিয়া একটী মনোহর প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিল। রাজাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিঙ্কর রাজাকে দ্বিতলোপরি একটী সুসজ্জিত সুরম্য গৃহমধ্যে লইয়া স্বর্ণখচিত আসনে উপবেশন করাইল, সবিনয়ে কহিল, "আপনি ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থান করুন্। উদ্বিগ্ন হইবেন না, অচিরেই আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইবে।" ভৃত্য এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

দুই ঘণ্টা অতীত হইল, কাহারও দেখা নাই। মধ্যে মধ্যে ভৃত্য এক একবার আসিয়া "উদ্বিগ্ন হইবেন না, অচিরেই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে" এই বলিয়া রাজাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক প্রস্থান করে। কিয়ৎক্ষণ এইরূপে অতীত হইলে সহসা চারিটী রূপবতী যুবতী রমণী নরপতির দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। রমণীরা সর্ব্বাঙ্গে নানাবিধ বিভূষণ ধারণ পূর্ব্বক ঠমকে ঠমকে গজেন্দ্র-গমনে আগমন করিতেছে। তাহাদিগের পশ্চাতে সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী অপ্সরোপমা একটী নবযুবতী কমিনী রূপের ছটায় প্রাসাদ আলোকিত করিয়া আগমন করিতেছেন। সুন্দরী ধীরে ধীরে রাজার নিকট সমুপনীত হইয়া তাঁহার প্রতি ঘন ঘন কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন। কটাক্ষপাতেই রাজার অন্তর বিমুগ্ধ হইয়া পড়িল। রমণীকে দেখিবামাত্রই মিসরনাথ চিনিতে পারিলেন। যে রমণী "আমি অবিবাহিতা" বলিয়া তাচ্ছিল্যভঙ্গীতে স্নানাগার হইতে চলিয়া আসিয়াছিল, এই সুন্দরীই সেই রমণী। তখন নরনাথের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি মনে মনে আপনাকে সার্থকজন্মা বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

রমণী ধীরে ধীরে মৃদুমধুরবচনে নৃপমণিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "নাথ! তোমাকেই আমার যৌবন-মন সমর্পণ করিয়াছি, আজি হইতে আমি তোমার চরণের দাসী। আমাকে যাহা আদেশ করিবে, আমি তাহাই প্রতিপালন করিব। আমি যে তোমার বদনকমল দর্শনে এত বিলম্ব করিয়াছি, সে অপরাধ ক্ষমা করিও। এতক্ষণ বেশভূষায় সজ্জিত ছিলাম, উপযুক্ত বেশভুষা না হইলে কিরূপে তোমার চরণ বন্দনা করিব?"

প্রিয়তমার অমিয় বাক্যে মিসরনাথের হৃদয় বিমোহিত হইল। তিনি কহিলেন, "প্রিয়তমে! সুন্দরি! তোমার ন্যায় রমণীকে প্রাপ্ত হইলাম, ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? কিন্তু আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। স্নানাগারের ফটকে আমার প্রতি ঘৃণাপূর্ণ কটাক্ষপাত করিয়াছিলে কেন? বোধ হয়, আমার জীর্ণ পরিচ্ছদ দেখিয়াই তোমার মনে ওরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল। প্রিয়তমে! আমার এ অবস্থা দেখিয়া মনে তাদৃশ ভাবের উদয় অসম্ভব নহে।"

বিলাসিনী কহিলেন, "নাথ! তাহা নহে। আমরা বাহিরে অহঙ্কার ও ঘৃণা

প্রদর্শন করি সত্য, কিন্তু অন্তরে অন্তরে যৌবন-মন সমর্পণ করি। আমাদের দেশের রীতিই এইরূপ। ইহাতে তুমি মনে কিছু অন্যভাব ভাবিও না।”

মহীপতি কহিলেন, “সুন্দরি! তুমি হৃদয়েশ্বরী হইবে, ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? কিন্তু কথা এই যে, আমি এরূপ জীর্ণ মলিন পরিচ্ছদে কিরূপে তোমার সহিত বাস করিব। তোমার কিঙ্করকে অনুমতি কর, একজন দরজীকে আহ্বান করিয়া আমার জন্য পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে দেয়।”

প্রণয়িনী হঠাৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, “জীবিতনাথ! আমি অগ্রেই তাহার বন্দোবস্ত করিয়াছি। এখানে একটী ইহুদীর দোকান আছে। সমস্ত প্রকারের পরিচ্ছদই সে প্রস্তুত রাখে। তাহাকে পরিচ্ছদ আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছি। অবিলম্বেই সে আগমন করিবে। তোমার অভিলাষমত বসনাদি তাহার নিকট হইতেই লইতে পারিবে। এখন আইস, ভোজনাগারে যাই, বেলা অধিক হইয়াছে।” এই বলিয়া রমণী প্রাণপতির কর ধারণ পূর্ব্বক ভোজনাগারে প্রবিষ্ট হইলেন। সখীচতুষ্টয়ও সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করিল। মহীধর দেখিলেন, ভোজনাগার পরিপাটীরূপে সজ্জিত, চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্ব্বিধ আহারীয় প্রস্তুত। নানাবিধ সুমিষ্ট ফল ও বিবিধ প্রকারের সুগন্ধী কুসুমের পরিসীমা নাই। গৃহের চতুর্দ্দিকে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র সজ্জিত রহিয়াছে। গৃহের শোভা সন্দর্শনে রাজার অন্তর নিরতিশয় পুলকিত হইয়া উঠিল। যথারীতি ভোজন সমাপ্ত হইলে সখীগণ যন্ত্র লইয়া সুস্বরে সংগীত করিতে প্রবৃত্ত হইল। রমণীগণের মধুর কণ্ঠস্বর শ্রবণে নরনাথের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি পুনঃপুনঃ তাহাদিগের প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন। অবশেষে নায়িকা প্রিয়তমের চিত্তবিনোদনার্থ স্বয়ং বাঁশরী লইয়া সংগীতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রিয়তমার মধুর সংগীত শুনিয়া মহীধরের মনপ্রাণ বিমোহিত হইয়া পড়িল।

ভোজনাগারে আমোদপ্রমোদ হইতেছে, ইত্যবসরে ইহুদী বস্ত্রাদি লইয়া তথায় সমুপনীত হইল। যুবতী রাজার মনোমত পরিচ্ছদাদি গ্রহণপূর্ব্বক তাহার যথোচিত মূল্য দিয়া ইহুদীকে বিদায় করিলেন। রাজা মনোহর পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিলেন। তাঁহার রূপলাবণ্য

দর্শনে যুবতীর মন বিমোহিত হইয়া গেল। মনের মত পতি লাভ করিয়া তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

সেই দিবস যামিনীযোগে শুভক্ষণে নায়ক-নায়িকার বিবাহকার্য্য সমাধা হইল। উভয়ে পরম সুখে নিশাযাপন করিলেন। উভয়েই উভয়ের প্রেমে উন্মত্ত। দুইজনেই অনঙ্গবশে অবশ। নবদম্পতীর হৃদয়োল্লাস দিন দিন প্রবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

ক্রমে সাতবর্ষ অতীত। অনন্তর মিসরনাথের ঔরসে রমণীর গর্ভে যথাক্রমে সাত পুত্র ও সাতটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। নায়ক-নায়িকা উভয়েই দিবানিশি আমোদপ্রমোদে উন্মত্ত। অযথা অপব্যয়ে ক্রমে ক্রমে যাবতীয় ধন বিনষ্ট হইয়া গেল। এমন কি, দাসদাসীগণকেও ছাড়াইয়া দিলেন। অবশেষে আপনাদিগের ও পুত্রকন্যাগণের আহারের জন্যও লালায়িত। গৃহের দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় হইতে লাগিল। যখন সমস্ত দ্রব্যাদিও নিঃশেষ হইল, তখন নিতম্বিনী মিসরনাথকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "নাথ! এখন উপায় কি? কিরূপে সন্তানগণ প্রতিপালিত হইবে? আমার যে কিছু সম্পত্তি ছিল, সকলই বিলুপ্ত হইল, এখন উপায়ান্তর চিন্তা কর।"

নরনাথ কামিনীর বাক্যে ব্যথিত হইয়া পুনর্ব্বার সেই বৃদ্ধ পাটনীর নিকট উপনীত হইলেন। কহিলেন, "পিতঃ! তোমার উপদেশে আমি এতদিন পরমসুখে অতিবাহিত করিয়াছি। আমার ঔরসে চতুর্দ্দশটী পুত্র-কন্যা জন্মিয়াছে। যাহা কিছু বিভব ঐশ্বর্য্য ছিল, সকলই নিঃশেষ হইয়াছে, এখন অর্থাভাবে পরিবারবর্গ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবার সম্ভব। তুমি আমার উপায় বিধান কর।"

বৃদ্ধ কহিল, "তুমি কি কোনরূপ ব্যবসা পরিজ্ঞাত আছ?"

রাজা কহিলেন, "না, আমি কিছুমাত্র ব্যবসায় জানি না।"

তখন বৃদ্ধ রাজার হস্তে দুইগাছি রজ্জু দিয়া কহিল, "যে স্থানে ভারবাহী মুটিয়াগণ অবস্থিতি করে, এই রজ্জু লইয়া তথায় দণ্ডায়মান থাক। যখন কেহ মোট বহনার্থ তোমাকে আহ্বান করিবে, তুমি দ্রুতগতি তাহার নিকট গমন করিয়া মোটবহন করত যাহা কিছু প্রাপ্ত হইবে, তদ্দ্বারা পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিবে।"

নরনাথ বৃদ্ধের বচনানুসারে রজ্জু দুই গাছি লইয়া যে স্থানে অন্যান্য ভারবাহীগণ দণ্ডায়মান থাকে, তথায় উপস্থিত হইলেন। ক্ষণকাল পরে জনৈক ভদ্রলোক তাঁহাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "তুমি আমার এই মোট লইয়া চল, আমি তোমাকে ইহার উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করিব।" আহা! যিনি চিরদিন পরম সুখভোগে রাজ অট্টালিকায় বাস করেন, যাঁহার সুকোমল অঙ্গ দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন করিয়াও ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, তিনি কিরূপে এই ক্লেশকর ভারবহনে সমর্থ হইবেন? কি করেন, অগত্যা সেই মোট লইয়া নরপতি সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ভার বহনে তাঁহার স্কন্ধদেশ ক্ষতবিক্ষত হইল। বহুকষ্টে ভারবহন করিয়া তাহার পারিশ্রমিক স্বরূপ একটীমাত্র পয়সা প্রাপ্ত হইলেন। মহীনাথ সেই পয়সাটী লইয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক প্রিয়তমার করে প্রদান করিলে প্রণয়িনী বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "নাথ! একটীমাত্র পয়সায় কিরূপে সংসার চলিবে? কিরূপে সন্তানগণ প্রতিপালিত হইবে? যাহাতে প্রত্যহ ইহার দশগুণ আনয়ন করিতে পার, তাহার চেষ্টা করিও, তাহা হইলেও একরূপ কায়ক্লেশে সন্তানগুলিকে জীবিত রাখিতে পারিব। আপনারা এক বেলা আহার করি, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু সন্তানগুলির কষ্ট দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।"

পরদিন প্রভাতে মিসরনাথ গাত্রোত্থান করিয়া বিষণ্ণবদনে সমুদ্রতীরে উপনীত হইলেন। পূর্ব্বদিনের ন্যায় আর ভারবহনার্থ গমন করিলেন না। মনের দুঃখে ভাবিতে ভাবিতে বিষণ্ণবদনে সমুদ্রকূলে সমুপস্থিত হইলেন। সাগরতটে বসিয়া পূর্ব্বকথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে নমাজের সময় সমাগত হইল। তিনি স্নানার্থ সাগরজলে অবতীর্ণ হইয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মার্জ্জন পূর্ব্বক সলিলগর্ভে নিমগ্ন হইলেন। যেমন মস্তকোত্তোলন করিয়াছেন, অমনি বিস্ময়রসে তাঁহার অন্তর স্তম্ভিতপ্রায় হইয়া পড়িল। দেখিলেন, স্বীয় রাজধানীতে আপনার গৃহেই পূর্ব্ববৎ টবের উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সম্মুখে পণ্ডিতপ্রবর চোবিদান বিদ্যমান। চোবিদানকে দেখিবামাত্র ক্রোধে তাঁহার অন্তর প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। পরুষবচনে ভৎসনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "রে দুরাত্মন্! তোর হৃদয়ে কি কিছুমাত্র

ধর্ম্মভয় নাই ? ঈশ্বরের নিকট পাপের উপযুক্ত প্রতিফল আছে, তুই কি এক-বারও তাহা মনোমধ্যে বিবেচনা করিস্ না ? আমি মিসরাধিপতি আমার সহিত দুর্ব্যবহার করিতে কি তোর বিন্দুমাত্রও ভয়ের সঞ্চার হইল না ?”

চোবিদান কহিলেন, “নৃপবর! বৃথা আমাকে তিরস্কার করিতেছেন কেন ? আমি আপনার কিছুমাত্র অপকার করি নাই। আপনি এই ক্ষণ-কালমাত্র জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। যদি আমার বাক্যে বিশ্বাস না জন্মে, আপনার কিঙ্করগণকে জিজ্ঞাসা করুন্।”

চোবিদানের বাক্যে কিঙ্করগণও অনুমোদন করিল, কিন্তু তাহাতেও মিসর-নাথের বিশ্বাস জন্মিল না। তিনি ভৃত্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “আমি সপ্তবর্ষ পরে পুনরায় নিজরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলাম। আমি যে দেশে অবস্থিতি করিতাম, তথায় একটী রূপবতীর প্রাণিগ্রহণ করি। আমার ঔরসে তাহার গর্ভে চতুর্দ্দশটী পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমি তথায় প্রথমতঃ একপ্রকার সুখেই ছিলাম, কিন্তু দুরাত্মা চোবিদান অবশেষে আমাকে ভারবাহকের কার্য্য করাইয়া যার পর নাই কষ্ট দিয়াছে।”

চোবিদান কহিলেন, “রাজন্! যদি আমার বাক্য আপনার বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন্।” এই বলিয়া উলঙ্গ হইয়া কটিদেশে জীর্ণ বসনখণ্ড বন্ধন পূর্ব্বক সেই টবের জলে নিমগ্ন হইলেন। এদিকে রাজা তাঁহাকে বধ করিবার জন্য করে তরবারি গ্রহণ করিলেন। তিনি পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরের কৃপায় রাজ্যে প্রত্যাগত হইলেই চোবি-দানের জীবন গ্রহণ করিবেন। চোবিদান বিদ্যাবলে রাজার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া ইন্দ্রজালবিদ্যাপ্রভাবে অন্তর্হিত হইয়া একেবারে ডামস্কস্ নগরীতে উপনীত হইলেন। তথায় উপনীত হইয়া রাজাকে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। পত্রের মর্ম্ম এইরূপঃ—

“মহারাজ! কি আপনি, কি আমি উভয়েই আমরা সেই পরাৎপর পরমে-শ্বরের ক্ষুদ্র দাসানুদাস। যাঁহার আজ্ঞায় দিবানিশি চন্দ্রসূর্য্য শূন্যপথে ভ্রমণ করিতেছে, তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। আপনি ক্ষণকালমধ্যে টবে নিমগ্ন হইয়া নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসিলেন। পর্য্যটন সপ্তবর্ষ ব্যাপিয়া আপনার অনুমিত হইল; আপনি সেই অজ্ঞাত দেশে রূপবতী

কামিনীর প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া চতুর্দ্দশটী সন্তান উৎপাদন করিলেন। ক্রমে অযথা অপব্যয়ে আপনার সমস্ত ঐশ্বর্য্য বিনষ্ট হইল। আপনি ভারবাহীর কার্য্য করিলেন। ক্ষণকালমধ্যে যদ্যপি এরূপ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সম্ভবে, তাহা হইলে স্বর্গীয় দূত যে মহম্মদকে মুহূর্ত্তমধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবন, সপ্তস্বর্গ ও সপ্তপাতাল পরিভ্রমণ করাইয়াছিল, যখন মহম্মদ পুনরায় নিজগৃহে প্রত্যাগত হইলেন, তখন দেখিলেন, শয্যা পূর্ব্ববৎ উষ্ণ আছে এবং যে জলপাত্র পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে বিন্দুমাত্রও জল নিপতিত হয় নাই, এই সমস্ত কি বলিয়াই বা অসম্ভব হইতে পারে? রাজন্! ঐশী শক্তি দুর্ব্বোধ্য। কদাচ ঐশী শক্তিকে অবিশ্বাস করিবেন না।”

পত্রখানি পাঠ করিয়া তখন ঐশীশক্তির প্রতি নরপতির বিশ্বাস জন্মিল; কিন্তু চোবিদানের প্রতি ক্রোধের উপশম হইল না। তিনি চোবিদানের মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া পাঠাইবার জন্য ডামস্কস্‌রাজের নিকট পত্র পাঠাইলেন। মিসরনাথের আজ্ঞা অবহেলা করে, কাহার সাধ্য? ডামস্কস্ নরপতি অবিলম্বে চোবিদানকে ধৃত করিবার জন্য অনুচরবর্গকে প্রেরণ করিলেন। চোবিদান তৎকালে নগরপ্রান্তে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। কিঙ্করগণ আশ্রমের অনতিদূরে উপস্থিত হইয়াই দেখিল, আশ্রমের দ্বারদেশে চতুরঙ্গ সেনা যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তদ্দর্শনে বিস্মিত ও ভীত হইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাজার নিকট সমস্ত নিবেদন করিল। নরনাথ রোষপরায়ণ হইয়া সসৈন্যে চোবিদানের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমে উভয়সৈন্যে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ক্ষণকালের মধ্যেই রাজসৈন্য পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। নৃপতির লজ্জার পরিসীমা রহিল না। তিনি বিষণ্ণবদনে অমাত্যগণকে উপায় বিধানের সদুপদেশ জিজ্ঞাসা করিলে মন্ত্রীগণ কহিলেন, “রাজন্! যাবৎ চোবিদানের দেহে ঐশী শক্তি বিরাজমান থাকিবে, তাবৎ জগতীতলে কেহই তাহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না। আপনার অন্তঃপুরে যে সমস্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনী আছে, আপনি চোবিদানের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিয়া উপহারস্বরূপ সেই সকল মহিলাকে প্রেরণ করুন্। যদি মহিলাগণ হাবভাববিলাসে প্রণয়জালে বদ্ধ করিয়া চোবিদানকে বিমোহিত করিতে পারে, তাহা হইলেই চোবিদানের দেহ পাপপঙ্কে বিলিপ্ত হইবে।

পাপস্পর্শ হইলেই ঐশী শক্তি অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। তখন আপনি অনায়াসে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিবেন।

রাজা মন্ত্রীগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে ভূয়সী প্রশংসাবাদ করত অবিলম্বে তদনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন। অবিলম্বে নানাবিধ মণি, মুক্তা, স্বর্ণ, হীরক প্রভৃতি রত্নরাজি সহ অলোকসামান্য রূপবতী কতিপয় মহিলা উপহার স্বরূপ চোবিদানের নিকট প্রেরিত হইল। চোবিদান মনে করিলেন, রাজা ভীত হইয়াই সন্ধি সংস্থাপন করিতেছেন। এই ভাবিয়া প্রীতচিত্তে সেই সমস্ত গ্রহণ করিলেন। মহিলাগণের মধ্যে একটী কামিনী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী ও রূপবতী ছিল। তাহার রূপদর্শনে পণ্ডিতের হৃদয় টলিয়া গেল। তিনি তাহার মায়ায় বিমোহিত হইয়া তাহার প্রণয়জালে বদ্ধ হইলেন। দিবানিশি তাহার সহিত আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত হইতে লাগিল। একদা কামিনী নানাবিধ হাবভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক মৃদু মধুরস্বরে সম্বোধন করিয়া চোবিদানকে কহিল, "নাথ! আমি তোমার চির-অধীনী, আমি চিরদিনের জন্য তোমাকেই জীবন-যৌবন সমর্পণ করিয়াছি। আমার অন্তরে কৌতূহল জন্মিয়াছে, কীর্ত্তন করিয়া আমার ঔৎসুক্য দূর কর। তোমার এই ঐশী শক্তি ত কোনকালে অন্তর্হিত হইবে না?"

চোবিদান কহিলেন, "প্রিয়তমে! ও সকল কথায় তোমার আবশ্যক কি? তুমি স্ত্রীজাতি, স্ত্রীলোকের ও সমস্ত বিষয়ে কোন প্রয়োজন নাই। এখন আইস, তোমাকে বক্ষঃস্থলে লইয়া আমোদ-প্রমোদ করত সুখী হই।"

অমনি বিলাসিনী কপট মানভরে অভিমানিনী হইল, অধোবদনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। গদগদবচনে কহিল, "জীবিতেশ্বর! আমি তোমার নিকট হৃদয় খুলিয়াছি, কিন্তু তুমি আমাকে চরণে স্থান দেও না। তোমার ভালবাসা বুঝিয়াছি, আর তোমার আদরে কাজ নাই।"

মানিনীর অভিমান চোবিদানের প্রাণে সহ্য হইল না। তিনি, রমণীর কোমল করপল্লব ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, "সুন্দরি! তোমাকে অন্তরের সহিত ভালবাসি। যদি ঐ বিষয় অবগত হইলে সুখী হও, বলিতেছি, শ্রবণ কর। যদবধি আমি তোমার প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়াছি, তদবধিই আমার শরীর পাপপঙ্কে অনুলিপ্ত হইয়াছে। তদবধিই আমার সেই ঐশী শক্তি

তিরোহিত হইয়াছে। পুনরায় জলে দেহ শোধন পূর্ব্বক যথানিয়মে কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিলে সহজে আর সেই শক্তির সঞ্চার হওয়া নিতান্ত দুরূহ।”

চোবিদানের বাক্য শ্রবণ করিয়া রমণীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। সে গোপনে রাজার নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিল। রাজা কিঙ্করগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “তোরা অদ্য নিশীথসময়ে চোবিদানের গৃহে উপস্থিত হইবি। আমার উপদেশানুসারে সেই রমণী দ্বার খুলিয়া দিবে। তোরা তৎক্ষণাৎ চোবিদানকে ধৃত করিয়া দৃঢ়বন্ধন করত আমার নিকট আনয়ন করিবি।”

কিঙ্করগণ রাজার আদেশ শিরোধার্য্য করিল। ক্রমে রজনী সমাগত। তাহারা নিশীথসময়ে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে চোবিদানের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া সঙ্কেত করিল। চোবিদান প্রত্যহ নিশাযোগে শয্যাপার্শ্বে একপাত্র জল রাখিয়া দিত, দেহ-শোধনের আবশ্যক হইলে সেই জলেই কার্য্য সম্পাদন করিত। রমণী ইচ্ছাপূর্ব্বক ছলনা করিয়া সেই জলপাত্র ফেলিয়া দিল এবং হঠাৎ পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া পুনরায় জল আনয়নার্থ দ্বার উদ্ঘাটিত করিল। যেমন দ্বার উদ্ঘাটন হইয়াছে, অমনি রাজকিঙ্করগণ ভীষণবেশে গৃহমধ্যে উপস্থিত। তখন নারীর চাতুরী চোবিদানের হৃদয়ঙ্গম হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ দুইটী জলন্ত বাতী হস্তে লইয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে ভীষণ জলদগর্জ্জনে নানা-বিধ মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক তাহা কিছুই নহে, কেবল ভৃত্য-গণকে ভয় প্রদর্শন করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই ভয়ঙ্কর মন্ত্ররাজি শ্রবণ করিয়া কিঙ্করগণের ভয় ও বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তাহারা প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া শশব্যস্তে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে চোবিদান গৃহের দ্বার রুদ্ধ করত ব্যস্তসমস্ত হইয়া জলে দেহ সংশোধন পূর্ব্বক চক্ষু নিমীলিত করিয়া মন্ত্রযোগ ধ্যান করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার ঐশী শক্তির পুনঃসঞ্চার হইল। তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে মন্ত্রবলে স্বয়ং সেই দুষ্টা রমণীর মূর্ত্তিধারণ করিলেন। রমণীও চোবিদানের রূপ পরিগ্রহ করিল। কেবল চোবিদানের রূপ পরিগ্রহ করিল এমন নহে, মন্ত্রবলে তাহার বাক্‌শক্তি তিরোহিত হইয়া গেল। তখন নারীরূপিণী চোবিদান গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রাজকিঙ্করগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

"তোমরা কাপুরুষের ন্যায় ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছ কেন? রাজা তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর প্রদান করিবে? তোমাদিগকে ধিক্! আমি নারীজাতি, আমি নিজে এই দুরাত্মাকে ধরিয়া দিতেছি। তোমরা শীঘ্র আগমন কর, তোমাদিগের কোন চিন্তা নাই।"

কিঙ্করগণ তখন লজ্জিত হইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবেশ করত চোবিদানরূপিণী নারীকে ধৃত করিয়া রাজসকাশে আনয়ন করিল। নারীরূপী চোবিদানও তাহাদিগের অনুগমন করিলেন। নরপতি ঘাতুকের প্রতি আদেশ করিলে তৎক্ষণাৎ চোবিদানরূপিণী রমণীর মুণ্ডচ্ছেদন হইল।

সহসা চোবিদান নারীমূর্ত্তি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক স্বীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। সভাস্থ সকলেই বিস্ময়ে নিস্পন্দপ্রায় হইয়া পড়িল। চোবিদান নৃপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "নরনাথ! অকারণে সহসা কাহারও প্রতি শত্রুতাচরণ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। আপনি মিসরপতির আদেশে বিনা দোষে বিনা কারণে আমাকে নিহত করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। যে রমণী বিনা দোষে আমার অনিষ্টের চেষ্টা করিয়াছিল, সে তাহার পাপের সমুচিত শাস্তি প্রাপ্ত হইল। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমার এরূপ ক্ষমতা আছে, আমি মুহূর্ত্তমধ্যে এই সভাস্থ সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ করিতে পারি।" এই বলিয়াই চোবিদান তিরোহিত হইলেন। এদিকে রমণীর দেহ ছিন্ন হইবা মাত্র নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সভাসদগণের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না।

অমাত্যপ্রবর উপন্যাস পরিসমাপ্ত করিয়া নরপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! নারীজাতি শত শত সহস্র সহস্র দোষের আকর। নারীর প্রণয়জালে আবদ্ধ হইলে বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, বিবেচনা সকলই বিলুপ্ত হইয়া যায়। নারীর বিষময় কটাক্ষশরে সংবিদ্ধ হইলে তপ জপ সকলই ক্ষয় হয়, ইন্দ্রিয়গণ স্ববশে থাকে না, শাস্ত্রজ্ঞান, ধর্ম্মচর্চা সকলই ভস্মসাৎ হইয়া যায়। অতএব করযোড়ে নিবেদন করি, আপনি বিবেচনা না করিয়া সহসা নুরজিহানের জীবন দণ্ড করিবেন না। আমাদিগের প্রতি প্রতীক্ষা করিবার

ভার প্রদান করুন, আমরা নির্জ্জনে কুমারের মনোগত ভাব জানিতে সমর্থ হইব। তৎপরে আপনার যাহা বিবেচনা হয় করিবেন।"

নরপতি মন্ত্রীর প্রার্থনায় কহিলেন, "মন্ত্রিবর! তোমার অনুরোধে আমি অদ্যকার জন্য নুরজিহানের জীবনদণ্ড স্থগিত রাখিলাম।" এই বলিয়া মৃগয়ার যাত্রা করিলেন। সায়ংকালে মৃগয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া অন্তঃপুরে গমন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিলে মহিষী বিনীতভাবে কহিল, "রাজন্! আপনি নুরজিহানের জীবনদণ্ড রহিত করিয়া আপনারই অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। কোন্ দিন অকস্মাৎ সে আপনার অমূল্য জীবন গ্রহণ করিবে সন্দেহ নাই। সেই দুরাত্মা যখন আমার সতীত্ব নাশে সমুদ্যত হইয়াছিল, তখন জগতে তাহার অসাধ্য দুষ্ক্রিয়া আর কিছুই নাই। আমার বাক্যে যদ্যপি তাহার প্রাণদণ্ড না করেন, তাহা হইলে পরিণামে আপনাকে দিল্লীশ্বরের ন্যায় মনস্তাপে দগ্ধীভূত হইতে হইবে। আমি আপনার নিকট সেই ইতিবৃত্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন্।"

দিল্লী-রাজপুত্রের ইতিবৃত্ত।

পূর্ব্বকালে গাজনা নগরীতে সাহাবদ্দী নামে সর্ব্বগুণসম্পন্ন এক নরপতি বাস করিতেন। আপনার ন্যায় সেই মহীপতিও বিদ্যায় বৃহস্পতি, ক্ষমায় ধরণী এবং বলবিক্রমে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। কালসহকারে তাঁহার একটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। পুত্রের রূপলাবণ্যে সকলেই বিমোহিত হইলেন। কুমার দিন দিন শশীকলার ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। মহীপতি পুত্রের সুশিক্ষার্থ শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। যাহাতে বুদ্ধিশক্তি সুমার্জ্জিত হয়, যাহাতে চিত্তের নির্ম্মলতা জন্মে, লম্পটতা অবিবেকতা যাহাতে হৃদয় অধিকার করিতে না পারে, যাহাতে সত্যপথে সর্ব্বদা মন নিবিষ্ট হয়, এই সমস্ত বিষয়ে সুশিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষকের প্রতি আদেশ প্রদত্ত হইল। তদ্ব্যতিরেকে যুদ্ধবিদ্যা, অশ্ববিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা দিতেও অনুমতি করিলেন। শিক্ষকগণ রাজার আদেশানুসারে সযত্নে কুমারকে সুশিক্ষা দিতে আরম্ভ

করিলেন। কুমার সামান্যমাত্র দোষ করিলেও শিক্ষকেরা তাঁহাকে কঠিন দণ্ড প্রদান করিতেন, অধিক কি, সময়ে সময়ে কারাগারে প্রেরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। বস্তুতঃ সুশিক্ষাবলে কুমার অল্পদিনের মধ্যেই সর্ব্ব-বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন।

একদা জনৈক মন্ত্রী রাজসকাশে সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! যাবতীয় প্রজাবর্গই আপনার শাসনগুণে বিশেষ অনুরক্ত; কিন্তু রাজ-কুমারকে অসুখী দেখি কেন? তিনি সর্ব্বদা প্রায় বিষণ্ণবদনে অবস্থিতি করেন, ইহার কারণ কি?"

রাজা কহিলেন, "মন্ত্রিবর! সামান্যমাত্র দোষেও কুমারের প্রতি কঠিন দণ্ড ব্যবস্থা হইয়া থাকে; এই জন্যই কুমারকে অসুখী বলিয়া বোধ হয়; ফল এখন কুমার সুশিক্ষা লাভ করিয়াছে, আর তাহার প্রতি তাদৃশ কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা হইবে না। এখন হইতে আর তাহার অসুখের কারণ কিছুই থাকিবে না।"

এইরূপে কিছুদিন বিগত হইলে নরপতি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তখন যুবরাজ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সুতনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনগুণে অল্পদিনের মধ্যেই প্রজাগণ রাজশোক বিস্মৃত হইয়া গেল।

যৎকালে সাহাবদ্দী গাজ্নায় রাজ্যশাসন করেন, সেই সময়ে মহম্মদ তেকিস্ দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। কি বিদ্যায়, কি বুদ্ধিতে, কি বলে মহম্মদ তেকিসের সঙ্গে সাহাবদ্দীর কিছুমাত্র প্রভেদ ছিল না। যে দিন, যে সময়ে, সাহাবদ্দীর তনয় জন্ম গ্রহণ করেন, সেই দিন সেই মুহূর্ত্তেই দিল্লীশ্বরের একটী পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। দুই রাজকুমারই রূপে ও বয়সে অনুরূপ। দিল্লীশ্বর পুত্রের শিক্ষার জন্য বহুসংখ্যক শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কিছুমাত্র ফল দর্শিল না। পুত্র দোষ করিলে রাজা কিছুমাত্র শাসন করিতেন না। তিনি মনে মনে বিবেচনা করিতেন, বালকসুলভ চাঞ্চল্যবশতই এই সমস্ত দোষ করিতেছে, ভবিষ্যতে আর এরূপ থাকিবে না। পিতা-মাতার অনবধানতাদোষেই পুত্র কুপথে পদার্পণ করে। দিল্লীশ্বরের দোষেই কুমার অসৎ প্রবৃত্তিতে অনুরক্ত হইলেন। ক্রমে

ক্রমে সৎকার্য্য, সদনুষ্ঠান, সৎপ্রবৃত্তি সকলই তাঁহার অন্তর হইতে তিরোহিত হইল। তাঁহার অত্যাচারে প্রজাগণ একান্ত প্রপীড়িত হইয়া উঠিল। কুমার কাহারও রমণীহরণ, কাহারও পিতা-মাতাকে নিধন, কাহাকেও জলগর্ভে নিক্ষেপ এই সমস্ত দুষ্কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রত্যহ ভূরি ভূরি প্রজাগণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে রাজসকাশে সমুপস্থিত হইয়া নানা রকমে কুমারের নামে অভিযোগ করিতে লাগিল।

তখন মহীপতি একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কুমারকে সমীপে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, "কুলাঙ্গার! তোর্ উপদ্রবে রাজ্য অরাজকপ্রায় হইয়া উঠিল। তোর উৎপীড়নে প্রজাগণ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছে। এই দোষে তোকে শমনভবনে গমন করিতে হইবে। আমি কলাই তোর্ প্রাণদণ্ড করিব।"

পিতার এই নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া কুমারের রোষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তখন দ্বিরুক্তিমাত্র না করিয়া নিশাযোগে কতিপয় বয়স্য সমভিব্যাহারে পিতার শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন; সুতীক্ষ্ণ তরবারি লইয়া অবিলম্বে পিতার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন, দেখিতে দেখিতে রাজার জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল!

কুমার পিতাকে নিহত করিয়া আপনি শিরোদেশে রাজমুকুট ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কুমারের কঠিন ব্যবস্থা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। যে সকল ব্যক্তি কুমারের সিংহাসনারোহণে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিল, কুমার তাহাদিগকে সপরিবারে নিহত করিলেন। অনন্তর মনে মনে বিবেচনা করিলেন, যে সকল মন্ত্রী পিতার প্রতি অনুরক্ত ছিল, তাহারা অমাত্যপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে রাজ্যের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। এই ভাবিয়া তাহাদিগকে, তাহাদিগের পরিবারবর্গকে, আত্মীয়-বন্ধুকে অচিরে নিহত করিলেন। তাহাদিগের জন্য বিন্দুমাত্র অশ্রুপাত করে, জগতে এমন একটীমাত্র প্রাণীও রহিল না। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। কিন্তু দুরাত্মা যুবরাজের ভয়ে কেহই মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে পারে না। রোদন করিতে দেখিলেই কুমার তাহার জীবনদণ্ড করিবেন, এই ভয়ে সকলেই মনোবেদনা মনোমধ্যেই লুক্কায়িত রাখিত। কুমার প্রত্যহ প্রাতে প্রকাশ্য

পথে; পরিভ্রমণ করিতেন। কাহারও হস্তে কার্ম্মুক বা কোন অস্ত্র দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে সপরিবারে বধের আজ্ঞা প্রদান করিতেন। যখন তিনি বয়স্যগণের সহিত ভোজনাগারে ভোজন করিতে বসিতেন, তখন অবলাগণকে তথায় আনয়ন পূর্ব্বক উলঙ্গ করিয়া কৌতুক দেখিতেন। যদি কেহ তাঁহাকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিত, তৎক্ষণাৎ তাহাকেও উলঙ্গ করিয়া স্তম্ভে বন্ধন পূর্ব্বক তুরপুনযন্ত্রে তাহার দেহ বিদ্ধ করিতেন। যাবৎ তাহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত না হইত, তাবৎ তাহাকে ঐরূপ দুঃসহ যাতনা উপভোগ করিতে হইত। বস্তুতঃ কুমারের অত্যাচারে প্রজাবর্গের দুঃখের ও কষ্টের পরিসীমা ছিল না।

প্রজাগণের এইরূপ দুঃসহ যাতনা দেখিয়া করুণাময়পরম পিতার দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি প্রজাগণকে তাহাদিগের উদ্ধারের উপায়ের পথে প্রবর্ত্তিত করিলেন। নগরবাসী প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া একটী সভার অধিবেশন করিলেন। সকলে একমত হইয়া যেরূপ পরামর্শ স্থির করিলেন, অবিলম্বে সেই মর্ম্মে একখানি আবেদন গাজ্‌নারাজের নিকট প্রেরিত হইল। আবেদনের মর্ম্ম এইরূপ :—

"গাজ্‌নাধিপতে! আমরা রাজার উৎপীড়নে একান্ত প্রপীড়িত হইয়াছি। এরূপ যাতনা সহ্য করিয়া আর কিয়দ্দিন অতিবাহিত করিলেই একে একে প্রজাকুল নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। আপনি চতুরঙ্গ সেনা সমভিব্যাহারে অচিরে দিল্লী নগরীতে আগমন করিবেন। আমরা অকপট ভক্তিসহকারে এ রাজ্য আপনার পদতলে সমর্পণ পূর্ব্বক প্রীতি লাভ করিব। আপনার সহায়তা সাধনে আমাদিগের কিছুমাত্রও অযত্ন বা ত্রুটি হইবে না। যাবতীয় প্রজারা আপনার উচ্চশিরে রাজমুকুট দিয়া মনের অভিলাষ পূর্ণ করিবে।"

প্রজাগণ পত্র লিখিয়া গোপনে দূতহস্তে প্রেরণ করিল। দূত অবিলম্বে যথাস্থানে সমুপস্থিত হইলে পত্র পাঠ করিয়া গাজ্‌নাধিপতির আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি অবিলম্বে সৈন্যসামন্ত সুসজ্জিত করিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি চতুরঙ্গ বলই তাঁহার অনুগামী হইল। তিনি অচিরে দিল্লীতে পদার্পণ করিলে প্রজাবর্গ সমবেত হইয়া তাহার পক্ষ অবলম্ব করিল, অগত্যা দিল্লীশ্বর পরাজিত হইয়া গাজ্‌নানাথের

আদেশে কারাগারে বন্দী হইলেন। প্রজাগণ আনন্দিতমনে গাজনাধিপতিকে দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাবতীয় শোক, যাবতীয় যন্ত্রণা বিস্মৃত হইল।

এদিকে গাজনাধিপতি দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, দিল্লীশ্বর প্রজাগণকে যেরূপ দুঃসহ যাতনায় প্রপীড়িত করিয়াছে, তাহার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা অবশ্যকর্ত্তব্য। এই বিবেচনা করিয়া সেই দুরাচারকে সম্মুখে আনয়ন করিতে অনুজ্ঞাপ্রদান করিলে রক্ষীগণ শৃঙ্খলবদ্ধ পূর্ব্বভূতিকে রাজসভায় আনয়ন করিল। তখন গাজ্নাধীশ্বর পরুষবচনে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "রে দুরাত্মন্! তুই প্রজাগণকে যেরূপ দুঃসহ যাতনা প্রদান করিয়াছিস্, তুই তাহাদিগকে যেরূপ ধনে, মানে, কুলে, সর্ব্বপ্রকারে প্রবঞ্চিত করিয়াছিস্, এখন তাহার সমুচিত ফল ভোগ কর্" এই বলিয়া ঘাতুকের প্রতি বধদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন। ইত্যবসরে জনৈক সম্ভ্রান্ত যুবক রাজার পুরোবর্ত্তী হইয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! এই দুরাত্মা বিনা দোষে আমার পিতাকে নিহত করিয়া আমাদিগকে দুঃসহ বিষাদে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল, অনুমতি হইলে আমি স্বহস্তে এই দুরাত্মাকে তাহার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করি।" যুবকের বাক্যে নরনাথ তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করিলেন এবং রাজ্যমধ্যে এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যাহার যে কোনরূপে শাস্তি প্রদান করিতে বাসনা হয়, সেইরূপ শাস্তি দিয়া তাহার মনের বাসনা পরিপূর্ণ করুক্ নগরী মধ্যে এই ঘোষণা প্রচারিত হইবামাত্র চতুর্দ্দিক্ হইতে অসংখ্য অসংখ্য প্রজা সমাগত হইতে লাগিল। দুরাত্মা বধ্যভূমিতে নীত হইলে জনসমাগমে সেই স্থান সমাকীর্ণ হইয়া পড়িল।

অনন্তর সেই যুবক প্রথমতঃ স্বীয় হস্ত দ্বারা দুরাত্মার নেত্রদ্বয় সমুৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন। কেহ কেহ সুতপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা দুরাচারের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিদ্ধ করিতে লাগিল। তখন তাহার যাতনার পরিসীমা থাকিল না। সে মুহুর্ম্মুহুঃ আর্ত্তনাদ করিয়া কহিতে লাগিল, "হে প্রজাবর্গ! আমাকে তোমরা যেরূপ দুঃসহঃ যাতনা প্রদান করিতেছ, আমি তজ্জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত নহি, কিন্তু আমি তোমাদিগের শত শত সহস্র সহস্র

অপকার করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। হা তাত! তুমি এখন কোথায়? তুমি কেন আমাকে শৈশবাবস্থায় সুশিক্ষা প্রদান কর নাই? এখন তাহার সমুচিত প্রতিফল ভোগ করিতেছি। হায়! দুরতিক্রমণীয় ভীষণ নরকেও আমার স্থান নাই। দীননাথ! জগদীশ্বর! আমার দশা কি হইবে?" যাতনায় সন্তপ্ত হইয়া ক্ষণকাল এইরূপ বিলাপ করিতে দুরাত্মার জীবনবায়ু বিনিষ্ক্রান্ত হইল। চক্ষু অর্দ্ধোন্মীলিত,—গাত্র নিস্পন্দ,—সর্ব্বাঙ্গ শীতল,—সমস্তসুখ সমস্ত লীলার চির-অবসান!

দিল্লীশ্বরের লোকান্তরগমনের পর গাজনারাজ সুতনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাশনকালে সকলেই পরম সুখে অবস্থিতি করিত। তিনি অশীতিবৎসর পরমসুখে রাজ্যশাসন করেন। তাঁহার যশঃ! সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়াছিল।

কান্‌জাদা উপন্যাস সমাপন করিয়া পতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "নাথ সেই দুর্ব্বৃত্ত দিল্লীশ্বরের সহিত তুলনায় মুরজিহান কখন ন্যূন নহে। আপনার নিষ্ঠুর পুত্র হইতেই আপনার মান, সম্ভ্রম, গৌরব চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। আমি আপনার মহিষী, তাহার বিমাতা। জননীতে বিমাতাতে বিন্দুমাত্রও প্রভেদ নাই; সে অনায়াসে আমাকে বলাৎকার করিতে সমুদ্যত হইল। তাহার সেই দুর্ব্ব্যবহার স্মৃতিপটে উদিত হইবামাত্র অদ্যাপিও আমার হৃদয় কম্পিত হইতে থাকে। সে নিশ্চয়ই আপনার জীবন ধ্বংস করিবে, সন্দেহ নাই। যাবৎ তাহার অভীষ্টসিদ্ধি না হয়, তাবৎ সে ঐরূপ মৌনভাবেই অবস্থান করিবে। আমার বিবেচনায় বৃথা কালবিলম্ব করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। আপনি এই মুহূর্ত্তে তাহার জীবনদণ্ড করিয়া বিপদ্‌জাল হইতে পরিত্রাণ লাভ করুন।"

নরনাথ মহিষীর বাক্যে সমুত্তেজিত হইয়া পরদিন প্রভাতেই পুত্রের বধসাধনে প্রতিজ্ঞা করিলেন। রাণীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। পতিপত্নী উভয়েই মনের সুখে সুখশয্যায় নিদ্রিত হইলেন।

যামিনী বিগতা হইলে মহীপতি প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক সভাসনে সমাসীন হইয়া মন্ত্রীগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সচিবগণ! মুরজিহান মৌনভঙ্গ করিয়াছে কি?"

মন্ত্রীগণ কহিলেন, "রাজন্! আপনার পুত্র পূর্ব্ববৎ মৌনভাবেই অবস্থিত আছেন, তিনি কাহারও সহিত বাক্যালাপমাত্রও করেন না।" এই বাক্য শ্রবণমাত্র নরপতির ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘাতুকের প্রতি পুত্রের জীবনদণ্ডের অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন।

রাজার এই আদেশ শ্রবণমাত্র দ্বিতীয় মন্ত্রী করযোড়ে কহিলেন,ধরণীশ্বর! সহসা এরূপ ভীষণ কার্য্যে হস্ত নিক্ষেপ করা আপনার ন্যায় মহোদয়ের কর্ত্তব্য নহে। যিনি আপনার প্রাণ অপেক্ষাও স্নেহপাত্র, জগতে যাঁহাকে আপনি একমাত্র প্রিয়বস্তু জ্ঞান করেন, সহসা তাঁহাকে নিহত করিতে সমুদ্যত হওয়া বিবেচনাসিদ্ধ নহে। পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া কার্য্য না করিলে পরিণামে অশেষবিশেষে মনস্তাপের ভাগী হইতে হয়। যে সকল ব্যক্তি কলঙ্ক-সাগরের তরঙ্গ তুলে, সহসা তাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া তাহাদিগের ছলনায় বিমোহিত হওয়া সমুচিত নহে। নারীজাতির হৃদয় ছলনায় পরিপূর্ণ। তাহারা নিরন্তর নির্জ্জনে বসিয়া ছলনার আলোচনা করে। প্রলোভন ও মিথ্যা-বঞ্চনাই তাহাদিগের হৃদয়ের একমাত্র অনুশীলন। তাহারা প্রলোভন-বচনে বিমোহিত করিয়া মানবগণকে চাতুরীজালে জড়িত করিয়া ফেলে, অতএব হে নরনাথ! আপনি মৃত মহম্মদের উপদেশবাক্য অবহেলা করিবেন না। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, নারীজাতিই যাবতীয় অনর্থের মূল। আপনি যদি স্থিরমনে একবার সাদিকের ইতিবৃত্ত শ্রবণ করেন, তাহা হইলে আপনি কদাচ মহিষীর পরামর্শে পুত্রবধে সমুদ্যত হইবেন না।"

যদিও মহীপতির হৃদয়ে ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তথাপি মন্ত্রীর বিনয়গর্ভ হিতোপদেশ শ্রবণে অনেক পরিমাণে ধৈর্য্যধারণ করিলেন। তিনি অমাত্যের প্রতি সাদিকের ইতিবৃত্তি বর্ণনে অনুজ্ঞা করিলে দ্বিতীয় মন্ত্রী কৃতাঞ্জলিপুটে বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন।

অশ্বপাল সাদিকের ইতিহাস।

পূর্ব্বকালে মহাবলপরাক্রান্ত খ্যাতনামা তোগল তৈমুর তাতারদেশের অধীশ্বর ছিলেন। রাজ্যের উন্নতি সাধনে ও প্রজাবর্গের মঙ্গলের জন্য তিনি

নিরন্তর সমুদ্যত থাকিতেন; বস্তুতঃ তাঁহার বাৎসল্যে ও তাঁহার শাসনগুণে প্রজাবর্গ সকলেই তাঁহার প্রতি বিশেষে অনুরক্ত ছিল।

একদা মহীনাথ লোকপরম্পরায় শ্রবণ করিলেন যে, তাঁহার রাজ্যমধ্যে একজন অতি প্রিয়ভাষী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ লোক বাস করে। সেই ব্যক্তির ন্যায় সদাচারী ও সত্যভাষী তৎকালে রাজ্যমধ্যে আর কেহই ছিল কি না সন্দেহ। সে ব্যক্তি পরহিত-সাধনে একান্ত অভিলাষী। যদি প্রাণ-বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি সে সত্যপথ হইতে কদাচ বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইত না। নরনাথ তাহার সুযশোবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বহু অনুসন্ধানে তাহাকে সভায় আনয়ন পূর্ব্বক অশ্বপালের পদে নিযুক্ত করিলেন। তাহার সত্যবাদিতা ও সদাশয়তা সন্দর্শনে রাজার মন বিমোহিত হইয়া গেল। তিনি সেই সদাশয়কে সর্ব্বদা নিকটে নিকটে রাখিতেন; বস্তুতঃ অল্পদিনের মধ্যেই সে রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। তাহার প্রিয়বাদিতাদি সদ্‌গুণ দর্শনে মহীপতি তাহার নাম সাদিক রাখিলেন।

সাদিক রাজার প্রিয়পাত্র হওয়াতে সভাসদ্‌গণের হিংসানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। নরপতির জনৈক মন্ত্রী তাস্রীবর্দ্দী অন্তরে অন্তরে হিংসাগুণে বিদ্ধ হইতে লাগিলেন। কি প্রকারে সাদিক অপদস্থ হইবে, কিরূপে সে রাজ-সভা হইতে বিদূরিত হইবে, কিরূপে সে নিহত হইবে, এই সমস্ত আলোচনা তাস্রীবর্দ্দী ও অপরাপর সভাসদ্‌গণের একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। তাঁহারা যতই চেষ্টা করেন, যতই প্রয়াস পান, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। কেহ সাদিকের নামে কোনরূপ দোষারোপ করিলে রাজা তাহার কথায় বিশ্বাস না করিয়া সঙ্গোপনে তাহার পরীক্ষা করেন। যখন যে বিষয়ের পরীক্ষা করেন, সাদিক তাহাতেই গৌরবের সহিত সমুত্তীর্ণ হয়। তদ্দর্শনে সে উত্তরোত্তর নরনাথের আরও অধিকতর প্রিয়পাত্র ও স্নেহপাত্র হইয়া উঠিল।

একদিন তাস্রীবর্দ্দী আপন ভবনে সমাসীন হইয়া বিষণ্ণবদনে স্বীয় তনয়া হোসেন্‌দানকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎসে! এতদিনে আমার সমস্ত সুখশান্তি নির্ম্মূল হইল। অপমানে অপমানিত হইয়া জীবন নির্ব্বাহ করা অপেক্ষা বিজনে অরণ্যবাস বা জীবন বিসর্জ্জন করাও শ্রেয়স্কর। আমার

অন্য সভাসদ্‌গণও নিরন্তর অবমাননানলে দগ্ধবিদগ্ধ হইতেছেন। সাদিককে বিদূরিত করিতে না পারিলে আর আমাদিগের পরিত্রাণ নাই। আমরা তাহাকে নিহত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি বটে, কিন্তু যত চেষ্টা করিতেছি, যত প্রয়াস পাইতেছি, সকলই বিফল হইয়া যাইতেছে। কি করি, কি উপায় হইবে, কিছুই স্থির করিতে সক্ষম হইতেছি না।”

মন্ত্রীর এইরূপ বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া তদীয় নন্দিনী প্রবোধবচনে পিতাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, “পিতঃ! আপনি বিলাপ পরিত্যাগ করুন, অনুমতি করুন, আমার প্রতি এই কার্য্যের ভার দিন, আমি অচিরে আপনার মনোরথ সিদ্ধি করিব।”

দুহিতার বচনে মন্ত্রীর হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিল। তিনি সানন্দকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “জননি! তুমি কি উপায়ে বৈরনির্যাতনের সংকল্প করিয়াছ?”

হোসেন্‌দান কহিলেন, “পিতঃ! সে বিষয় আপনি জিজ্ঞাসা করিবেন না। আপনি এইমাত্র অনুজ্ঞা প্রদান করুন, আমি অবিলম্বে অশ্বপালের গৃহে প্রস্থান করি। আমি আপনার নিকট অঙ্গীকার করিতেছি, অচিরে সেই সাদিককে রাজার অপ্রিয়পাত্র করিয়া আপনার অন্তরের বিষময় দুঃখ বিদূরিত করিব।”

কন্যার বাক্যে প্রবোধিত হইয়া মন্ত্রীবর কহিলেন, “মাতঃ? আমি তোমাকে আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিব না। তোমার অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া আমার অন্তর অনেক পরিমাণে প্রবোধিত হইল। তুমি অবিলম্বে সেই অশ্বরক্ষকের গৃহে যাত্রা কর।”

হোসেনদান পিতার আদেশ প্রাপ্ত মাত্র আনন্দিতমনে যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। হীরামুক্তা প্রভৃতি রত্নরাজিতে বিভূষিত হইয়া সুন্দরীর শোভার পরিসীমা রহিল না। একে ষোড়শী যুবতী, বিনা বিভূষণেও অকৃত্রিম সৌন্দর্য্যগুণে পরম রূপবতী, তাহাতে নানাবিধ বহুমূল্য অলঙ্কার ধারণ করিয়া অনির্ব্বচনীয় প্রভা ধারণ করিলেন। কটিতটে সাটিনের পরিচ্ছদ পরিধৃত হইল; মৃগনয়না বিশালনয়নে অঞ্জন সংযোগ করিয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিলেন। এই প্রকারে বেশভূষা পরিসমাপ্ত হইলে সুন্দরী

নিশীথসময়ে কতিপয় পরিচারিকা সমভিব্যাহারে গজেন্দ্রগমনে ঠমকে ঠমকে সাদিকের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমে অশ্বপালের দ্বারদেশে সমুপনীত হইলে সুন্দরীর আদেশে তদীয় পরিচারিকাগণ গৃহে প্রত্যাগমন করিল। তখন কুমারী একাকিনী দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিলেন। একটী দাসী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। কুমারী মৃদুমন্দগমনে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে সাদিকের সমীপবর্ত্তী হইলেন। যে স্থানে অশ্বপাল সমুপবিষ্ট ছিল, তথায় উপনীত হইয়া অবগুণ্ঠন উন্মোচন পূর্ব্বক যথানিয়মে প্রণাম করত মৌনভাবে সমাসীন হইলেন।

এরূপ সুন্দরী ষোড়শী যুবতী রমণী আজন্মে সাদিকের নেত্রপথে নিপতিত হয় নাই। সুন্দরীর রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া তাহার মন বিমোহিত হইয়া গেল। কামশরে তদীয় হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। সে নির্নিমেষে কামিনীর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কামিনী নানাবিধ হাবভাব ও কটাক্ষ বর্ষণ দ্বারা সাদিকের মন বিমোহিত করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে কোমল করপল্লবে তাহার গলদেশ ধারণ করিলেন। রমণীর সুকোমল করস্পর্শে সাদিকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, তাহার অঙ্গে স্বেদজল দৃষ্ট হইল, সে কামাবেশে উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়িল।

সাদিকের তৎকালীন কামভাব দর্শনে আনন্দিত হইয়া সুন্দরী প্রণয়-গর্ভ বচনে কহিলেন, "সাদিক! প্রিয়তম! আমার আগমন দর্শনে তুমি কিছুমাত্র বিস্ময় জ্ঞান করিও না। তোমার রূপসন্দর্শনে আমার মন-প্রাণ একান্ত বিমোহিত হইয়াছে। আমি তোমার হস্তেই যৌবন সমর্পণ করিলাম। তুমি আমার কিঞ্চিৎ উপকার কর, এ অধীনী তোমারই চির-অনুগত দাসী জানিও। আমার উপকার সাধন করিলে আমাদ্বারা অবশ্য তোমার মনোরথ সুসিদ্ধ হইবে।"

কামিনীর কোকিলকণ্ঠস্বরের ন্যায় মনোহর বাণী শ্রবণ করিয়া সাদিকের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। সে মৃদুমধুরবচনে কহিল, "প্রিয়তমে! জগতে তোমাকে অদেয় কি আছে? তোমার কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে, অবিলম্বে প্রকাশ কর। আমি তোমার অধীন প্রেমদাস। আমাকে যাহা অনুমতি করিবে, আমি অবিচারিতমনে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদিত করিব।"

মন্ত্রানন্দিনী ধীরে ধীরে কহিলেন, "সাদিক! তোমার সহিত একত্রে ভোজন করি, ইহাই আমার মনের একান্ত বাসনা। বহুদিন হইতে অশ্ব-মাংস ভোজনে আমার অভিলাষ হইয়াছে। কৃপাকটাক্ষ প্রদর্শনপূর্ব্বক অধীনীর এই মনোরথ পূর্ণ কর। মহারাজের যে সমস্ত অশ্ব আছে, তাহারই একটীর হৃৎপিণ্ড ভোজন করিতে একান্ত লালসা জন্মিয়াছে।"

সাদিক কহিল, "সুন্দরি! আমি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু নৃপতির অশ্ব নিহত করিতে সমর্থ হইব না। অদ্য এবিষয়ে নিরস্ত হও। আমি কল্য প্রভাতেই একটী অশ্ব ক্রয় করিয়া তোমার মনোরথ সুসিদ্ধ করিব। সেই অশ্ব ভোজন করিয়া তুমি পরম পরিতোষ লাভ করিতে পারিবে।"

হোসেনদান সাদিকের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "প্রিয়তম! আমার অনুরোধ অদ্যাই রক্ষা করিতে হইবে। আমি আর প্রতীক্ষা করিতে পারিতেছি না। তুমি সর্ব্বগুণের আকর, তোমা দ্বারা আমার মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে ভাবিয়াই ঘোর নিশীথে তোমার আলয়ে আগমন পূর্ব্বক তোমারই করতলে জীবন-যৌবন সমর্পণ করিলাম। তুমি যেরূপে পার, অদ্যাই আমার মনস্কামনা পরিপূর্ণ কর।"

সাদিক কহিল, "প্রিয়তমে! তুমি সর্ব্বগুণে গুণবতী। তুমি আমার বাক্য অবহেলা করিও না, অদ্য এ বিষয়ে নিরস্ত হও। রাজা আমার প্রভু, আমি তাঁহার প্রতি যথেষ্ট ভক্তি প্রদর্শন করি, তিনিও আমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন। তাঁহার অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তিনি আমাকে অবশ্য ইহার সমুচিত দণ্ডবিধান করিবেন, অতএব সুন্দরি! আমি ঈদৃশী গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না।"

হোসেনদান সাদিকের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক প্রবোধবাক্যে অভয় প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "সাদিক! ইহাতে তোমার ভয় নাই। নরপতির অন্তরে বিশ্বাস উৎপাদন করা কিছু কঠিন হইবে না। রাজা অশ্বের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে তুমি বলিবে, অশ্বের উৎকট পীড়া হওয়াতে প্রতীকারের আশা নাই দেখিয়া তাহাকে অগত্যা নিহত করিয়াছি। রোগী অশ্ব নিহত না করিলে অন্যান্য অশ্বের পীড়া জন্মাইবার সম্ভব, ইহা নৃপবর অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম

করিতে পারিবেন। রাজা ক্রোধ করা দূরে থাকুক, বরং তোমার প্রতি বিশেষ পরিতুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই।"

রমণীর বাক্য শ্রবণ করিয়া সাদিকের অন্তর দ্বিধা-বিচলিত হইয়া উঠিল। একদিকে রাজভয়, অন্যদিকে রমণীর প্রণয়। বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া অবশেষে সুন্দরীর মতেই অনুমোদন করিল। তখন হোসেন্‌দান মনে মনে প্রীত হইয়া কহিলেন, "এই যে কৃষ্ণবর্ণ অশ্বটী দেখিতেছি, ইহাকে নিহত করিয়া ইহার হৃৎপিণ্ড রন্ধন পূর্ব্বক আমাকে প্রদান কর। আমি উহা ভোজন করিয়া বহুদিনের মনোরথ পরিপূর্ণ করিব।"

সাদিক কহিল, "প্রিয়তমে! ক্ষমা কর, আমি তোমার এ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিব না। এই অশ্বটীই সর্ব্বাপেক্ষা রাজার অধিকতর প্রিয়। ইহাকে নিহত করিলে আমাকে নিঃসন্দেহই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে। ইহাকে বিনষ্ট করিলে রাজা সেই মুহূর্ত্তে আমার জীবনদণ্ড করিবেন সন্দেহ নাই।"

হোসেন্‌দান একটু বিষণ্ণবদনে সাদিককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রিয়তম! রমণীজাতি স্বভাবতই অভিমানিনী, ইহা তুমি অবশ্য পরিজ্ঞাত আছ। মনে মনে যখন যে বাসনা হয়, তাহা পরিপূর্ণ না হইলে মনের দুঃখে তাহারা আত্মজীবন বিসর্জ্জন করে। যদি আমার জীবন রক্ষায় তোমার বাসনা হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে আমার মনোরথ সিদ্ধ কর। আমি চিরদিনের জন্য তোমার অনুগত দাসী হইলাম।"

রমণীর কপট প্রণয় বুঝিতে না পারিয়া সাদিকের অন্তর দ্রবীভূত হইল। সে কর্ত্তব্যকর্ম্ম সমস্তই বিস্মৃত হইয়া গেল। সে অবলীলাক্রমে রাজার প্রিয়তম অশ্বটী নিহত করিয়া তাহার হৃৎপিণ্ড রন্ধন পূর্ব্বক মনসুখে নারীসহ ভোজন করিল। ভোজন সমাপনান্তে উভয়ে সুখশয্যায় শয়ান হইল। অনঙ্গবশে সাদিকের অঙ্গ অবশপ্রায় হইয়াছিল। রমণী নানাবিধ আমোদে সাদিককে পরিতুষ্ট করিলেন। রমণীসহ বিহারে প্রমত্ত হইয়া সাদিকের আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

ক্রমে যামিনী প্রভাতা হইলে সুন্দরী সাদিকের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক পিতৃভবনে গমন করিয়া জনকের নিকট সমস্ত বিষয় নিবেদন করি-

লেন। তচ্ছ্রবণে মন্ত্রীবরের আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি অবিলম্বে রাজ-সকাশে গমন পূর্ব্বক সমস্ত বিষয় রাজার গোচর করিলেন, কিন্তু স্বীয় তনয়ার নাম গোপন করিয়া অন্য কোন রমণীর দ্বারা এই কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে, এইরূপ নিবেদন করিলেন।

যৎকালে তাম্রীবর্দ্দী রাজসকাশে এই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করে, সাদিক তৎকালে আপন গৃহে বসিয়া গত যামিনীর ঘটনা চিন্তা করিতেছিল। সে আপন টুপী মস্তক হইতে ভূতলে সংস্থাপন পূর্ব্বক করতলে কপোলবিন্যাস করিয়া অধোবদনে চিন্তা করিতেছে। সে মনে মনে কহিতেছে, "হায়! রমণীর প্রলোভনে বিমোহিত হইয়া আমি কি কুকর্ম্ম করিয়াছি! রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া অশ্বের বিষয় কি বলিব? হায়! আমাকে ধিক্! আমার বুদ্ধিকে ধিক্! নারীর বাক্যে বিমোহিত হইয়া আমার বুদ্ধিশক্তি বিলুপ্ত হইল। কামের বশবর্ত্তী হইয়া আমি নীচের ন্যায় অতি গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। হায়! যখন রাজা আমাকে কৃষ্ণ অশ্বের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তখন কি বলিয়া উত্তর প্রদান করিব? আমার মুখ দিয়া কিরূপে মিথ্যাবাক্য বহির্গত হইবে? একে ত গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, তাহাতে মিথ্যা বলিলে দ্বিতীয় অপরাধের ভাগী হইতে হইবে। যদি সত্য কথা বলি, তাহা হইলেও নিঃসন্দেহ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইব। এখন উপায় কি? সত্য কথা বলিব কিম্বা মিথ্যা প্ররোচনায় নরপতির মন ভুলাইবার চেষ্টা করিব? ভাল, আমার এই টুপীটী ভূতলে পতিত রহিয়াছে, এই টুপীটীই যেন নরপতি। টুপীটীর কাছেই যেন আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। টুপীটী যেন রাজার প্রতিনিধিস্বরূপে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'সাদিক! তুমি অবিলম্বে আমার সেই কৃষ্ণবর্ণ অশ্বটীকে আনয়ন কর, আমি তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মৃগয়ার্থ যাত্রা করিব।'—আমি যেন কহিলাম, 'মহারাজ! দুঃখের কথা কি বলিব, গত কল্য রজনীযোগে অশ্বটী উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শমনসদনে গমন করিয়াছে।' আমার বাক্যে যেন টুপীরূপী নরপতি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বলিতেছেন, 'দুষ্ট! পামর! গতকল্য আমি যে অশ্বের পৃষ্ঠদেশে সমারূঢ় হইয়া পরিভ্রমণ করিয়াছি, সহসা রাত্রিযোগে পীড়িত হইয়া সেই অশ্ব প্রাণত্যাগ করিল, ইহা কখনই

সম্ভবপর নহে। দুরাত্মন্! নিশ্চয়ই তুই তাহাকে বিক্রয় করিয়া আপনি প্রলোভনবশে অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিস্। কে আছিস্ রে! শীঘ্র আসিয়া এই দুরাত্মাকে লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ কর!”

সাদিক মনে মনে এইরূপ প্রশ্ন ও তাহার মীমাংসা করিয়া স্থির করিল যে, মিথ্যাকথা বলিলে নিশ্চয়ই নরপতি এইরূপ আদেশ করিবেন সন্দেহ নাই। যদি সত্যি কথা বলি, যদি বলি মহারাজ! আমি কোন রমণীর প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হইয়া রাত্রিযোগে অশ্বটী নিধন করত তাহার হৃৎপিণ্ড ভোজন করিয়াছি, তাহা হইলে নরপতি নিশ্চয়ই বলিবেন, “রে দুরাত্মন্! তুই রমণীর প্রণয়ে বিমুগ্ধ হইয়া আমার প্রিয়তম অশ্বটীকে নিহত করিয়াছিস্, অতএব তোকে তাহার সমুচিত প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। কে আছিস্ রে! শীঘ্র দুরাত্মার জীবন গ্রহণ কর।”—এখন কি করি, দেখিতেছি, দুই দিকেই বিপদ। হায় হায়! কেন আমি নারীর বাক্যে বশীভূত হইয়া এই দুষ্ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলাম? সেই মায়াবিনী নারীই আমার এই মহা অনর্থের মূল।

সাদিক মনে মনে বিষণ্ণবদনে এইরূপ চিন্তা করিতেছে, ইত্যবসরে রাজ-দূত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা সাদিককে আহ্বান করিয়াছেন শুনিবামাত্র সাদিক সেই দূত সহ রাজসভায় উপস্থিত হইল। দেখিল, রাজা সিংহাসনে ক্রোধাকুললোচনে সমাসীন আছেন। সেই মন্ত্রীবর তাম্রীবর্দ্দীও তথায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

অনন্তর মহীপাল সাদিককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “সাদিক! তুমি আমার কৃষ্ণবর্ণ অশ্বটী শীঘ্র আনয়ন কর। আমি সেই অশ্বোপরি আরোহণ করিয়া মৃগয়া শীকারে গমন করিব।”

রাজার অনুজ্ঞা শ্রবণমাত্র সাদিকের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। কি উত্তর দিবে, স্থির করিতে না পারিয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিতের ন্যায় অবস্থিতি পূর্ব্বক অবশেষে বিনম্রবচনে ধীরে ধীরে কহিল, “মহারাজ! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন্। আমি আপনার নিকট সমস্ত কথাই যথাযথ নিবেদন করিতেছি। গতকল্য রজনীযোগে একটী পরম রূপবতী ষোড়শী যুবতী আমার নিকট আগমন করিয়া নানাবিধ বিলাসে আমার মন বিমোহিত

করিয়া ফেলে। আমি তাহার প্রেমে বিমুগ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম। বিবিধ আমোদপ্রমোদের পর সেই যুবতী আপনার কৃষ্ণবর্ণ অশ্বের হৃৎপিণ্ড ভোজনের বাসনা করিলে তাহার আগ্রহাতিশয় নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া অগত্যা আমি অশ্বটীকে নিহত করিয়াছি। এক্ষণে আপনার যেরূপ উচিত-বিধান হয় করুন্।"

নরনাথ সাদিকের বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করত জিজ্ঞাসা করিলেন; "অমাত্যবর! ইহাকে কিরূপ শাস্তিপ্রদান করা যায়, তাহার উপায় বিধান কর।"

একে ত মন্ত্রীর কুচক্রেই সাদিকের এই দুর্দ্দশা, তাহাতে সেই মন্ত্রীর উপরেই সাদিকের দণ্ডবিধানের ভারার্পণ হইল। মন্ত্রীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি সসম্ভ্রমে কহিলেন, "রাজন্! এই দুরাত্মা আপনার প্রিয় বস্তুকে নিহত করিয়াছে, অতএব ইহাকে জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ করিতে অনুমতি প্রদান করুন্। তাহা হইলে ইহার পাপের উচিত দণ্ডবিধান হইবে।"

রাজা মন্ত্রীর বচন শ্রবণ পূর্ব্বক ক্ষণকাল মৌনভাবে অবস্থান করতঃ কহিলেন, "মন্ত্রিবর! তোমার বাক্য যুক্তিযুক্ত বলিয়া অনুমিত হইতেছে না। যখন সাদিক অকপটে নিজদোষ নিজমুখে স্বীকার করিয়া সত্যবাদিতার পরিচয় দিয়াছে, তখন ইহাকে দণ্ডবিধান করা দূরে থাকুক, বরং ইহাকে পারিতোষিক দেওয়া কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া সাদিকের দিকে সস্নেহ নেত্রপাত করত কহিলেন, "সাদিক! ভবিষ্যতে সাবধান হইও! তুমি নিজদোষ স্বীকার করিয়া সত্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছ; অতএব তোমার যাবতীয় দোষ মার্জ্জনা করিলাম, অধুনা তুমি এই পারিতোষিক গ্রহণ কর।" নরপতি এই বলিয়া একখানি মহামূল্য বসন প্রদান করিলেন্।

তাম্রীবর্দ্দী স্বচক্ষে এই অত্যদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন ও বিষণ্ণ হইয়া উঠিলেন। এতদিন যত কিছু চেষ্টা করিলেন, সাদিককে ধ্বংস করিবার যত পন্থা অবলম্বন করিলেন, সকলই বিফল হইল, অধিকন্তু কন্যাটী ব্যভিচারিতারূপ মহাপাপে নিমগ্ন হইয়া পড়িল। এই সকল চিন্তা করিয়া মন্ত্রী দিন দিন জীর্ণশীর্ণ হইতে লাগিলেন। দিবানিশি চিন্তায় তাঁহার উৎকট পীড়া জন্মিল। অচিরকালমধ্যেই তিনি কালগ্রাসে নিপতিত

হইলেন। অমাত্যের দেহত্যাগের পর মহীপতি সাদিককে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

দ্বিতীয় মন্ত্রী এইরূপে উপন্যাস সমাপন করিয়া মহীপতিকে কহিলেন, "রাজন্! তোগল তৈমুর অপেক্ষা আপনি কোন অংশেই ক্ষুদ্র নহেন। প্রথমবার দোষ করিলে তাহাকে ক্ষমা করা মহজ্জনের কর্ত্তব্য; অতএব সুরজিহানকে অভয় প্রদান করুন্; বিশেষতঃ সুরজিহান কদাচ কোন অংশেই দোষী নহেন। আপনি মহিষীর ছলনায় বিমোহিত হইয়া কদাচ এরূপ নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন না। ঈশ্বর আপনার মতি পরিবর্ত্তিত করুন্। আমার বিবেচনায় আবুমাস্কারের অন্বেষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আনয়ন করিয়া ইহার প্রকৃত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হউন, তিনি যে কোনরূপেই হউক্, আপনার পুত্রের মৌনভঙ্গ করিয়া সমস্ত গুপ্ততত্ত্ব ব্যক্ত করিবেন।"

নরপতি মন্ত্রীর বচনে প্রবোধিত হইয়া অবুমাস্কারের অন্বেষণার্থ দূত প্রেরণ করিলেন এবং সেই দিনের জন্য পুত্রের বধদণ্ড স্থগিত রাখিয়া ভোজনাদি সমাপনান্তে অনুচরগণ সমভিব্যাহারে মৃগয়া যাত্রা করিলেন। সায়ংকালে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া অন্তঃপুরে মহিষী-সকাশে গমন পূর্ব্বক বিশ্রাম লাভ করিলে মহিষী মৃদু মধুরবচনে কহিলেন, "নাথ! আপনি আমার বাক্য অবহেলা করিয়া যখন সুরজিহানের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই আপনাকে বাজাজাত রাজার ন্যায় বিপদজালে জড়ীভূত হইতে হইবে। একদা বাজাজাত ভ্রমণ করিতে করিতে দেখেন, পথিমধ্যে একটী কুক্কুর অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ ও চলৎশক্তিরহিত হইয়া মৃদুস্বরে রোদন করিতেছে; তাহার সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডুরোগ হওয়াতে দুর্গন্ধে তাহার নিকটে গমন করিতে পারা যায় না। তাহার ঐরূপ দুরবস্থা দর্শনে রাজার মনে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি কুক্কুরটীকে গৃহে আনিয়া বিশেষরূপ শুশ্রূষা দ্বারা তাহার আরোগ্য বিধান করিলেন। ক্রমে সারমেয় বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিল। সহসা একদিন নরনাথ কুক্কুরটীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছেন, ইত্যবসরে সে রাজাকে ভীষণবেগে আক্রমণপূর্ব্বক দংশন করিল। তখন রাজা বিস্মিত হইয়া কুক্কুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সারমেয়! আমি তোমাকে এতদিন যত্নসহকারে প্রতিপালন করিলাম, কিন্তু তুমি অদ্য বিনাদোষে

আকে দংশন করিলে কেন?' কুকুর কহিল, 'মহারাজ! খলের স্বভাব কখন পরিবর্ত্তনীয় নহে।' অতএব হে রাজন্! আপনি কদাচ নুরজিহানের প্রতি দয়াপ্রকাশ করিবেন না। দয়া প্রদর্শন করিলে বাজাজাতের ন্যায় নিশ্চয়ই আপনাকে বিপদসাগরে নিমগ্ন হইতে হইবে। যাহাকে দণ্ডদান করিতে হইবে, তাহার প্রতি দয়া করিয়া বিলম্ব করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। এম রাজা ঐরূপ বিলম্ব করিয়া শেষে যার পর নাই বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। যদি আপনি সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তাহা হইলে কদাচ নুরজিহানের বধসাধনে বিলম্ব করিবেন না।" এই বলিয়া গল্প বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

জনৈক পোষ্যপুত্রের ইতিবৃত্ত।

কোন সময়ে এক পণ্ডিত বিদেশে ভ্রমণে কৃতসংকল্প হইয়া আপনার যাবতীয় বিষয়বিভব বিক্রয় করত সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে ভ্রমণে যাত্রা করেন। সহসা পথিমধ্যে দস্যুতে তাঁহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক এক নিভৃত স্থানে লইয়া বন্দী করিল এবং পণ্ডিতের সমক্ষেই তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে বলাৎকার করত তাঁহার সতীত্ব বিনষ্ট করিল। তৎকালে পণ্ডিতরমণী অন্তর্ব্বত্নী ছিলেন। দস্যু বহুদিন পরে তাঁহাদিগের বন্ধন মোচন করিয়া দিলে তাঁহারা তথা হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক একটী সুপ্রসিদ্ধ নগরীতে পান্থশালায় আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। যথাকালে সেই স্থানেই পণ্ডিতরমণীর গর্ভে একটী পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। তখন রমণী পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "নাথ! এখন আমরা নিঃসম্বল, কিরূপে পুত্রটীকে লালন পালন করিব?" পণ্ডিত কহিলেন, "প্রিয়তমে! এ পুত্রে আমার আবশুক নাই, দস্যুর ঔরসে ইহার জন্ম হইয়াছে। ইহাকে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।" এইরূপ পরামর্শ করিয়া গোপনে শিশুটীকে একটী মসজিদের দ্বারদেশে নিক্ষেপ করিলেন।

এদিকে সেই নগরীর অধীশ্বর যদৃচ্ছাবশে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলে সেই সদ্যঃপ্রসূত শিশুটী তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত

হইল। কাহার পুত্র, কিরূপে মসজিদের দ্বারে উপনীত হইল, প্রকৃত কারণ জানিবার জন্য তত্রত্য অধিবাসীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহই কোন উত্তর দিতে পারিল না। তখন নরনাথ দয়ার্দ্রচিত্তে সেই শিশুটীকে লইয়া প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। রাজা নিঃসন্তান ছিলেন, তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, এই রূপবান্ শিশুটীকে প্রতিপালন করিয়া পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করত যাবতীয় রাজ্যভার ইহারই হস্তে সমার্পণ করিব। তাহা হইলেই আমার অবিদ্যমানে ইহা দ্বারা বংশের মানগৌরব সকলই রক্ষিত হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া শিশুর রক্ষণাবেক্ষণার্থ ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কুমার রাজ-অন্তঃপুরে দিন দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ক্রমে পঞ্চম বর্ষ বয়সে উপনীত হইলে নরপতি কুমারের বিদ্যা-শিক্ষার্থ উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। শিক্ষকেরা সযত্নে বহুপরিশ্রমে কুমারের শিক্ষাদানে নিবিষ্ট হইলেন। কুমার অল্পদিনের মধ্যেই যাবতীয় বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। শস্ত্রবিদ্যা ও যুদ্ধবিদ্যাও তাঁহার অপরিজ্ঞাত থাকিল না। তাঁহার মল্লযুদ্ধ দর্শন করিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইতে লাগিল। পুত্রের এই সমস্ত গুণরাশি দর্শনে রাজার ও রাজমহিলাগণের আনন্দের অবধি রহিল না। একদা অকস্মাৎ রাজ্যে যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইল। কতিপয় রাজা সমবেত হইয়া নগরী উৎসন্ন করিতে আগমন করিল। তখন মহীনাথ কুমারকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রেরণ করিলেন। কুমার অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন পুর্ব্বক যাবতীয় রাজগণকে পরাভূত করিলেন। তদ্দর্শনে রাজার আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি কুমারকে নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্যাদি উপহার প্রদান করিলেন।

কালসহকারে রাজমহিষী বহুদিনের পর একটী কন্যারত্ন প্রসব করিলেন। কন্যার রূপরাশিতে রাজপুরী সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ক্রমে কন্যাও দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিলেন। কালসহকারে নবযৌবনে পদার্পণ করিলে তাঁহার রূপরাশিতে কুমারের মন বিমোহিত হইল। কিরূপে সেই রাজকন্যাকে লাভ করিবেন, অহর্নিশি সেই চিন্তাই তাঁহার মনে জাগরিত হইতে লাগিল। একদা এক উদাসীনকে দর্শন করিয়া কুমার ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনার উদ্যানে ফুল ফুটিলে

তাহা কি উপভোগ করিতে নাই?' উদাসীন কহিলেন, রাজকুমার! বিধি-নিষিদ্ধ হইলে সে কাজে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বে আদম ও হাওয়া জন্ম গ্রহণ করিলে জগদীশ্বর তাহাদিগকে ফল ভক্ষণে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা ঈশ্বরের কথা অবহেলা করিয়া অবশেষে বিষম দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল; অতএব অবৈধ ফলে কদাচ প্রবৃত্তি করিও না।" উদাসীনের বাক্যে কুমারের চিত্ত অসন্তুষ্ট হইল। তিনি কামবশে বিহ্বল হইয়া একদা সবকে সেই রাজদুহিতাকে হরণপূর্ব্বক এক দূরদেশে গিয়া অট্টালিকা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পরমসুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মহীপতি এই সংবাদ শ্রবণমাত্রেই ক্রোধে অধীর হইয়া কুমারের বধসাধনার্থ চতুরঙ্গ সেনা প্রেরণ করিলেন; কিন্তু কুমার তাহাদিগকে অবিলম্বে পরাজিত করিয়া নগরে আগমন পূর্ব্বক প্রতিপালক পিতাকেও সংহার করিল। অবশেষে স্বয়ং পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

মহিষী এইরূপে উপন্যাস সমাপ্ত করিয়া রাজাকে কহিলেন, "নাথ! সেই পোষ্যপুত্রের ন্যায় আপনার দুরাচার পুত্র নুরজিহানও আপনাকে অবিলম্বে প্রাণে বিনাশ করিবে সন্দেহ নাই। পোষ্যপুত্র ভগিনীকে হরণ করিয়াছিল, নুরজিহান আপনাকে নিহত করিয়া বিমাতাকে হরণ করিবে।"

মহীনাথ মহিষীর এই বাক্য সমুত্তেজিত হইয়া প্রভাতেই পুত্রের বধ সাধনে প্রতিজ্ঞা করত সুখশয্যায় শয়ান হইলেন। প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সভাতলে গমন করিয়া মন্ত্রীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমাত্যগণ! আবুমাসকারের অনুসন্ধান কি হইয়াছে?" অমাত্যবর্গ নিবেদন করিলেন, "রাজন্! অদ্যাপি কিছুমাত্র সন্ধান পাওয়া যায় নাই।" তখন নরপতি কহিলেন, "তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। অবিলম্বে ঘাতুকগণকে আহ্বান করিয়া নুরজিহানকে বিনাশ করিতে বল।"

রাজার এইরূপ অনুজ্ঞা শ্রবণমাত্র তৃতীয় মন্ত্রী করপুটে কহিলেন, "ধর্ম্মাবতার! সহসা কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া কলঙ্ক-সাগরে ঝাঁপ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। মহম্মদ বলিয়া গিয়াছেন, 'রাজা দুষ্ক্রিয়াশক্ত হইলে অথবা তাহাকে অসদাচরণে প্রবৃত্ত দেখিলে যে মন্ত্রী তাহাকে নিবারণ না করে, সে মন্ত্রী মন্ত্রীপদের উপযুক্ত নহে।' অতএব মহারাজ! সে বিনষ্ঠে

অনুরোধ করিতেছি, আপনি বিনা দোষে নুরজিহানকে নিহত করিবেন না। যদি এ দাসের প্রতি অনুমতি করেন, তাহা হইলে একটী উপাখ্যান বর্ণন করি, সেই উপাখ্যান শ্রবণ করিলেই আপনি এ সংকল্প পরিত্যাগ করিবেন সন্দেহ নাই।”

রাজা মন্ত্রীর বচন শ্রবণ পূর্ব্বক উপন্যাস বর্ণনে আদেশ প্রদান করিলে তৃতীয় মন্ত্রী বলিতে আরম্ভ করিলেন।

জনৈক সূচিজীবী ও তাহার স্ত্রীর উপন্যাস।

যৎকালে আসা নামে সুপ্রসিদ্ধ ভবিষ্যদ্বক্তা ধরাতলে অবস্থিতি করেন, তৎকালে আমার আলয়ের নিকটে এক দরজী বাস করিত। তাহার পত্নীর নাম গোলেন্দাম। গোলেন্দামের রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিলে মুনিজনেরও হৃদয় কামবশে বিহ্বল হইয়া উঠে। দরজী পত্নীকে প্রাণ অপেক্ষাও ভাল-বাসিত, পত্নীও এক দিনের জন্য পতিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিত না। কি আহার, কি বিহার, কি শয়ন, সকল সময়েই দুই জনে একত্র অবস্থান করিত। দিবানিশি উভয়েই প্রমোদালাপে অতিবাহিত করিত। একদিন উভয়ে নানাবিধ কথোপকথন করিতেছে, ইত্যবসরে দরজী পত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “প্রিয়তমে! জগদীশ্বর না করুন, তেমন ভয়ানক দিন যেন এ অভাগার অদৃষ্টে না ঘটে, যদি আমার অগ্রে তোমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমি তোমার বিয়োগে পরিতপ্ত হইয়া এক দিবারাত্র তোমার শবদেহোপরি শয়ন করত অশ্রুজলে শোকাগ্নি নির্ব্বাপিত করিব।” পতির এইরূপ আদরের কথা শ্রবণ করিয়া পত্নীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। সে কহিল, “নাথ! আমি তোমার এই গুণেই চিরদাসী হইয়া রহিয়াছি। প্রাণেশ্বর! তুমি যদি আমার অগ্রে দেহত্যাগ কর, তাহা হইলে আমি অনাহারে থাকিয়া এ দেহ বিসর্জ্জন করিব। দেহত্যাগ করিয়া তোমার বিচ্ছেদযাতনার বিষময় হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিব।”

বিধির লীলা বিচিত্র! বিধাতার লিখন খণ্ডন করিতে পারে, জগতে

তাদৃশ ব্যক্তি কেহই নাই। কালবশে দরজীর রমণী উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। দরজী প্রিয়তমার শোকে একান্ত অধীর ও উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিল। সে শ্মশানে শবদেহোপরি নিপতিত হইয়া অবিরল অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। পূর্ব্বে যেরূপ প্রতিজ্ঞা ছিল, তাহা তাহার অন্তর বিস্মৃত হয় নাই। সে জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রেতভূমে অবিরল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে, ইত্যবসরে গুণীপ্রবর আসা সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। দরজীর দুর্দ্দশা দেখিয়া আসার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি দরজীকে তাহার সেইরূপ দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দরজী কহিল, "মহানুভব! আমি প্রিয়তমাকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিতাম; অকালে প্রিয়তমা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে আমার অন্তর নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আমি আর ধৈর্য্যধারণে সমর্থ হইতেছি না।" দরজীর কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া আসার হৃদয় দয়ারসে অভিষিক্ত হইল। তিনি কহিলেন, "যদি তোমার পত্নী পুনর্জ্জীবিত হয়, তাহা হইলে তুমি কি প্রীতি লাভ কর?" দরজীর হৃদয়ে যেন অমৃত সিঞ্চন হইল। সে কহিল, "মহাশয়! এমন দিন কি আমার অদৃষ্টে আর হইবে? আপনি কি আপনার অলৌকিক ক্ষমতাবলে প্রিয়তমাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া দিবেন?" আসা কহিলেন, "তুমি শোক পরিত্যাগ কর, আমি অবিলম্বেই তোমার পত্নীর জীবনদান করিতেছি।" এই বলিয়া নানাবিধ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আসা দরজীর রমণীর জীবনপ্রদান করিলেন। সহসা রমণী সুপ্তোত্থিতার ন্যায় নেত্র উন্মীলিত করিয়া চারদিকে নেত্রপাত করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে আনন্দের পরিসীমা রহিল না। সে সসম্ভ্রমে আসার স্তুতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলে আসা কহিলেন, "আমার স্তুতিবাদে প্রয়োজন নাই। যিনি এই জগতের সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কারী, যাঁহার অনুগ্রহে তুমি তোমার মৃতা পত্নীকে পুনঃ প্রাপ্ত হইলে, সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের স্তব কর।" আসা এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইলেন।

গোলেন্দাম পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইয়া পতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "নাথ! আমি কিরূপে পুনর্জ্জীবিত হইলাম? কি প্রকার এই অত্যদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল?"

দরজী পত্নীর প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া আদ্যোপান্ত যাবতীয় ঘটনা বর্ণন করিলে রমণী যার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইল। কহিল, "নাথ! তুমি আমাকে যেরূপ ভালবাস, আমি আজন্মে কখনও তাহা ভুলিতে পারিব না। আহা! তোমার অনুগ্রহে আমি পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইলাম। হৃদয়েশ্বর! যতদিন ধরাতলে জীবিত থাকিব, ততদিন তোমার এই গুণরাশি আমার অন্তরে জাগরিত থাকিবে।"

রমণীর প্রণয়বাক্যে দরজীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। সে কহিল, "সুন্দরি! ভাগ্যবশে তোমাধনে পুনঃপ্রাপ্ত হইলাম। এক্ষণে চল, গৃহে প্রতিগমন করিয়া তোমার সহিত সুখে বিহার করত তাপিত প্রাণ শীতল করি। কিন্তু এ বেশে তোমাকে কিরূপে গৃহে লইয়া যাইব? তুমি ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থিতি কর, আমি গৃহ হইতে অবিলম্বে তোমার পরিচ্ছদ লইয়া আসি।" দরজী এই বলিয়া দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

ইত্যবসরে সেই রাজ্যের রাজকুমার যদৃচ্ছাবশে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই প্রেতভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অকস্মাৎ ভূশায়িনী রূপবতী রমণী তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইল। তিনি দেখিলেন, একটী জীবিতা নারী শ্মশানপ্রদেশে শবাধারে শয়ানা রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে তাঁহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তিনি ধীরে ধীরে সেই রমণীর সমীপবর্ত্তী হইলেন। অনুচরবর্গও তাঁহার অনুগমন করিল। কুমার ধীরে ধীরে সুন্দরীর সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহার মনোহর রূপলাবণ্য দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। রূপরাশিতে বিমুগ্ধ হওয়াতে তাঁহার দেহ অনঙ্গশরে জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। তাঁহার তাদৃশ ভাব অবলোকন করিয়া কিঙ্করগণ সানুনয়ে কহিল, "যুবরাজ! পৃথিবীর যাবতীয় রূপরাশি একত্র করিয়া এই রমণীর সৃজন হইয়াছে। এ রমণী আপনার অঙ্ক-লক্ষ্মীর উপযুক্ত পাত্রী, অনুমতি হইলে আমরা ইহাকে আপনার প্রাসাদে লইয়া যাই।"

কুমার কিঙ্করগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুলকিতচিত্তে কহিলেন, "সত্য, এ রমণীর ন্যায় সুন্দরী যুবতী আমার অন্তঃপুরে আছে কি না, সন্দেহ। আমার বাসনাও এই যে, এই যুবতীকে লইয়া আনন্দে আজীবন বিহার করি; কিন্তু এ রমণী বিবাহিতা কি অনূঢ়া, তাহা অগ্রে পরিজ্ঞাত

হওয়া বিধেয়। যদি পরিণীতা হয়, তাহা হইলে আমি ইহাকে গ্রহণ করিতে অভিলাষ করি না; কারণ বঞ্চনা করিয়া ইহার পতিকে দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিলে আমাকে ঘোর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে হইবে।”

কিঙ্করগণ কুমারের আদেশ প্রাপ্ত মাত্র যুবতীর সন্নিহিত হইয়া মধুরবচনে জিজ্ঞাসা করিল, “সুন্দরি! যদি তুমি পরিণীতা না হও, যদি তুমি অন্য কোন ব্যক্তিকে তোমার এই নবযৌবন সমর্পণ করিয়া না থাক, তাহা হইলে অচিরে আমাদিগের রাজকুমারের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া উভয়ে পরমসুখে কালযাপন কর।”

কিঙ্করগণের বাক্যে যুবতীর হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে কহিল, “আমি বিদেশিনী, দৈবগতিকে বিপদে নিপতিত হইয়া এইরূপ দুরবস্থাপন্ন হইয়াছি। অদ্যাপি আমার বিবাহ হয় নাই, আমি অন্য কোন ব্যক্তিকেও এ যাবৎ আত্মসমর্পণ করি নাই।”

রমণীর এই বাক্য শ্রবণে কিঙ্করগণের আনন্দের অবধি রহিল না। তাহারা কুমারের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তাঁহার আদেশে সেই যুবতীকে রাজ-অন্তঃপুরে লইয়া গেল। রাজপুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া এবং বহুমূল্য বসনভূষণে বিমণ্ডিতা হইয়া রমণীর রূপের ছটা আরও দ্বিগুণতর পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সে মনসুখে কুমারের সহিত দিনপাত করিতে লাগিল।

এদিকে দরজী বসন লইয়া গৃহ হইতে শ্মশানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিল, তাহার পত্নী তথায় নাই। তদ্দর্শনে তাহার হৃদয় যুগপৎ বিষাদ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। সে মনে মনে বিবেচনা করিল, হয় ত কোন দুর্বৃত্ত ব্যক্তি তাহাকে হরণ করিয়াছে। এই ভাবিয়া করুণস্বরে আর্ত্তনাদ করত বিলাপ করিতে লাগিল, হায়! হা জীবিতেশ্বরি! ঈশ্বরের অনুগ্রহে তোমাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াও কি দোষে আবার বঞ্চিত হইলাম? হা বিধাতঃ! হারানিধি একবার দান করিয়া কি দোষে আবার গ্রহণ করিলে? আমি বহুকষ্টে সুন্দরীকে পুনর্জ্জীবিত করিলাম, এখন কি সে অপরের সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিল? হায়! সুন্দরী লোকান্তর গমন করিলে আমাকে এরূপ দুঃসহ যাতনা অনুভব করিতে হইত না। হা জীবিতেশ্বরি! হা প্রাণময়ি! তুমি কোথায়? তোমার বিরহ যে তিলমাত্রও এ অভাগার হৃদয়ে সহ্য হয় না।

যে তোমাকে হরণ করিয়াছে, তুমি তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কতই প্রয়াস পাইয়াছ, কতই মিনতি করিয়া অপহর্ত্তার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়াছ, সকলই বুঝিতেছি, কিন্তু সেই দুরাচার কিছুতেই তোমাকে পরিত্যাগ করে নাই। প্রিয়ে! কোথায় আছ, একবার দেখা দেও। হা প্রিয়তমে! আমি যেন শুনিতেছি, তুমি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আমার বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া মুক্তকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিতেছ। প্রাণেশ্বরি! আমি তোমার জন্য দেশে দেশে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে অরণ্যে অরণ্যে পরিভ্রমণ করিব, পৃথিবীর অন্তস্তল ভেদ করিয়া তোমার অনুসন্ধান করিব।"

দরজী এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিয়া প্রেতভূমির নিকটস্থ যাবতীয় অধিবাসীগণকে প্রিয়তমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ক্রমে তিনদিন অতীতপ্রায়। অবশেষে শুনিল যে, রাজকুমার তাহার হৃদয়েশ্বরীকে প্রেতভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া আপন প্রাসাদে লইয়া গিয়াছেন। তচ্ছ্রবণে দরজীর অন্তর কিয়ৎপরিমাণে আশ্বস্ত হইয়া উঠিল। সে দ্রুতপদে রাজপ্রাসাদে সমুপস্থিত হইয়া কুমারের পদতল বন্দনা করত কাতরস্বরে কহিল, "যুবরাজ! আপনি বিচারকর্ত্তা, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই আপনার রাজোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আপনি দণ্ডধারী হইয়া বিনা দোষে বলপূর্ব্বক আমার পত্নীকে হরণ করিয়া আনিয়াছেন। ইহা কি রাজহৃদয়ের সুবিচার বলিয়া বিবেচিত হয়? আজি তিনদিন আমার সুন্দরী আপনার অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিতেছে। আমি এই তিন দিবস অনাহারে পাগলের ন্যায় পথে পথে পরিভ্রমণ করিতেছি। এখন চরণে ধরিয়া মিনতি করি, আমার প্রাণপ্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীকে প্রত্যর্পণ করুন।"

দরজীর বাক্য শুনিয়া কুমার যার পর নাই চমৎকৃত হইয়া উঠিলেন। ক্রোধে তাঁহার অন্তর প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তিনি আরক্তলোচনে দরজীর দিকে কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন, "সাবধান! পুনরায় তুমি এরূপ কটূক্তি প্রয়োগ করিও না। বিনা সম্মতিতে আমি কোন রমণীকে আমার গৃহে আনয়ন করি নাই। বিবাহিতা রমণীকে আমি কদাচ গ্রহণ করি না।"

দরজী কহিল, "যুবরাজ! ধৈর্য্য অবলম্বন করুন, ক্রোধ প্রকাশ করিবেন না। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি, আমার মনেও দৃঢ় বিশ্বাস আছে,

আপনিই আমার সুন্দরীকে হরণ করিয়া আপনার অন্তঃপুরে সুরক্ষিতা রাখিয়াছেন।”

কুমার দরজীর পুনঃপুনঃ এইরূপ উক্তিতে আরও সমুত্তেজিত হইয়া কহিলেন, “ভাল, আমার অন্তঃপুরে যে সমস্ত মহিলা আছে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, একে একে সকলকেই তোমার প্রত্যক্ষ করাইব। যদি তন্মধ্যে তোমার ভার্য্যাকে তুমি প্রাপ্ত না হও, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও, ঘাতুকের ভীষণ হস্তে তোমার জীবনলীলা পর্য্যবসিত হইবে।”

কুমারের বাক্যে দরজী কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত না হইয়া কহিল, “যুবরাজ! আপনি যেরূপ অনুমতি করিলেন, আমি তাহাতেই প্রস্তুত আছি। যদি আমি আপনার অন্তঃপুর হইতে আমার প্রণয়িনীকে বহির্গত করিতে না পারি, তাহা হইলে আপনি তদ্দণ্ডেই আমার জীবন গ্রহণ করিবেন। আমার পত্নীর ন্যায় সাধ্বী রমণী জগতে আছে কি না, সন্দেহ। আমাকে নেত্রগোচর করিবামাত্র সে প্রফুল্লহৃদয়ে প্রফুল্লনয়নে দ্রুতপদে আসিয়া আমার গলদেশ ধারণ করিবে।”

অনন্তর কুমার অনুজ্ঞা প্রদান করিলে তদীয় মহিলাগণ একে একে দরজীর সমীপে আগমন করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরে যে যে মহিলা বাস করেন, ক্রমে সকলেই আগমন করিলেন। দেখিতে দেখিতে গোলেন্দামও পতির সম্মুখে সমুপস্থিত হইল। তাহাকে দর্শন করিবামাত্র দরজীর হৃদয় উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিল, সে সসম্ভ্রমে কুমারকে অভিবাদন করিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিল, “যুবরাজ! আমি যাহার জন্য তিনদিন অনাহারে পথে পথে পরিভ্রমণ করিতেছি, যাহার রূপরাশি আমার হৃদয়-মন্দিরে অহর্নিশি সমুদিত, এই সেই আমার প্রাণপ্রতিমা স্বর্ণময়ী গোলেন্দাম।”

তখন কুমার বিস্মিত হইয়া গোলেন্দামের দিকে নেত্রপাত করত জিজ্ঞাসা করিলেন, “সুন্দরি! এই ব্যক্তিকে তুমি পরিজ্ঞাত আছ?”

যুবতী উত্তর করিল, “যুবরাজ! জানি, ঐ ব্যক্তি একজন তস্কর, দস্যু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঐ ব্যক্তিই আমাকে সেইরূপ দুরবস্থায় নিপাতিত করিয়াছিল। আমার তৎকালীন পরিচ্ছদ দর্শনেই আপনি প্রত্যক্ষ

করিয়াছেন যে, আমি কিরূপে সঙ্কট হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়াছি। ঐ দুরাচার আমার বসন, ভূষণ ও অর্থ অপহরণ পূর্ব্বক আমাকে বধোদ্দেশে প্রেত-ভূমিতে লইয়া গিয়াছিল। পাছে আমি কাজির নিকট উপহার চৌর্য্যবৃত্তির কথা প্রকাশ করি, এই ভয়েই আমার জীবন গ্রহণের বাসনা করিয়াছিল; কিন্তু ভাগ্যবলে আমি জীবিত রহিয়াছি। যুবরাজ! এখন উহার সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়া আপনার কর্ত্তব্য প্রতিপালন করুন্।"

রমণীর বচন শ্রবণ করিয়া দরজীর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। সে নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দপ্রায় হইয়া স্তম্ভিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। তখন যুবরাজ তাহাকে প্রকৃত অপরাধী জ্ঞানে তাহার জীবন নাশের জন্য ঘাতুকের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। দরজী বিবিধরূপ বিলাপ করিয়া আপনার নির্দ্দোষিতা প্রকাশ করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল দর্শিল না।

ঘাতুকগণ প্রভুর আদেশে দরজীকে বধ্যভূমিতে লইয়া তাহার বিনাশের উপক্রম করিতেছে, সহসা পণ্ডিতবর আসা তথায় সমুপস্থিত হইয়া দরজীর বধে নিষেধ প্রদান করিলেন। তৎকালে আসার বাক্য অবহেলা করে, তাঁহার অবমাননা করে, এরূপ লোক কেহই ছিল না। অগত্যা ঘাতুক-গণ নিরস্ত হইল। তখন আসা দরজীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া যুবরাজের নিকট আগমন পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, "যুবরাজ! বিনাদোষে এই অভাগার প্রাণদণ্ড হইতেছিল, এ ব্যক্তি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।" আসা এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইলেন।

তখন যুবরাজ ক্রোধে অধীর হইয়া দরজীর পরিবর্ত্তে তাহার রমণীর শিরশ্ছেদ করিলেন এবং দরজীকে বহুমূল্য বসনভূষণ পুরস্কার দিয়া তাহাকে বিদায় প্রদান করিলেন।

তৃতীয় মন্ত্রী এইরূপে উপন্যাস সমাপন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! রমণীজাতির কথায় সহসা কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া সমুচিত নহে। আপনি আবুমাস্কারের অনুসন্ধান করুন্, তাহা হইলেই প্রকৃত তত্ত্ব সমুদায় পরি-জ্ঞাত হইতে পারিবেন।"

নরপতি মন্ত্রীর অনুরোধে পুত্রবধে নিরস্ত হইয়া কহিলেন, "যদি অদ্য

আবুমাসের সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কল্য নিশ্চয়ই আমি নুরজি-হানের দণ্ডবিধান করিব।” এই বলিয়া সভাভঙ্গ করত পূর্ব্বের ন্যায় মৃগয়া যাত্রা করিলেন।

নরপতি মৃগয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ রাত্রিকালে অন্তঃপুরে গমন করিলে মহিষী মৃদুমধুর বচনে কহিলেন, “নাথ! আপনি কি নিমিত্ত নুরজিহানের বধসাধনে বিলম্ব করিতেছেন?”

মহীপতি রাণীর বচন শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, “প্রিয়তমে! কল্যই আমি পুত্রের জীবনদণ্ড করিব সন্দেহ নাই; কিন্তু একটী অনুরোধ করি, শ্রবণ কর। আমি প্রত্যহ রাত্রিকালে তোমার নিকট নুরজিহানকে বধের জন্য প্রতিজ্ঞা করি, পরন্তু পরদিন প্রভাতে মন্ত্রীগণের অনুরোধে ও তাঁহাদিগের প্রবোধ-বাক্যে আমার সে সংকল্প দূরীভূত হইয়া যায়। প্রিয়তমে! আমি উভয়-সঙ্কটে নিপতিত হইয়াছি! আমার একটীমাত্র পুত্র, আমি কি প্রকারে নির্দ্দয় হইয়া তাহার প্রতি এইরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করি? তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক নুরজিহানকে ক্ষমা কর।”

মহিষী রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন। কিঞ্চিৎ অভিমানস্বরে কহিলেন, “প্রিয়তম! মন্ত্রীগণের অপেক্ষা আমার বাক্যে বিশ্বাস করা এবং আমাকে স্নেহ করা আপনার সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। পুত্র যেরূপ পিতার বাক্য অবহেলা করে না, আপনিও সেইরূপ অমাত্যগণের বাক্য শিরোধার্য্য জ্ঞান রক্ষা করিতেছেন। এরূপ ব্যবহার রাজ-আচরণের উপযুক্ত নহে। আপনি পুত্রের উপর দয়া প্রদর্শন করিতেছেন সত্য, কিন্তু পরিণামে আপনাকে দুঃসহ মনস্তাপানলে দগ্ধীভূত হইতে হইবে। আমি একটী অপূর্ব্ব উপন্যাস জানি, আমি শৈশবাবস্থায় আমার বৃদ্ধা শিক্ষয়িত্রীর মুখে সেই উপন্যাস শ্রবণ করি। আপনি যদি তাহা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে আমার বাক্যে আপনার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে এবং নুরজিহানকে বধ করা কর্ত্তব্য কি না, অনায়াসে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।”

নরনাথ কৌতূহলী হইয়া উপাখ্যান বর্ণনে অনুজ্ঞা প্রদান করিলে মহিষী বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সলমন রাজার পক্ষীগণের উপাখ্যান।

পূর্ব্বকালে ভবিষ্যদ্বেত্তা মহীপতি সলমন অনেকগুলি পক্ষী পালন করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত বিহঙ্গ মনুষ্যের ন্যায় বাক্‌শক্তি-সম্পন্ন, তাহাদের আকৃতিও পরম সুন্দর। তাহারা নিরন্তর নানাবিধ সুস্বরে কথোপকথনে সকলের মন বিমোহিত করিত। তাহাদিগের মধ্যে একটী শুককে রাজা যার পর নাই ভালবাসিতেন। সেই শুকের পক্ষগুলি বিবিধ বর্ণে বিচিত্রিত। একদিন শুক স্বীয় ভার্য্যা ও পুত্রাদি দর্শনে অভিলাষী হইয়া গহন বনমধ্যে স্বীয় আবাসে গমন করিয়া পুলকিতমনে বিহারবাসনায় ওষ্ঠ ব্যাদান করত প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন করিতে সমীপবর্ত্তী হইল। তখন শুকপত্নী অভিমানে অভিমানিনী হইয়া কহিল, "নির্দ্দয়! আর তোমার আদরে প্রয়োজন নাই। যার অনুরোধে তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ, যেস্থানে স্বর্ণপিঞ্জরে শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাও, যাঁহার নিকটে উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ কর, সেই সলমনই তোমার প্রিয়; তুমি তাঁহারই নিকট প্রস্থান কর। আমাকে লইয়া তোমার প্রয়োজন কি? আমি একাকিনী, আমার সহায় আর কেহই নাই, এই যে অণ্ড কয়েকটী জন্মিয়াছে, আমি অনাহারে কত কষ্ট সহ্য করিয়া ইহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছি। এই দেখ, আমার পক্ষ সকল ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। যে তোমাকে প্রাণের অধিক ভাল বাসে, তুমি সেই ব্যক্তিকে অশ্রদ্ধেয় জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যালয়ে বাস করিতেছ। ভাল, তবে আর এ অণ্ডগুলিকে পালন করিয়া কি হইবে? আমি এই মুহূর্ত্তে ইহাদিগকে ভগ্ন করিব।" বিহঙ্গিনী এই বলিয়া ক্রোধভরে অণ্ডগুলি ভগ্ন করিতে উদ্যত হইলে শুক পক্ষ প্রসারিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সমুদ্যত হইল; কিন্তু বিহগিনী প্রবলবেগে পতিত হইয়া একে একে সমস্তগুলিই ভগ্ন করিয়া ফেলিল! যখন একটীমাত্র অবশিষ্ট রহিল, তখন শুক বিবেচনা করিল যে, এ সময়ে ক্রোধ প্রকাশ করা অনুচিত। অভিমানের সময় ক্রোধ প্রদর্শন করিলে নারীজাতি দ্বিগুণতর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রবোধবচনে কহিল, "প্রিয়তমে! আমার অনুরোধ রক্ষা কর। মিনতি করি, ক্রোধ সম্বরণ কর।

আমি যাহাদিগকে প্রাণাপেক্ষাও অধিক স্নেহ করিতাম, তাহাদিগের সকলকেই তুমি নিঃশেষ করিয়াছ। একটীমাত্র অণ্ড অবশিষ্ট আছে। এই একটীমাত্রই বংশের ভরসা। বরং তুমি আমাকে বিনষ্ট কর, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, কিন্তু এটী ভগ্ন করিলে আমার হৃদয়ের সমস্ত আশা-ভরসা জন্মের মত বিফল হইয়া যাইবে।"

পতির কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া বিহগিনীর ক্রোধের শান্তি হইল। তখন সে মনে মনে আত্মকৃত দুষ্ক্রিয়ার জন্য অনুতাপ করিতে লাগিল। জননী হইয়া স্বহস্তে পুত্রগণকে বিনষ্ট করিল, এইটী স্মরণ করিয়া তাহাদিগের উভয়েরই হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। অণ্ডগুলি প্রায় পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, অচিরেই তন্মধ্য হইতে মনোহর শাবক নির্গত হইত সন্দেহ নাই; কিন্তু অকালে জননীর হস্তে তাহাদিগের কোমল প্রাণ বহির্গত হইল। বিহগবিহগিনী মনোদুঃখে মৌনভাবে উপবিষ্ট আছে, ইত্যবসরে সেই অবশিষ্ট অণ্ডটী হইতে একটী মনোহর শাবক বিনিষ্ক্রান্ত হইল। তদ্দর্শনে বিহগবিহগিনীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাহারা যাবতীয় শোকদুঃখ বিস্মৃত হইয়া গেল। শাবকটীর শিরোদেশ পীতবর্ণ, দেহ শুভ্র, কণ্ঠ নীল ও পুচ্ছ রক্তবর্ণ। তাদৃশ মনোহর পক্ষী আর কেহই কোনকালে কুত্রাপি নিরীক্ষণ করে নাই। শুক সেই শাবকের রক্ষাবিধানে নিযুক্ত হইয়া বৃক্ষোপরি প্রিয়তমা সহ দিনপাত করিতে লাগিল।

এদিকে মহীপতি শুকের বিরহে ব্যাকুল হইয়া তাহার অন্বেষণার্থ চারিদিকে অনুচর প্রেরণ করিলেন। ভৃত্যগণ গিরি, অরণ্য, দুর্গম স্থান প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল, কুত্রাপি শুকের দর্শন লাভ হইল না। তখন মহারাজ অত্যন্ত অধীর হইয়া দুইটী পক্ষীকে শুকের অন্বেষণে প্রেরণ করিলেন। সেই পক্ষীদ্বয় রক্তবর্ণ, যদিও তাহারা শুক অপেক্ষা অধিক রমণীয় নহে, তথাপি গুণে শুকের তুল্য। বিহগদ্বয় ক্রমাগত পঞ্চদশ দিন নানা বন, নানা পর্ব্বত, নানা জঙ্গল পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে শুকের আবাসে সমুপনীত হইয়া দেখিল, শুক দারাপত্যসহ সুখে বৃক্ষোপরি অবস্থান করিতেছে। তখন বিহগদ্বয় ধীরে ধীরে শুকের সমীপবর্ত্তী হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক কহিল, "শুক! তোমার বিরহে মহীপতি

অধীর ও ক্রুদ্ধ হইয়া যাবতীয় পক্ষীকে আপন আবাস হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। আর পক্ষিগণের প্রতি তাঁহার তাদৃশ দয়া বা মমতা নাই। এক্ষণ আমরা মহাকষ্টে কাননে কাননে পরিভ্রমণ করিতেছি। হায়! আমরা চিরদিন স্বর্ণপাত্রে বহুবিধ উপাদেয় সুখাদ্য ভোজন করিতাম, এখন কিরূপে কটুকষায় বন্য ফল-মূল সেবন করিয়া জীবন ধারণ করিব?"

শুক পক্ষীদ্বয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, "বন্ধুগণ! আমি এখানে পরমসুখে অবস্থান করিতেছি। আমার প্রিয়তমা আমাকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভালবাসে এবং পুত্রও আমার প্রতি একান্ত ভক্তি প্রদর্শন করে, এ কানন আমার নিকট দুর্গ অপেক্ষাও রমণীয়। রাজপ্রাসাদ ছল, চাতুরী প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ, এখানে কোন উদ্বেগ নাই। তোমরা কি রাজপ্রাসাদ হইতে কানন সুখপ্রদ বলিয়া বিবেচনা কর না? পরের অধীনে থাকা অপেক্ষা স্বাধীনভাবে অবস্থান কি তোমাদের রুচিপ্রদ বলিয়া অনুমিত হয় না? ভ্রাতৃগণ! আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমার নিকটে এই কাননে বাস করিয়া পরমসুখী হও। আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যতদিন জীবিত থাকিব, আর এ স্থান পরিত্যাগ করিব না।"

শুকের বচন শ্রবণ করিয়া পক্ষীদ্বয়ের আশা বিফল হইয়া গেল। তখন তাহারা আপনাদিগের গুপ্তভাব প্রকাশ করিয়া কহিল, "সখা! নরপতি আমাদিগকে নির্ব্বাসিত করেন নাই। তিনি তোমার বিরহে একান্ত অধীর হইয়া তোমার অন্বেষণার্থ আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। তোমাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইব, আমাদিগের প্রতি এইরূপ আদেশ আছে।"

পক্ষীদ্বয়ের বচন শ্রবণ করিয়া শুকের চিত্ত দ্বিধা-বিচলিত হইয়া উঠিল। যাহার নিকট চিরদিন প্রতিপালিত হইয়াছে, যাঁহার নিকট শত শতবার শত শত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার আদেশ প্রতিপালন না করিলে অকৃতজ্ঞের কাজ হয়। দ্বিতীয়তঃ দারাপুত্র পরিত্যাগ করিয়া, তাহাদিগের স্নেহমমতায় বিসর্জ্জন দিয়া, তাহাদিগকে অনাশ্রয়ে দুর্গম বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়াই বা কিরূপে গমন করিবে? এই সব চিন্তায় শুকের মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। শুকপত্নী অভ্যাগত বিহঙ্গদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কহিল, "তোমরা রাজসকাশে গিয়া বল, শুক আর এ কানন পরিত্যাগ

করিয়া তথায় গমন করিবে না। আমি শুককে কদাচ আর যাইতে দিব না। রাজা বিজ্ঞ, তিনি নারীজাতির স্বভাব অবশ্য বিশেষ বিদিত আছেন। নারীজাতি সহজেই পতির প্রতি ক্রোধ ও অভিমান প্রকাশ করে, ইহা তাঁহার অপরিজ্ঞাত নাই।"

শুক, পত্নীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, "প্রিয়তমে! রাজার অপমান করা কদাচ যুক্তিযুক্ত বলিয়া অনুমিত হয় না। আমার কথা শ্রবণ কর, আমার পরিবর্ত্তে পুত্রটীকে তথায় প্রেরণ করা যাউক, তাহা হইলেই রাজার মান রক্ষা করা হইবে সন্দেহ নাই।"

বিহঙ্গিনী পতির বাক্যে সম্মত হইয়া পুত্রকে প্রবোধবচনে কয়েকটী নীতিশিক্ষা প্রদান করিল। কহিল, "বৎস! কদাচ ভ্রমেও দুর্ভাগার সহবাস করিও না; প্রিয়জনের নিকট সর্ব্বদা অবস্থিতি করিবে আর কখন কাহাকেও বিশ্বাস করিও না। বৎস! এই তিনটী উপদেশ যেন বিশেষরূপে স্মরণ থাকে!" এইরূপে নানাবিধ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক পুত্রকে রাজসকাশে প্রেরণ করিল।

শুকশাবক রাজপ্রাসাদে উপনীত হইলে মহীপতি পরমযত্নে ও সানন্দে তাহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু যদিও শুকশাবক দেখিতে মনোহর, তথাপি তাহাকে লইয়া শুকের মায়া বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। অহর্নিশি শুকের বিরহ তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল। শুকের যে সমস্ত অলৌকিক অদ্ভুত গুণ ছিল, তাহার পুত্রের তাদৃশ গুণ নাই।

অনন্তর একদিন রাজা পূর্ব্বোক্ত লোহিতবর্ণ পক্ষীদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমরা পুনরায় কাননে গিয়া শুককে আনয়ন কর। আমি কিছুতেই তাহার বিরহযাতনা সহ্য করিতে পারিতেছি না।" বিহঙ্গমের কহিল, "মহারাজ! তাহাকে আনয়ন করা আমাদিগের সাধ্য নহে, যদি শুকশাবক সহায়তা করে, তাহা হইলেই অনায়াসে আপনার মনোরথ সুসিদ্ধ হয়।"

রাজা পক্ষীগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শুকশাবকের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, "দেখ, তুমি তোমার পিতার নিকট গমন করিয়া যেরূপে পার, তাহাকে এইস্থানে আনয়ন কর। যদি আনিতে অসমর্থ হও, তাহা

হইলে তোমাকে যাবজ্জীবন পিঞ্জরবদ্ধ থাকিতে হইবে।” রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শাবকের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হইতে উঠিল। অগত্যা তাঁহার আদেশে সম্মত হইয়া পূর্ব্বোক্ত রক্তবর্ণ বিহঙ্গদ্বয় সমভিব্যাহারে পিতৃকুলায়ে যাত্রা করিল।

শুকশিশু পিতার নিকট সমুপস্থিত হইয়া জনকজননীর পদতলে প্রণাম করত কহিল, “পিতঃ! সৌভাগ্যবশে পুনরায় তোমার পদতল দর্শন করিলাম। আমি যে দুশ্ছেদ্য বন্ধন হইতে পলায়ন করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া পুনঃপুনঃ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। তাঁহারই কৃপায় আমার দুঃখ বিদূরিত হইল। আমি রাজার পিঞ্জর হইতে বহুকষ্টে পলায়ন করিয়াছি। সৌভাগ্যবশেই তোমাদিগকে পুনর্দ্দর্শন করিলাম। পিতঃ! সদমন ভূপতি অবিলম্বে তোমাদিগকে ধৃত করিবার জন্য ব্যাধগণের প্রতি অদেশ প্রদান করিয়াছেন। অচিরেই তোমাদিগকে বিনষ্ট করা তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব চল, শীঘ্র এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করি। আমি আগমনকালে একস্থানে অতি মনোহর কানন অবলোকন করিয়াছি, সেই স্থানে নিভৃতবাসে থাকিয়া আমরা চিরদিন অতিবাহিত করিতে পারিব।”

পুত্রের মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া শুকদম্পতীর বিষাদের পরিসীমা রহিল না। তাহারা পুত্রের পরামর্শানুসারে তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া সুতসমভিব্যাহারে প্রস্থান করিল। এদিকে রাজা গুপ্তবেশে যে স্থানে জাল পাতিয়া রাখিয়াছিলেন, শুকশিশু প্রলোভনবচনে পিতামাতাকে লইয়া সেই জালে নিপাতিত করিল। পুত্রের দুষ্টবুদ্ধিতে বিহগদম্পতী চিরদিনের জন্য পিঞ্জরমধ্যে বন্দী হইল।

মহিষী এই পর্য্যন্ত-উপন্যাস সমাপন করিয়া কহিলেন, “রাজন্! আপনার পুত্র নুরজিহানও সেইরূপ সুযোগমতে আপনার প্রাণবধ করিবে, সন্দেহ নাই। সম্পদ্‌লোভে পুত্র অনায়াসে পিতৃহত্যা করিয়া থাকে।

মহিষীর বাক্য শ্রবণে রাজার অন্তর সমুত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রাতেই নুরজিহানকে বধ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া নিশাযাপন করিলেন। পরদিন প্রভাতে পূর্ব্ববৎ রাজসভায় সমাসীন হইয়া ঘাতুকের প্রতি পুত্রের বধসাধনে আদেশ করিলে চতুর্থ মন্ত্রী সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, “ধর্ম্মাব-

তার! সহসা কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া জ্ঞানিজনের যুক্তিবিরুদ্ধ। পরীক্ষা করিয়া, বিশেষ বিবেচনা করিয়া গুরুতর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। আপনি যদি ইথিওপীয়া দেশের নরপতির উপাখ্যান শ্রবণ করেন, তাহা হইলে সকল বিষয়ই নিঃসন্দিগ্ধরূপে আপনার হৃদয়ঙ্গম হয়।”

নৃপতি মন্ত্রীর বাক্যে কৌতূহলী হইয়া উপন্যাস বর্ণনে অনুজ্ঞা প্রদান করিলে চতুর্থ মন্ত্রী বলিতে আরম্ভ করিলেম।

ইথিওপিয়াদেশের রাজা ও তিন পুত্রের ইতিবৃত্ত।

ইথিওপিয়ার অধীশ্বর ধর্ম্মসঙ্গত ও ন্যায়ানুগত পথের পথিক হইয়া রাজ্য-শাসন করিতেন। তাঁহার তিনটী মহিষী ছিল, সকলেই পরম রূপবতী। কালসহকারে তিন জনের গর্ভে তিনটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তিনটী কুমারই সমবয়স্ক; সকলেই রূপবান্, গুণবান্, সরলহৃদয় ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণের আধার। পুত্রত্রয়ের গুণরাশি দর্শনে রাজার আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

ক্রমে নরপতি একশত বিংশতিবর্ষ বয়সে পদার্পণ করিলেন। ক্রমে বিষয়-বাসনা তাঁহার হৃদয় হইতে দূরীভূত হইল। তিনি মনে মনে কল্পনা করিলেন, এখন অন্তিমকাল উপস্থিত। সহসা কোন্ সময়ে করাল কৃতান্তের কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? এসময়ে রাজ্যভোগ ও সুখভোগবাসনা পরিহার পূর্ব্বক পরাৎপর পরমপিতার ধ্যানে নিমগ্ন থাকাই অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনটী কুমারই রূপে ও গুণে সমতুল্য। বিধি অনুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্রই যৌবরাজ্যে অধিকারী; কিন্তু মধ্যমা মহিষী আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা। তিনি মধ্যম কুমারকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে অনুরোধ করিতেছেন। যদিও তিনটী পুত্রই গুণবান্, তথাপি কনিষ্ঠটী আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়; আমার চক্ষু তাহারই গুণরাশি অধিক দর্শন করে। আমার বাসনা কনিষ্ঠটীর করেই রাজ্যভার সমর্পণ করি। মহীপতি মনে মনে এইরূপ বহুবিধ আন্দোলন করিয়া পুনরায় ভাবিলেন যে, যদি কাহাকেও রাজ্যভার না দিই, তাহা হইলে আমার অবর্ত্তমানে ভ্রাতৃগণের মধ্যে মহাবিরোধ সংঘটিত হইবে সন্দেহ নাই। তাহা হইলেই হয় ত রাজ্যে

অরাজকতা উপস্থিত হইবে; সুতরাং প্রজাগণের ক্লেশের পরিসীমা থাকিবে না। প্রজাবর্গের মঙ্গল সাধন করাই নরপতির একমাত্র ব্রত। যাহা হউক, প্রজাবর্গ ও মন্ত্রীগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের প্রতিই এই ভারার্পণ করি, তাঁহারা যাঁহাকে মনোনীত করিবেন, তাহারই হস্তে রাজ্য-ভার অর্পিত হইবে। মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া অমাত্যবর্গকে ও প্রজাবর্গকে নিকটে আহ্বান করিলেন। আদেশ প্রাপ্তমাত্র সকলেই রাজ-সভায় সমাগত হইল। তখন নরপতি মধুরবচনে সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রজাগণ! অমাত্যবর্গ! আমার অন্তিমকাল উপস্থিত, আমি বৃদ্ধ। আমার একপদ সিংহাসনোপরি এবং অন্যপদ সমাধিগর্ভে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখন বাসনা, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে সুখধামে প্রস্থান করি।"

নৃপতির বাক্য শ্রবণে অমাত্যবর্গ ও প্রজাগণের হৃদয় ভাবী রাজবিরহ স্মরণ পূর্ব্বক বিষাদে বিদীর্ণপ্রায় হইয়া পড়িল; তাঁহারা বিনয়নম্রবচনে কহিলেন, "মহারাজ! আপনি এরূপ অমঙ্গলবাক্য প্রয়োগ করিতেছেন কেন? আপনি দীর্ঘজীবী হউন, আপনার অধীনে আমরা চিরসুখে কাল-যাপন করি, ইহাই আমাদিগের আন্তরিক বাসনা।"

মহীনাথ কহিলেন, "প্রজাগণ! আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি পুত্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক ঈশ্বরচিন্তায় নিরত হইতে বাসনা করিয়াছি। বস্তুতঃ এ বৃদ্ধবয়সে আমার কর্ত্তব্যও তাহা, তোমরা অবশ্যই ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতেছ। এখন রাজ্যভার অর্পণে আমার চিত্ত সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান হইতেছে। তিনটী কুমারই রূপে, গুণে ও বয়সে সমান। কাহার করে রাজ্যভার অর্পণ করা সমুচিত, সেই চিন্তায় আমার চিত্ত নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আমি কিছুই কর্ত্তব্যাবধারণে সমর্থ হইতেছি না। তোমাদিগের উপর এই ভারার্পণ করিতেছি, তোমরা বিবেচনা করিয়া যাহাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবে, আমি তাহারই করে সমস্ত সমর্পণ পূর্ব্বক চিরশান্তি লাভ করিব।"

সভাস্থলে কুমারগণও উপস্থিত ছিলেন। প্রজাবর্গ রাজার বচন শ্রবণ করিয়া একবার কুমারত্রয়ের প্রতি নিরীক্ষণ করিল। কাহাকে রাজপদে

প্রতিষ্ঠিত করা উচিত, কি উত্তর দিবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া সকলেই অধোবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। তখন মহামতি প্রধান মন্ত্রী বিনয়নম্রবচনে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে, যাঁহার আদেশে চন্দ্রসূর্য্য নভোমণ্ডলে অবস্থিতি পূর্ব্বক অহর্নিশি ভ্রমণ করিতেছে, সেই অখিলনিধান পরাৎপর পরমেশ্বর আপনার মঙ্গল বিধান করুন্। পুত্রগণের প্রতি রাজভার অর্পণসম্বন্ধে আমি একটী যুক্তি নির্দ্ধারণ করিয়াছি। যদি মহারাজের অভিমত হয়, তাহা হইলে তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিতে পারেন। রাজন্! আপনার তিনটী কুমারই রূপে গুণে ও বিদ্যায় সমকক্ষ। আমার বিবেচনায় প্রথমতঃ তিন জনেরই দক্ষতার পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। পর্য্যায়ক্রমে তিনজনেই তিন তিন দিনের জন্য সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজ্যশাসন করুন। যিনি সকলের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবেন, যিনি পরীক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করিবেন, সুবিচারে যাঁহার বিলক্ষণ দক্ষতা দৃষ্ট হইবে, তাঁহাকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন।"

মন্ত্রীর এই সুযুক্তি শ্রবণে রাজা ও প্রজাবর্গের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। সকলেই একবাক্যে অমাত্যবরের উপদেশে অনুমোদন করিলেন। এদিকে মহিষীগণ স্ব স্ব পুত্রকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নরপতির নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও প্রার্থনা ফলবতী হইল না।

অনন্তর রাজার আদেশে জ্যেষ্ঠ পুত্রই সর্ব্বাগ্রে রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। শিরোদেশে রাজমুকুট ও করপল্লবে সুবর্ণদণ্ড শোভা পাইতে লাগিল। কুমার রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অন্তঃপুরে গমন পূর্ব্বক জননীর চরণতলে প্রণত হইলে মহিষী কহিলেন, "বৎস! আমি যেরূপ উপদেশ প্রদান করি, অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ কর। তদনুসারেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। সর্ব্বদা দীনজনের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবে, অনাথগণকে অকাতরে অর্থ বিতরণ করিতে কদাচ কুণ্ঠিত হইও না। বৃদ্ধ মহীপতি রাজ্যে যে সকল সুনিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, কদাচ তাহার পরিবর্ত্তন করিও না। সর্ব্বদা মহজ্জনের সম্মান রক্ষা করিবে। সহসা অপরাধীর দণ্ডবিধান করিও না, এবং প্রজাগণকে সুনির্বিশেষে প্রতিপালন

করিবে। বৎস! এইরূপ করিলেই জগতে তোমার কীর্ত্তিপতাকা উড্ডীয়মান হইবে। তাহা হইলে প্রজাগণ পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবে সন্দেহ নাই।"

কুমার জননীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ পূর্ব্বক তদনুসারে তিন দিবস রাজ্যশাসন করিলেন, কিন্তু তাঁহার শাসনে প্রজাগণ তাদৃশ সন্তোষভাব প্রদর্শন করিল না। তদ্দর্শনে কুমার মনে মনে রাজ্য লাভের আশা একপ্রকার পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর মধ্যমকুমার তিনদিবসের জন্য রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তিনি রাজবেশ পরিধান পূর্ব্বক প্রথমতঃ জননীর নিকট গমন করিয়া প্রণাম করিলে মধ্যমা রাণী কহিলেন, "বৎস! আমি যেরূপ উপদেশ প্রদান করি, তাহার মর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক তদনুসারে প্রজাপালন করিও, তাহা হইলেই তোমার মনোরথ সুসিদ্ধ হইবে। তুমি প্রথমতঃ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াই মন্ত্রীবর্গ ও সদস্য পণ্ডিতগণকে কর্ম্মচ্যুত করিবে। যে সকল ব্যক্তি উচ্চপদ-লোভী ও ধনবান্, যাহারা তোমাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার জন্য অনু-রোধ করিবে, তাহাদিগকে মন্ত্রীপদে ও সদস্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিবে। যখন তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে, যখন তুমি নিষ্কণ্টকে রাজ্য লাভ করিবে, তখন নূতন মন্ত্রীগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় তাড়িত অমাত্য ও সদস্য-গণকে কর্ম্মে নিয়োজিত করিও।"

মধ্যম কুমার তিন দিবসের জন্য সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া জননীর উপদেশানুসারে রাজ্যশাসন করিলেন। তাঁহার আচরণে প্রজাবর্গ একান্ত অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া উঠিল। কুমারের নিন্দা চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল।

তদনন্তর তৃতীয় কুমার তিন দিবসের জন্য পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি জননীর কিছুমাত্র উপদেশ গ্রহণ করিলেন না। তিনি সর্ব্বসমক্ষে মৃদুমধুর বচনে কহিলেন, "জননী পূজ্যতমা, সর্ব্বদা বন্দনীয়া, একথা অবশ্য স্বীকার করি, কিন্তু রাজকার্য্য বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। রাজ্যশাসন বিষয়ে তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিলে অচিরে সেই রাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে সন্দেহ নাই। আমি বিদেশীয় এক উদাসীন বলিয়া গিয়া-

ছেন, 'নিত্য নিরঞ্জন পরমপিতা পরমেশ্বর নারীজাতির জন্য এক পৃথক্ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন।' যাহা হউক, আমি নিজ বুদ্ধিবলে যেরূপে পারি, প্রজাপালন করিতে যত্নবান্ হইব।" কুমার এই বলিয়া সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক সুদক্ষ বিচারকগণকে উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করিলেন। যে সকল ব্যক্তি বৃদ্ধ ও ধীশক্তিসম্পন্ন, তাঁহারা সেনার নায়ক হইলেন। বিবিধ প্রকার সুব্যবস্থা করিয়া রাজ্যমধ্যে এরূপ সুশৃঙ্খলা সংস্থাপিত করিলেন যে, তদ্দর্শনে প্রজাগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। পুত্রের সুখ্যাতি শ্রবণে রাজাও পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

এদিকে নরনাথ পুত্রের পরীক্ষার জন্য সুদক্ষ পণ্ডিতমণ্ডলীকে প্রেরণ করিলেন। মনীষীগণ যুবরাজের নিকট সমুপনীত হইয়া রাজসভায় সমাসীন হইলেন। অনন্তর জনৈক পণ্ডিত কুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মতিমন্! তুমি গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল কার্য্যেই সুদক্ষ। আমি তোমাকে যে প্রশ্ন করিতেছি, তাহার সদুত্তর প্রদান কর। সর্ব্বদা কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে নিকটে রাখা নরপতিগণের কর্ত্তব্য?"

কুমার বিজ্ঞবরের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বিনয়নম্র বচনে কহিলেন, "পণ্ডিতবর! আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন। ধীশক্তিসম্পন্ন কার্য্যদক্ষ মন্ত্রী, সংগ্রাম-নিপুণ মহাবীর সেনাপতি, বিবিধ-ভাষাবিৎ সুলেখক, চিকিৎসানিপুণ চিকিৎসক, ব্যবহারদক্ষ সদস্য, ধর্ম্মবিৎ ধর্ম্মনিষ্ঠ একজন উদাসীন, সর্ব্বযন্ত্রবিৎ গায়ক এবং মধুরকণ্ঠ একজন গায়ককে সর্ব্বদা নিকটে রাখা নরপতির একান্ত কর্ত্তব্য। যে রাজা রাজ্যের কল্যাণ কামনা করেন, এই অষ্টজনের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা তাঁহার বিধেয়।"

কুমারের মুখে উত্তর শ্রবণ করিয়া পণ্ডিতের আনন্দের অবধি রহিল না। তখন দ্বিতীয় পণ্ডিত কুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "যুবরাজ! রাজা, রাজ্য, প্রজা, রাজশত্রু ও সেনা ইহাদিগের সহিত কাহার তুলনা হইতে পারে?"

কুমার কহিলেন, "বিজ্ঞবর! রাজা রাখালের সদৃশ, রাজ্য প্রান্তর তুল্য, প্রজাগণ মেষবৎ, রাজশত্রু ব্যাঘ্রের ন্যায় এবং রাজসেনা কুকুরের সদৃশ সন্দেহ নাই।"

কুমারের মুখে সদুত্তর প্রাপ্ত হইয়া সুধীগণ যার পর নাই প্রীত ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া রাজার নিকট সমস্ত নিবেদন করিলে তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তখন রাজা মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, যদিও আমার কনিষ্ঠ পুত্র সর্ব্বথা রাজ্যলাভের উপযুক্ত, তথাপি আপামর বৃদ্ধ যাবতীয় প্রজাবর্গের মত লওয়া কর্ত্তব্য। এই বিবেচনা করিয়া রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, আগামী কল্য প্রভাতে রাজ্যবাসী যাবতীয় প্রজাগণ প্রান্তরমধ্যে সমবেত হইবে। সকলেই রাজার আদেশ শিরোধার্য্য করিল। সকলেই প্রত্যূষে নির্দ্দিষ্ট প্রান্তরে সমবেত হইল।

এদিকে বৃদ্ধ মহীপতি প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কুমারত্রয় সমভিব্যাহারে সেই প্রান্তরে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, কি বৃদ্ধ, কি যুবা, কি বালক, কি ধনী, কি নির্ধন সকলেই প্রফুল্লবদনে প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। তখন রাজা সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রজাগণ! আমি অদ্য যে জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছি, শ্রবণ কর। আমি তোমাদিগকে পরম আত্মীয় জ্ঞান করি। অদ্য আমি তোমাদিগের নিকট যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমরা নির্ভয়হৃদয়ে অকপটে স্ব স্ব মত প্রকাশ কর। দেখ, জগৎপাতার নিকট আমার সহিত তোমাদিগের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। তিনি কি ধনী, কি নির্ধনী সকলের প্রতিই সমভাবে কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন। যখন সেই মহাবিচারের দিন সমাগত হইবে, যখনই স্বর্গীয় দূতগণ আমারে ধৃত করিয়া সেই পরমপিতার নিকট লইয়া যাইবে, হয় ত তখন অনেক মৃত প্রজা সরোষে আমার বসনাঞ্চল ধারণ পূর্ব্বক বলিবে, 'রে পাপিষ্ঠ দুরাত্মন্! তুই রাজ্যশাসনকালে আমাদিগকে অনেক যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিস্। তোর দুর্ব্যবহারে আমরা যার পর নাই দুর্গতি ভোগ করিয়াছি, আর 'এখন তার সমুচিত প্রতিফল ভোগ কর্।' বৎসগণ! তখন আর আমি তাহাদিগকে তাড়না করিতে পরিব না, অধিক কি, তাহাদিগের কথার প্রত্যুত্তর দিতেও আমার সামর্থ্য বা অধিকার থাকিবে না।" এই বলিতে বলিতে নরপতির নয়নপদ্ম অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইল। তিনি বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন আবরণ করত অশ্রুবারি মোচন করিলেন। রাজার কাতরোক্তি শ্রবণে প্রজাবর্গের অন্তর ব্যথিত

হইয়া উঠিল। তাহারা সকলেই নৃপবরের গুণগ্রাম স্মরণ করিয়া এবং তাঁহার ভাবীবিরহ চিন্তা করিয়া রোদন করিতে লাগিল।

অনন্তর নরপতি কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আত্মসংযম করিয়া পুনরায় প্রজাগণকে সম্বোধন করত কহিলেন, "প্রজাগণ! অমাত্যবর্গ! এখন যাহাতে আমার হৃদয় হইতে এই দুর্ব্বহ রাজ্যভার চিন্তা অপসারিত হয়, যাহাতে জীবনের অবশিষ্টকাল ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে পারি, যাহাতে ইহ সংসার হইতে সুখধামে গিয়া দুর্গতি প্রাপ্ত না হই, তাহার উপায় বিধান করা তোমাদিগের কর্ত্তব্য। আমার কুমারত্রয়ই তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত আছেন। তোমরা ইহাঁদিগের মধ্যে যাঁহাকে ইচ্ছা, রাজপদে বরণ কর।"

প্রজাগণ রাজার আদেশ শ্রবণান্তে সবিনয়ে নিবেদন করিল, "মহারাজ! যাবৎ আপনি জীবিত থাকেন, ততদিন আপনার শাসনাধীনে অবস্থিতি করাই আমাদিগের একান্ত অভিলাষ আর যদি পুত্রের প্রতি রাজ্যভারের কামনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি যাঁহাকে মনোনীত করিবেন, আমরা তাঁহারই অধীনে দিনপাত করিব। এবিষয়ে আমাদিগের মতামত জিজ্ঞাসা নিষ্প্রয়োজন। তবে যদি নিতান্তই আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে পদতলে নিবেদন করি, কনিষ্ঠ কুমার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেই আমরা পরম সুখী হইব।" প্রজাগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি সকলকে বিদায় দিয়া নগরমধ্যে উৎসবের আয়োজন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

বৃদ্ধ নরপতি পুনরায় কনিষ্ঠপুত্রকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনজন অপরাধী সমভিব্যাহারে স্বয়ং সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "বৎস! এই তিনজন অপরাধী।—প্রথমটী তস্কর, দ্বিতীয়টী হত্যাকারী, তৃতীয় ব্যক্তি লম্পট। ইহাদিগের মুখে সবিশেষ শ্রবণ করিয়া সুবিচারে উচিত দণ্ডবিধান কর।"

বৃদ্ধ মহীপতি পুত্রের প্রতি অপরাধীগণের বিচারের ভার অর্পণ করিয়া প্রস্থান করিলে কুমার প্রথমতঃ বাদীগণের জবানবন্দী গ্রহণ করিলেন। অভিনিবেশ সহকারে সকলের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "দেখ, দোষ অনেক প্রকার হইয়া থাকে। যে যেরূপ দোষ করে, তাহাকে তদুপযুক্ত দণ্ড দেও-

য়াই কর্ত্তব্য। লঘুপাপে গুরুদণ্ড কদাচ যুক্তিসঙ্গত নহে। লঘুপাপে গুরু-দণ্ড করিলে অপরাধীর দোষ সংশোধন হওয়া দূরে থাকুক, বরং উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পায়। এই ব্যক্তি চুরি করিয়াছে সত্য, কিন্তু এই অপরাধই ইহার প্রথম। বিশেষতঃ মহম্মদ বলিয়া গিয়াছেন যে, মুদ্রায় রাজার নাম অঙ্কিত থাকে, দশমুদ্রা চুরী করিলে তস্করের হস্ত কর্ত্তন করিয়া দিবে, কিন্তু এই ব্যক্তি দশমুদ্রার ন্যূন অপহরণ করিয়াছে; অতএব আমার বিচারে ইহার অপরাধ ক্ষমার্হ।"

কুমার এইপ্রকারে তস্করের বিচার শেষ করিয়া হত্যাকারীর প্রতি কটাক্ষপাত করত তাহার অভিযোক্তাগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "এই ব্যক্তি আপনার পিতৃবধে সমুদ্যত হইয়াছিল। এক বাটীতে বাস, পিতাপুত্র সম্বন্ধ, পুত্র পিতাকে নিহত করিবে, তজ্জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না। এ ব্যক্তি মনে করিলে অনায়াসেই নিহত করিতে পারিত; কিন্তু প্রথমতঃ পিতৃবধে মানস করিয়া পরে উহার অন্তরে অনুতাপের উদয় হয়। সেই জন্যই নিবিড় বনমধ্যে লুক্কায়িত হইয়া মনস্তাপে দগ্ধ হইতেছিল, অতএব আমার বিবেচনায় এ দণ্ডনীয় হইতে পারে না।"

এইপ্রকারে হত্যাকারীর বিচার পরিসমাপ্ত হইলে যুবরাজ লম্পটের প্রতি কটাক্ষপাত করত বাদীপক্ষের সাক্ষীচতুষ্টয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ, মহম্মদ বলিয়া গিয়াছেন, 'ব্যভিচারিতা দোষ সপ্রমাণ করিবার জন্য চারি জন সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে। যাহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছে, তাহাদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। যাহারা ইচ্ছা করিয়া গুপ্তভাবে অন্তরালে অব-স্থান পূর্ব্বক দর্শন করে, তাহাদিগের সাক্ষী গ্রাহ্য নহে, অধিকন্তু তাদৃশ সাক্ষীগণকে দোষী বিবেচনায় দণ্ড প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি হঠাৎ কোন গতিকে দৈবাৎ দর্শন করে, তাদৃশ সাক্ষীর সাক্ষ্যই ন্যায়সঙ্গত।' অতএব মহম্মদের বিধি অনুসারে আমার বিচারে এই লম্পট অপরাধীমধ্যে গণ্য নহে। তোমরা চারিজন পূর্ব্ব হইতেই ইহার প্রতি সন্দেহ করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক গুপ্ত ভাবে অন্তরালে থাকিয়া সমস্ত দর্শন করিয়াছ, অতএব আমার বিচারে তোমরা অপরাধী, তোমাদিগকে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সমুচিত দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে।"

কুমারের বিচার শ্রবণে সাক্ষীচতুষ্টয়ের অন্তর ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহারা নানাবিধরূপে মিনতি করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তখন কুমার দয়ার্দ্র হৃদয়ে তাহাদিগের অপরাধ ক্ষমা করিলেন।

কুমারের সুবিচার শ্রবণে রাজার হর্ষের পরিসীমা রহিল না। তিনি আনন্দে পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনাকে পরম সুখী জ্ঞান করিলেন। কুমারও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সুতনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনগুণে প্রজাপুঞ্জ যার পর নাই পরিতুষ্ট হইল; বস্তুতঃ নবভূপতিকে প্রাপ্ত হইয়া সকলেই আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন, নানাবিধ মহোৎসবে নগরী আনন্দময়ী হইয়া উঠিল।

মন্ত্রীবর এইরূপে উপন্যাস সমাপন করিয়া হাসাকিনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "মহারাজ! ব্যভিচারিতা দোষের বিচার করা কিরূপ কঠিন, তাহা শ্রবণ করিলেন। আপনি মহম্মদের বাক্য লঙ্ঘনপূর্ব্বক রমণীর কথায় প্রাণতুল্য পুত্রের নিধন সাধনে সমুদ্যত হইয়াছেন। মহম্মদ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ক্রোধরিপুকে দমন করিতে সমর্থ হয়, ঈশ্বর কদাচ তাহার কোন অপরাধই গ্রহণ করেন না। যে ব্যক্তি ক্রোধরূপ অশ্বে রজ্জু-বন্ধন করিয়া শত্রুবর্গকে ক্ষমা করে, চরমে তাহার পরমা গতি লাভ হয়। যখন মহাবিচারের দিন সমাগত হয়, তখন ঈশ্বর তাহাকে প্রিয়ভাষে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'প্রিয় সেবক! আইস। তুমি নিরন্তর পরম যত্নে ইন্দ্রিয় বিগ্রহ করিয়াছ, এখন অনন্ত নিত্যধামে স্বর্গীয় কামিনীগণের সহিত পরম সুখে অবস্থিতি কর। "রাজন্! সেই শেষ দিনে স্বর্গীয় দূতগণও সেই ক্ষমাশীল সদাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকে, সদাশয়! তুমি সর্ব্বদা শত্রুগণের অপরাধ ক্ষমা করিয়াছ, এক্ষণে আইস, সুখের ভবনে চিরসুখে বাস করিবে।"

নরপতি মন্ত্রীপ্রমুখাৎ উপন্যাস শ্রবণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন বিশেষরূপ প্রমাণ না পাইব, তাবৎ সুরজিহানের বধদণ্ড স্থগিত রহিল। এইরূপ কৃতসংকল্প হইয়া পূর্ব্ববৎ মৃগয়াযাত্রা করিলেন।

এদিকে সুরজিহানের বধদণ্ড স্থগিত রহিল শুনিয়া রাণীর ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। নিশাযোগে নরপতি অন্তঃপুরে আগমন করিলে রাণী সময়

বুঝিয়া রাজাকে নানাপ্রকার তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তখন মহীপতি সানুনয়ে কহিলেন, "প্রিয়তমে! আমি তোমার অনুগত, আমার দোষ গ্রহণ করিও না। অদ্য মন্ত্রীর মুখে ইতিহাস শ্রবণ করিয়া অন্তরে যুগপৎ বিষাদ ও ভয় সমুপস্থিত হইয়াছে। বিনা প্রমাণে সহসা নুরজিহানকে নিহত করিলে ঈশ্বর আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন। অতএব বিশেষ বিচার করিয়া তাহার দণ্ড বিধান করিব।"

রাজার বচনে মহিষী ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "মহারাজ! আমা অপেক্ষা অমাত্যগণকে অধিক প্রিয়পাত্র ও অধিক বুদ্ধিমান্ বিবেচনা করেন। তাহাদের বাক্যেই আপনার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। আপনি তাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া পরিণামে বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। কোন নরপতি যেরূপ তাঁহার সদস্যের বাক্যে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।"

রাজা কহিলেন, "প্রিয়তমে! তুমি যে এক রাজার কথা উল্লেখ করিলে, তিনি কিরূপে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, বর্ণনা কর।" তখন মহিষী বলিতে আরম্ভ করিলেন।

তোগরলবী রাজা ও তাঁহার তিন পুত্রের উপন্যাস।

পূর্ব্বকালে তোগরলবী নামে এক সুপ্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র। নরপতি মৃত্যুকালে পুত্রত্রয়কে সমীপে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "বৎসগণ! আমার অন্তিম কাল উপস্থিত; দুরন্ত কাল আমার শিরোদেশে দণ্ডায়মান। আমি যেরূপ উপদেশ প্রদান করি, তোমরা তদনুসারে দিনপাত করিও, তাহা হইলেই পরমসুখে অতিবাহিত করিতে পারিবে।" নরপতি এই বলিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! আমার অধিকারে যে স্থানে যে কোন নগর বিদ্যমান আছে, তুমি প্রতিনগরে এক একটী রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিও।" নরপতি জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া মধ্যম তনয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "প্রিয়তম! তুমি প্রতিদিন এক একটী রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া তৎপরদিন প্রভাতে

তাহাকে পরিত্যাগ করিও।" এই বলিয়া কনিষ্ঠ কুমারকে মধুরবচনে কহিলেন, "বৎস! তুমি যখন যে কোন দ্রব্য ভোজন করিবে, তাহারই সহিত নবনী ও মধু মিশ্রিত করিয়া আহার করিও। আমার উপদেশ যেন সকলের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে।"

মহীপতি তোগরলবী পুত্রগণের প্রতি এইরূপ আদেশ প্রদান করত লোকান্তর গমন করিলে কুমারগণও পিতার উপদেশানুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। জ্যেষ্ঠকুমার প্রতি নগরে নগরে এক একটী মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলেন। মধ্যমকুমার প্রত্যহ এক একটী মনোহারিণী যুবতীর পাণিগ্রহণ করিয়া নিশি অতিবাহিত করত প্রভাতে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ যখন যাহা কিছু ভোজন করেন, সর্ব্বদ্রব্যেই নবনী ও মধু মিশ্রিত করিয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কুমারগণের এইরূপ আচরণ দেখিয়া একটী বিজ্ঞবরের চিত্তে যার পর নাই বিস্ময় সঞ্চার হইল। তিনি কুমারত্রয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "যুবরাজগণ! আপনারা পিতৃ-উপদেশ পালন করিতেছেন সত্য, কিন্তু আপনারা উপদেশের মর্ম্ম কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন নাই। সুতরাং আপনারা বিপরীতাচরণ করিতেছেন। আমি ইহার মর্ম্মভেদ করিয়া দিব। আমি একটী উপাখ্যান বর্ণন করিতেছি, তাহা শ্রবণ করিলেই আপনাদের সংশয়বিমোচন হইবে।

"তুর্কদেশে পরম ধর্ম্মপরায়ণ বিচক্ষণমতি এক নরপতি বাস করিতেন। তাঁহার রাজ্যমধ্যে কতকগুলি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী প্রজা বাস করিত; কিন্তু তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক রাজাকে কর প্রদান করিত না। নরপতি কোনরূপে তাহাদিগের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিতে সমর্থ হইতেন না। একদা একজন সুবুদ্ধি গোমস্তাকে রাজস্ব আদায়ের ভার দিয়া প্রেরণ করিলেন। গোমস্তা খ্রীষ্টানগণের বসতিস্থানে সমুপস্থিত হইলে খ্রীষ্টানগণ সমবেত হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিল যে, এক্ষণে কি উপায়ে গোমস্তাকে নিরাশ করি, কিরূপে আমরা রাজস্বের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিব? এইরূপ চিন্তা করিতেছে, ইত্যবসরে তাঁহাদিগের ধর্ম্মাধ্যক্ষ সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, 'আমি স্বয়ং রাজসকাশে গমন করি। আমি সভাতলে নরপতিকে

ও তাঁহার সদস্যগণের নিকট একটী দুরূহ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। বলিব, যদি কেহ আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, তাহা হইলেই আমরা যথারীতি রাজস্বপ্রদান করিব, নতুবা আমরা রাজস্বপ্রদানে অক্ষম। আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি, কেহই প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হইবে না। নিতান্ত পক্ষে যদি উত্তর প্রদান করে, অগত্যা রাজস্বপ্রদানে স্বীকৃত হইতে হইবে।' খ্রীষ্টানগণ ধর্ম্মাধ্যক্ষের বাক্যই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে রাজসভায় প্রেরণ করিল। ধর্ম্মাধ্যক্ষও অবিলম্বে তথায় উপনীত হইয়া রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! আমি যে প্রশ্ন করিব, সভাতলে যদি কেহ তাহার উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে আমরা রাজস্বপ্রদান করিব; নতুবা আপনি আমাদিগকে আর কখনও প্রপীড়িত করিতে পারিবেন না।' নরপতি ধর্ম্মাধ্যক্ষের বচনে চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, বুঝিতেছি, তোমার প্রশ্ন দুরূহ। যাহা হউক, অবশ্যই সভাস্থ কেহ না কেহ তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে পারিবেন।' এই বলিয়া নরপতি একবার সদস্যবর্গের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। তখন ধর্ম্মাধ্যক্ষ স্বীয় দক্ষিণ হস্তের পাঁচটী অঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া তালুদেশ প্রদর্শন করত পুনরায় ভূমিতে সংলগ্ন করিলেন এবং কহিলেন, 'মহারাজ! ইহাই আমার প্রশ্ন।' ধর্ম্মাধ্যক্ষের অদ্ভুত প্রশ্নে রাজা ও সভাসদ্বর্গ সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। সকলেই নীরব, সকলেই অধোমুখ, সকলেই নিস্পন্দ। ইত্যবসরে অনৈক যুবক সহসা সভামধ্য হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! আমি এই মুহূর্ত্তে উত্তর প্রদান করিব, ধর্ম্মাধ্যক্ষ আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন্।' তখন ধর্ম্মাধ্যক্ষ পুনরায় স্বীয় দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীগুলি প্রসারিত করিয়া তালুদেশ দেখাইলে সেই উত্তরদাতা যুবক আপনার হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধর্ম্মাধ্যক্ষকে প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর খ্রীষ্ট পুনরায় কর সংলগ্ন করত ভূমিতলে রাখিলেন। যুবকও আপনার হস্ত ঊর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া করভঙ্গী করিলেন। তখন ধর্ম্মাধ্যক্ষ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতিসহকারে রাজাকে রাজস্বপ্রদান করিলেন এবং যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

"প্রশ্নকর্ত্তা ও উত্তরদাতা উভয়ের করভঙ্গী দর্শনে রাজার বিস্ময়ের পরি-

সীমা রহিল না। তিনি ইহার কারণ অবগত হইবার জন্য কৌতূহলী হইয়া যুবক পণ্ডিতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, 'বিজ্ঞবর! আমি তোমাদিগের প্রশ্নোত্তরের মর্ম্ম কিছুমাত্র অবগত হইতে পারি নাই। উহার মর্ম্মভেদ করিয়া আমার উৎকণ্ঠা বিদূরিত কর।'

"পণ্ডিত রাজার আদেশপ্রাপ্ত মাত্র ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! শ্রবণ করুন্। যৎকালে ধর্ম্মাধ্যক্ষ আমাকে অঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া তালুদেশে দেখাইলেন, আমি তৎকালে তাঁহাকে মুষ্টি প্রদর্শন করিয়াছি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি আমাকে চপেটাঘাত করিবেন ইঙ্গিত করাতে আমিও মুষ্ট্যাঘাত দেখাইলাম। তৎপরে যখন তিনি ভূমিতে কর সংলগ্ন করিলেন, তখন বুঝিলাম যে, আমি মুষ্ট্যাঘাত করিলে আমার গলদেশ ধরিয়া ভূতলে ফেলিয়া দিবেন এবং চরণতলে নিক্ষিপ্ত করত যেমন শম্বূক ভগ্ন করে, তদ্রূপ আমার অঙ্গ দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিবেন। তখন আমি তাঁহার এই ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া হস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলাম। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদি তুমি আমাকে পদতলে দলিত করিবার অভিলাষ করিয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমাকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিব। আমরা এইরূপে পরস্পর পরস্পরের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়াছি।'

"পণ্ডিতের মুখে ইঙ্গিতের মর্ম্ম অবগত হইয়া রাজা ও সভাসদ্বর্গের প্রীতির পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা পণ্ডিতবরকে ভূয়োভূয়ঃ ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহীপতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে পঞ্চশত স্বর্ণমুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, 'বিজ্ঞবর! তোমা হইতেই আমার রাজস্ব আদায় হইল। আমি তোমার প্রতি পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। এক্ষণে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ এই যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ কর।'

"নরপতি পণ্ডিতকে বিদায় দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে মহিষী এই অদ্ভুত ঘটনা শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন। ধরানাথ তাঁহার হাস্য সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া কহিলেন, 'প্রিয়তমে! তুমি কি অদ্ভুত ঘটনা বিবেচনায় হাস্য করিতেছ? অথবা অগ্রাহ্য বলিয়া উপহাস করিলে?'

"মহিষী কহিলেন, 'নাথ! আপনি পণ্ডিতের বাক্যে প্রতারিত ও বিমো-

হিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না জন্মে, তাহা হইলে সেই ধর্ম্মাধ্যক্ষকে আহ্বান করিয়া ইঙ্গিতের মর্ম্ম অবগত হউন্। তাহা হইলেই আপনার মনের সন্দেহ বিদূরিত হইবে।' মহীপতি রাণীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। অবিলম্বেই ধর্ম্মাধ্যক্ষ রাজগৃহে সমুপস্থিত হইলে রাণী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহাশয়! আপনি সভাগৃহে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমাদিগের জনৈক পণ্ডিত ইঙ্গিতে তাহার সদুত্তর প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু আমরা তাহার মর্ম্মভেদ করিতে সমর্থ হই নাই। উহার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে ঐকান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে; অতএব আপনি উহার মর্ম্মভেদ করিয়া আমাদিগের সন্তোষ সাধন করুন্।'

"ধর্ম্মাধ্যক্ষ রাণীর আদেশ শ্রবণমাত্র কহিলেন, 'জননি! শ্রবণ করুন্। আমি প্রথমতঃ পঞ্চাঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া ইঙ্গিতে কোরাণের স্তোত্রসম্বন্ধে প্রশ্ন করি অর্থাৎ কোরাণে যে পাঁচটী স্তোত্র আছে, উহা ঈশ্বরপ্রেরিত কি না, ইহাই জিজ্ঞাসা করি। পণ্ডিত আমার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া মুষ্টিচ্ছলে তাহার উত্তর প্রদান করেন। তৎপরে যখন আমি করভঙ্গী করিয়া হস্ত ভূতলে সংলগ্ন করি, তখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে; স্বর্গ হইতে বারিবর্ষণ হয় কেন? পণ্ডিত সে প্রশ্নেরও মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া হস্ত উত্তোলন করত, এই ইঙ্গিত করেন যে, শস্যসমূহের বৃদ্ধি হেতুই বর্ষণ হইয়া থাকে। রাজ্ঞি! কোরাণেও এইরূপ উত্তর লিখিত আছে।' ধর্ম্মাধ্যক্ষ এই বলিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মাধ্যক্ষের মুখে ইঙ্গিতের রহস্য অবগত হইয়া রাজার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তিনি রাণীর উপর পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তদবধি তিনি অন্যের বাক্যে কদাচ বিশ্বাস করিতেন না।"

ধীরবর, তোগরলবীর পুত্রগণের নিকট এই উপাখ্যান বর্ণন করিয়া কহিলেন, "যুবরাজগণ! আপনারাও সেইরূপ পিতৃ উপদেশের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তাহার বিপরীতাচরণ করিতেছেন।"

কুমারগণ পণ্ডিতপ্রমুখাৎ এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন, "ধীরবর! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের পিতার উপদেশবাক্যের মর্ম্ম অবগত করাইলে পরম উপকৃত হইব।"

তখন পণ্ডিত কহিলেন, "শ্রবণ করুন, নরপতি আসন্নকালে জ্যেষ্ঠপুত্রকে যে প্রতি নগরে নগরে অট্টালিকা নির্ম্মাণের উপদেশ দেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রতি নগরস্থ এক একটী সম্ভ্রান্ত ধনীর সহিত সৌহার্দ্দ সংস্থাপন করিতে বলেন; কারণ দৈববিড়ম্বনায় কখনও নিঃসম্বল হইলে সেই সকল বন্ধুগণের মধ্যে কোন না কোন ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতে পারিবেন। দ্বিতীয় কুমারকে যে প্রতিদিন নূতন নূতন রমণী গ্রহণের আদেশ করেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, নিত্য নিত্য এক একটী শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। প্রাচীন পণ্ডিতগণ শুভকার্য্যকেই কুমারী সদৃশ বলিয়া বর্ণন করেন। অবশেষে কনিষ্ঠ যুবরাজকে নবনী ও মধু ভোজনের উপদেশ দিবার তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বদা মিষ্টভাষী হইয়া সকলের সহিত মধুরালাপ করত মনোরঞ্জন করিবেন, তাহা হইলে নিরুদ্বেগে সুযশে দিনপাত হইবে।" পণ্ডিতের বাক্য শ্রবণ করিয়া যুবরাজত্রয়ের আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

মহিষী এইরূপে উপাখ্যান সমাপন করিয়া স্বীয় পতি হাসাকিন্‌কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "জীবিতনাথ! উপাখ্যান শ্রবণ করিলেন। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনার মন্ত্রীগণ মূর্খ ও প্রবঞ্চক। আপনি তাহাদিগের বাক্‌জালে জড়ীভূত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইবেন না। যদি আপনার স্বীয় জীবনে স্নেহ থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে নুরজিহানের বধ সাধন করুন্।"

মহিষীর নানাবিধ উত্তেজনায় নরপতির হৃদয় ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি পুত্রের প্রতি দয়ামায়াশূন্য হইয়া তাহাকে বধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। প্রভাতেই নুরজিহানের প্রাণদণ্ডে প্রতিজ্ঞা করিয়া মহিষীকে সান্ত্বনা করত নিশি অতিবাহিত করিলেন। যামিনী প্রভাতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক সভাগৃহে গমন করিয়া ঘাতুকগণকে অনুমতি করিলেন, "তোমরা অবিলম্বে নুরজিহানের শিরচ্ছেদ কর।"

তখন পঞ্চম মন্ত্রী করপুটে দণ্ডায়মান হইয়া বিনয়গর্ভ বচনে কহিলেন, "ধরণীশ্বর! আমরা মিনতি করিতেছি, অদ্য পুত্রের বধ সাধনে ক্ষান্ত হউন্। বিবেচনা করিয়া যাহা সমুচিত বোধ হয়, কল্য তাহার অনুষ্ঠান করিবেন।"

নরপতি কহিলেন, "মন্ত্রীবর! আর আমি কিছুতেই প্রতীক্ষা করিতে পারিতেছি না। তোমার অনুরোধে নুরজিহানকে অদ্য ক্ষমা করিলে মহিষী যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইবেন। আমি তাঁহার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছি, অদ্যই নুরজিহানের দণ্ডবিধান করিব। যদি প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন না করি, তাহা হইলে মহিষীর নিকট আমাকে লজ্জা ও তিরস্কারের ভাজন হইতে হইবে।"

মন্ত্রী, রাজার এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দর্শনে কাতর হইয়া পুনরায় করযোড়ে কহিলেন, "রাজ্যেশ্বর! স্ত্রীজাতি দুঃশীলা, মায়াবিনী ও কুটিলবুদ্ধি। তাহাদিগকে বিশ্বাস করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। শত শত গ্রন্থে শত শত পুস্তকে নারীজাতির কৃতঘ্নতা ও অবিশ্বাসিতার পরিচয় পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি নারীজাতিকে অন্তরের সহিত বিশ্বাস করে, তাহাকে অবিলম্বেই নিধন প্রাপ্ত হইতে হয় সন্দেহ নাই। আপনি মহিষীকে স্নেহ করেন, তাঁহাকে ভাল বাসেন, সুখের বিষয়, আমরাও তাহাতে পরম সুখী আছি। আপনারা দুই জনে অকৃত্রিম প্রণয়ে চিরজীবন অতিবাহিত করেন, আমাদিগের তাহাই সম্পূর্ণ বাসনা; কিন্তু নারীজাতিকে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। নারীজাতিকে বিশ্বাস করিলেই পরিণামে অশেষ যাতনার ভাগী হইতে হয়। কথোপকথন প্রসঙ্গে একটী অপূর্ব্ব উপন্যাস আমার স্মৃতিপটে সমুদিত হইয়াছে। আমি তাহা সবিস্তার বর্ণন করিতেছি। ইহা শ্রবণ করিলেই আপনার অন্তরের সংশয় দূরীভূত হইবে।" মন্ত্রীবর এই বলিয়া করপুটে উপন্যাস বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাজতনয় মালিক নাজীরের ইতিবৃত্ত।

পূর্ব্বকালে মিসরদেশে কালায়ুন নামে প্রবলপরাক্রান্ত ধীশক্তিসম্পন্ন এক নরপতি বাস করিতেন। একদা তিনি আপন শয়নাগারে শয়ান হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে, কমলা চপলা। নিরবধি এক গৃহে স্থিরভাবে কদাচ অবস্থান করিতে পারেন না। অদ্য যাঁহাকে অভ্যুদয়ের

সহিত উচ্চসোপানে আরোহণ করিতে দেখিতেছি, হয় ত কল্যই আবার তিনি পথের ভিখারী হইতে পারেন। সুখ-দুঃখ চক্রের ন্যায় অহর্নিশি জগৎসংসারে বিঘূর্ণিত হইতেছে। কমলা মনুষ্যগণকে লইয়া যেন ক্রীড়া-কৌতুক করেন। এ অবস্থায় আমার কনিষ্ঠ পুত্র মালিক নাজীরকে কোনরূপ বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য। কাল সহকারে অর্থরাশি বিনষ্ট হইলেও সেই উপায় অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিতে পারিবে। অসময়ে সেই অবলম্বনই তাহার পক্ষে পরম অনুকূল হইয়া দাঁড়াইবে। রাজা মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র মালিক নাজীরকে সূচীজীবীর ব্যবসায় শিক্ষা দিতে মানস করিলেন। অবিলম্বেই তিনি মালিক নাজীরকে কেরো-নিবাসী জনৈক সুদক্ষ দরজীর দোকানে প্রেরণ করিলেন। সেই দরজী সূচীকার্য্যে বিলক্ষণ সুদক্ষ, তাহার সুখ্যাতি সর্ব্বত্রই প্রচারিত ছিল। সে মালিক নাজীরকে আন্তরিক যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতে লাগি[illegible] রাজকুমারও অল্প দিনের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কার্য্যে পা[illegible]লেন। মহীপতি পুত্রকে নীচকর্ম্মে নিযুক্ত [illegible] নগরবাসী সকলেই বিস্মিত ও [illegible] উঠিল। তাহারা সকলেই গোপনে নরপতি[illegible] লাগিল।

কালসহকা[illegible] মিসরনাথ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপু[illegible] আস্‌ক্রাফ পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তিনি যার পর [illegible], খল, প্রবঞ্চক ও অসূয়াশালী। তিনি পিতৃসিংহাসনে অধি-[illegible] মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, যতদিন মালিক নাজীর জীবিত [illegible]বে, ততদিন নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ বাসনা করা দুরূহ; কারণ সে [illegible]লোভী ও রাজ্যলোভী হইয়া অনায়াসে আমার সহিত যুদ্ধবিগ্রহের [illegible]য়োজন করিতে পারে, অতএব তাহার বধসাধন করিয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক [illegible]ই যুক্তিসিদ্ধ। কুমার মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া কিঙ্করগণকে [illegible]বোধন পূর্ব্বক এই আদেশ প্রদান করিলেন যে, "তোমরা অবিলম্বে [illegible]ালিক নাজীরকে ধৃত করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর। আমি তাহার [illegible] সাধন করিয়া রাজ্যের কণ্টক অপসারিত করি।"

এদিকে মালিক নাজীর অগ্রজের দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া অবিলম্বে

ছদ্মবেশে দরজীর গৃহ হইতে পলায়ন করিলেন। তিনি দীনবেশে তীর্থযাত্রী-গণের সমভিব্যাহারে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে একটী মুখবদ্ধ থলিয়া তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইল। তিনি অন্যের অজ্ঞাতসারে সেই থলিয়াটী উত্তোলন পূর্ব্বক আপনার বস্ত্রমধ্যে সংস্থাপন পূর্ব্বক চলিতে আরম্ভ করিলেন। উহার মধ্যে কোন্ কোন্ দ্রব্য আছে, কোন বহুমূল্য বস্তু আছে কি না, জানিবার জন্য মন নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইল; কিন্তু সকলের সাক্ষাতে মুখ উন্মোচন করা যুক্তিসঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন, যখন একাকী হইবেন, সেই সময়ে থলিয়ার মুখ উন্মোচন করত কৌতুহল নিবারণ করিবেন।

কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে একটী মনুষ্যের আর্ত্তনাদ তাঁহার শ্রবণ-[illegible] প্রবিষ্ট হইল। চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, একজন [illegible] দুই হস্তে দুইখানি প্রস্তরখণ্ড লইয়া বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতেছে এবং উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ [illegible] করিতে কহিতেছে, "হায়! অদৃষ্টদোষে আমার এতদিনের উপার্জ্জিত যাবতীয় [illegible]। বন্ধুগণ! হে ভ্রাতৃগণ! যদি কেহ আমার মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটী প্রাপ্ত হইয়া [illegible] কৃপা করিয়া প্রদান কর। ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে কুণ্ঠিত হইও না। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যে ব্যক্তি আমার মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটী প্রদান করিবেন, আমি তাঁহাকে আমার অর্থের অর্দ্ধাংশ সমর্পণ করিব।"

পণ্ডিত নিরাশে বিষাদিত হইয়া এইরূপে রোদন করিতেছেন। তাঁহার কাতরোক্তি শ্রবণে সকলের হৃদয়েই দয়ার সঞ্চার হইল। সর্ব্বাপেক্ষা মালিক নাজীরের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন যে, যদি আমি এই থলিয়াটী পণ্ডিতকে প্রত্যর্পণ না করি, তাহা হইলে এব্যক্তি অর্থাভাবে সপরিবারে অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইবে। অপরের হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ করিয়া নিজের সুখ চিন্তা করা কদাচ সাধুপুরুষের লক্ষণ নহে। যদি আমি রাজার তনয় না হইয়া দীনহীনের গৃহে জন্মগ্রহণ করিতাম, তাহা হইলেও অন্যায়রূপে অর্থ গ্রহণ করিতে আমার অভিলাষ হইত না। কুমার মনে মনে এইরূপ চিন্তা করতঃ পণ্ডিতের সমীপবর্ত্তী হইয়া সেই থলিয়াটী

প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "মহাশয়! আমার অনুমান হয়, এই থলিয়াটী আপনারই হইবে। আপনি সর্ব্বসমক্ষে স্বীকার করিয়া এইটী গ্রহণ করুন।"

থলিয়াটী দর্শন করিবামাত্র পণ্ডিতের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি যেন আহ্লাদে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। ব্যগ্রভাবে মালিকনাজীরের হস্ত হইতে থলিয়াটী গ্রহণের উদ্যোগ করিলে নাজীর কহিলেন, "মহাশয়! আপনি এরূপ উৎকণ্ঠিত হইতেছেন কেন? আপনি নিজমুখে এই ক্ষণমাত্র প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি আপনার থলিয়াটী প্রদান করিবে, আপনি তাহাকে অর্দ্ধাংশ ধন সমর্পণ করিবেন। তাহা কি আপনার স্মরণ নাই?"

তখন পণ্ডিত অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "ক্ষমা কর। আমি তোমার প্রতি অনুচিত ব্যবহার করিয়াছি, কোন দোষ গ্রহণ করিও না। আমি যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অবশ্যই তাহা প্রতিপালন করিব। তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত আইস।" পণ্ডিতবর এই কথা বলিয়া মালিক নাজীরকে সমভিব্যাহারে করতঃ আপন আবাসে প্রস্থান করিলেন। গৃহে উপনীত হইয়া থলিয়াটী চুম্বন পূর্ব্বক তাহার বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন নাজীরের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তিনি মনে করিয়াছিলেন, থলিয়ার অভ্যন্তরে স্বর্ণমুদ্রা নিবদ্ধ রহিয়াছে, কিন্তু যখন তাহার মুখ উন্মোচিত হইল, তখন দেখিলেন, রাশীকৃত হীরা, পান্না, চুনি প্রভৃতি রত্নরাজি বিরাজিত। অনন্তর পণ্ডিত রত্নরাজি সমান দুই অংশে ভাগ করত নাজীরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "যুবক! এই সমস্তই তোমার প্রাপ্য; কিন্তু সমস্ত অর্পণ করিলে আমাকে সপরিবারে অনন্ত দুঃখে নিপতিত হইতে হয়, এই জন্য আমি একভাগ তোমাকে অর্পণ করিতে বাসনা করি।" মালিক নাজীর কহিলেন, "মহাশয়! আমিও অর্দ্ধাংশমাত্র প্রার্থনা করি, সমস্ত ধনে আমার কিছুমাত্র কামনা নাই।"

কুমারের সততায় পণ্ডিত যার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একভাগ রত্ন প্রদানপূর্ব্বক আশীর্ব্বচনে কহিলেন, "ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। তুমি চিরসুখী হও, তোমার ন্যায় সুশীল সদাশয় ব্যক্তি জগতে সুদুর্লভ।

যাহা হউক, এখন তোমার অভিলাষ কি? তুমি কি গৃহে প্রতিগমন করিবে অথবা আমার সহিত পুণ্যক্ষেত্র মক্কাদর্শনে যাইবে? আমি এখন মক্কাভিমুখে যাত্রা করিয়াছি।”

নাজীর ক্ষণকাল মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক পণ্ডিতদত্ত রত্ন সমস্ত প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন, “বিজ্ঞবর! আপনার ধন আপনিই গ্রহণ করুন, আমার ইহাতে কিছুমাত্র বাসনা নাই। আপনি মক্কামন্দিরে আমার মঙ্গলকামনা করিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন, তাহা হইলেই আমি পরম সুখী হইব।”

কুমারের সততা ও উচ্চহৃদয়তা দর্শনে পণ্ডিতের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তিনি অর্থগুলি পুনর্গ্রহণ পূর্ব্বক নাজীরকে ভূয়োভূয়ঃ আশী-র্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। অবশেষে উভয়ে মক্কামন্দিরে সমুপস্থিত হইলে পণ্ডিত ঊর্দ্ধহস্ত করিয়া ঈশ্বরের নিকট নাজীরের মঙ্গলকামনা করিলেন। নাজীরের কল্যাণার্থ নানাবিধ স্তোত্র পাঠ করিলেন। এইপ্রকারে প্রার্থনা পরিসমাপ্ত হইলে পণ্ডিত কহিলেন, “যুবক! আমি তোমার জন্য বিভুস্থানে কায়মনোবাক্যে মঙ্গলকামনা করিলাম, এক্ষণে তুমি স্বস্তিবাচন প্রয়োগ কর।” তখন কুমার পণ্ডিতের আদেশে কহিলেন, “মহাশয়! আপনি আমার মঙ্গলকামনা করিয়া জগদীশস্থানে যে যেরূপ প্রার্থনা করিলেন, তাহাই সুসিদ্ধ হউক্।” কুমার এই বলিয়া আপনিও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের আরাধনা করিলেন। অবশেষে পণ্ডিত নৃপকুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “এখন তোমার যে স্থানে অভিলাষ প্রস্থান কর। যিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের একমাত্র কারণ, তিনিই তোমার বিষাদরাশি বিদূরিত করিবেন।”

তখন কুমার পণ্ডিতের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন; কিন্তু কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এখন কোথায় গমন করি? আমার দশা কি হইবে? যদি পুনরায় কেরোরাজ্যে প্রতিগমন করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অগ্রজ আমাকে নিহত করিবেন। যাহা হউক, আমি পণ্ডিতের সহিত তাঁহার দেশে প্রস্থান করি, স্বদেশে কোনরূপেই গমন

করিতে পারিব না। আমি পণ্ডিতের দেশে গমন করিব বটে, কিন্তু কাহারও নিকট আত্ম পরিচয় প্রদান করিব না। কি জানি, কোন দুষ্টলোক জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ ধৃত করিয়া অগ্রজের নিকট লইয়া যাইবে। অর্থলোভে মনুষ্যেরা কোন্ কার্য্য সাধন না করে? কুমার মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়া পুনরায় পণ্ডিতের অন্বেষণার্থ বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তখন কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিতবর! আপনি আমার হিতৈষী, আমি আপনার পরিচয় জানিতে অভিলাষ করি। আপনার নাম কি এবং কোথায় অবস্থান করেন অবগত করাইয়া আমার মনোরথ পরিপূর্ণ করুন।" পণ্ডিত কহিলেন, "আমার নাম আবুনস, আমি বোগ্দাদ-নিবাসী।" তখন মালিক নাজীর সবিনয়ে কহিলেন, "মহাত্মন্! বোগ্দাদ দর্শনে আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে। যদি আমাকে সমভিব্যাহারে গ্রহণ করেন, আমি পরম অনুগৃহীত হই। আপনার যে সমস্ত উষ্ট্র আছে, পথিমধ্যে আমি তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিব। তাহাদিগের কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না।"

পণ্ডিত কুমারের বাক্যে সম্মত হইলেন। শুভক্ষণে উভয়েই বোগ্দাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমে বহুদেশ অতিক্রম করিয়া বোগ্দাদে উপনীত হইলে কুমার পণ্ডিতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আমার নিবেদন এই, আমার জন্য আপনাকে ব্যয়ভার সহ্য করিতে হইবে না। আপনি আমাকে কোন দর্জীর দোকানে নিযুক্ত করিয়া দিউন্, আমি আপনার জীবিকা আপনিই উপার্জ্জন করিব।"

পণ্ডিত কুমারের প্রার্থনায় তাঁহাকে একটী দর্জীর দোকানে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। যাহার দোকান, সে দেশমধ্যে সর্ব্বপ্রসিদ্ধ সূচীজীবী বলিয়া পরিগণিত। দরজী কুমারকে নিযুক্ত করিয়াই তাহার কার্য্যের পরীক্ষা জন্য একখানি বসন প্রস্তুত করিতে দিল। মালিক সূচিবিদ্যায় বিলক্ষণ দক্ষ ছিলেন, সুতরাং অত্যল্পকালের মধ্যেই বসনখানি এরূপ পরিপাটীরূপে প্রস্তুত করিলেন যে, দরজী তাঁহার উপর পরম পরিতুষ্ট হইল এবং বসনখানি সর্ব্বত্র সকলকে দেখাইয়া তাঁহার প্রশংসা কীর্ত্তন করিল। অল্পদিনের মধ্যেই রাজ্যমধ্যে কুমারের গুণ প্রচারিত হইয়া পড়িল। দরজী তাঁহার

প্রতি কৃপাবান হইয়া প্রত্যহ অর্দ্ধমুদ্রা প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। তখন মাণিকের জীবিকা নির্ব্বাহে আর কিছুমাত্র বিঘ্ন উপস্থিত হইল না।

এইরূপে কিয়দ্দিন সমতীত হইলে তথায় একটী অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল। আবুনস পণ্ডিত অত্যন্ত ক্রোধী ছিলেন। তাঁহার সহিত তদীয় সহধর্ম্মিণীর ভীষণ বিবাদ উপস্থিত হয়। পণ্ডিত রোষভরে পত্নীর প্রতি নানাবিধ কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া কহিলেন, "পাপীয়সি! দূর হ! আমার আবাসে অবস্থিতি করিয়া তোর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। অদ্য হইতে আমি তোকে পরিত্যাগ করিলাম।" পণ্ডিত ক্রোধভরে এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করাতে তাঁহারই দুর্ভাগ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। বস্তুতঃ গৃহিণীকে যাবজ্জীবনের জন্য পরিত্যাগ করিবেন, তাঁহার হৃদয়ে কখনও এ সংকল্প বদ্ধমূল ছিল না; কিন্তু কাজীর বিচারে বিপরীত ঘটিয়া গেল। কাজী এই সংবাদ অবগত হইয়া পণ্ডিতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "তুমি যখন পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়াছ, তখন বিধি অনুসারে তোমার স্ত্রী অন্যকে পতিত্বে বরণ করিবে। যদি সেই ব্যক্তি পুনরায় তোমার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করত তোমাকে প্রদান করে, তাহা হইলে অবশ্য তুমি পুনরায় তোমার জায়া প্রাপ্ত হইবে।" অগত্যা কাজীর বিচারে পণ্ডিতকে সম্মতি প্রদান করিতে হইল। অবশেষে মনে মনে এই চিন্তা করিলেন যে, যে যুবককে আমি মক্কা নগরী হইতে বোগদাদে আনয়ন করত দরজীর দোকানে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছি, তাহার স্বভাব-চরিত্র অতি সরল। সে ধীরপ্রকৃতি ও শান্ত। সে ব্যক্তি কদাচ আমার সম্ভ্রম রক্ষণে ত্রুটি করিবে না। আমার বাক্য অবশ্যই সে প্রতিপালন করিবে। আমি তাহারই করে আমার সহধর্ম্মিণীকে প্রদান করি। সেই ব্যক্তিই বিধি অনুসারে আমার পত্নীকে গ্রহণ করুক্। অবশেষে আমি তাহার নিকট প্রার্থনা করিলে অবশ্য সে সদয় হইয়া আমার পত্নীকে পুনঃপ্রদান করিবে।" পণ্ডিত মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া যুবককে দরজীর গৃহ হইতে আপন আবাসে আনয়ন পূর্ব্বক তাহার করে স্বীয় পত্নীকে সমর্পণ করিলেন। রমণী রাজকুমারকে পুনঃপতিত্বে বরণ করিল। কুমারের রূপ লাবণ্য দর্শনে সুন্দরীর মন-প্রাণ বিমোহিত হইয়া গেল। সে কুমারের প্রণয় জালে জড়ীভূত হইল। এদিকে কুমারও মোহিনীর মোহনীর রূপ দর্শনে

বিমোহিত হইয়া ঘন ঘন কামশরে জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন। উভয়ের প্রতিই উভয়ের মন মজিয়া গেল। ক্ষণকাল উভয়েই উভয়ের প্রতি অনিমেষ-নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। উভয়ে মনের সাধে নানাবিধ প্রেম আলাপন করিতে লাগিলেন। উভয়েরই মনের কপাট উভয়ের নিকট সমুদ্‌ঘাটিত হইল। উভয়ে মনের সুখে নানাবিধরূপে বিহার করত নিশি অতিবাহন করিলেন। বিহার পরিসমাপ্ত হইলে সুন্দরী স্তূপাকার স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা প্রভৃতি অতুল ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া কুমারকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "প্রাণনাথ! এই সমস্তই আমার স্ত্রীধন, ইহাতে পুরুষের অধিকার নাই। যদি তুমি আমাকে পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে তুমিই এই সমস্ত ধনের অধিপতি হইবে। আমাকেও তোমার চিরদাসী জানিও। আমাকে পরিত্যাগ না করিলে আমি যাবজ্জীবন তোমার চরণ সেবা করিব।"

মালিক সুন্দরীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "সুন্দরি! যদি তোমার স্বামী বলপূর্ব্বক তোমাকে গ্রহণ করে?"

রমণী প্রত্যুত্তর করিল, "সে জন্য চিন্তা নাই। আমাকে ত্যাগ করিতে বা রাখিতে একমাত্র তোমারই অধিকার। একমাত্র তোমার ইচ্ছাবশেই কার্য্য হইবে।" ওসেপ। -

মালিক কহিলেন, "প্রিয়তমে! যদি তাহা হয়, তবে আমি কিছুমাত্র আশঙ্কা রাখি না। আমি যতদিন জীবিত থাকিব, তাবৎ তোমাকে প্রাণান্তে পরিত্যাগ করিব না। তুমি রূপে ও গুণে আমার মনপ্রাণ হরণ করিয়াছ। আমার ধনে কি প্রয়োজন? যখন তোমার ন্যায় অমূল্যধন প্রাপ্ত হইয়াছি তখন অন্যধনে আমাকে কি সুখী করিতে পারিবে? যদি দরিদ্রের হস্তে অমূল্য ধন নিপতিত হয়, সে কি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে? আমি যতদিন জীবিত থাকিব, কদাচ তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। যখন বিধাতা সৌভাগ্যবশে তোমাকে মিলাইয়া দিয়াছেন, তখন দিবানিশি যতনে হৃদয়-সিংহাসনে রাখিব। নয়ন নিরন্তর প্রহরী হইয়া অনিমেষলোচনে তোমার বদন-সুধার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে। তোমাকে লইয়া মনের সাধ পূরাইব। যখন তোমার পতি আমার নিকট আসিয়া তোমাকে প্রার্থনা করিবেন, তখন আমি সবলে তাঁহাকে দূরীকৃত করিয়া

দিব। তুমি স্বচক্ষেই দেখিতে পাইবে, আমি তাঁহার কিরূপ দুর্দ্দশা করি ?"

এদিকে রজনী প্রভাতা হইলে পণ্ডিতবর আবুনস্ প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক মালিকের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। মালিক দূর হইতে তাঁহাকে দেখিবামাত্র প্রত্যুদ্গমন করিয়া যথাবিধি অভ্যর্থনা পূর্ব্বক প্রিয়সম্ভাষণে প্রীত করিলেন। কহিলেন, "বিজ্ঞবর! আমি আপনার নিকট চিরবাধিত ও চিরকৃতজ্ঞ থাকিলাম। আপনি কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক অমূল্য রমণীরত্ন প্রদান করিয়াছেন। যতদিন ধরাধামে এ দেহভার বহন করিব, ততদিন সর্ব্বত্র মুক্তকণ্ঠে আপনার সুযশ কীর্ত্তন করিব।"

পণ্ডিত কহিলেন, "যুবক! আমি তোমার প্রতি চিরদিনই পরম পরিতুষ্ট আছি। তুমি সুশীল, বিচক্ষণ ও ধীরপ্রকৃতি। এখন আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি রমণীর দিকে পশ্চাৎ করিয়া 'আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম' তিনবার এই বাক্য উচ্চারণ কর।"

কুমার পণ্ডিতের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যথিতহৃদয়ে কহিলেন, "মহাশয়! আপনি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া আমার অন্তরে দারুণ মর্ম্মাঘাত করিবেন না। আপনার ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিলে মনস্তাপে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। যে ব্যক্তি বিবাহ করিয়া স্বীয় পত্নীকে পুনরায় পরিত্যাগ করে, তাহাকে ঘোর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে হয় এবং ইহলোকেও তাহার অপযশের পরিসীমা থাকে না। যে ব্যক্তি বিবাহিতা রমণীকে পরিত্যাগ করে, তাহার ন্যায় কলঙ্কী জগতীতলে আর কেহই নাই। সকলেই তাহাকে নিন্দা করে, সকলেই ঘৃণা করে, সকলেই অবমাননা করিয়া থাকে। সে জনসমাজে মনুষ্য নামের যোগ্যপাত্র নহে। অতএব আপনি বিজ্ঞ হইয়া আমাকে পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে অনুরোধ করিবেন না। আমি যখন বিধি অনুসারে বিবাহ করিয়াছি, তখন প্রাণান্তে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইব না। যখন বিবাহ করিয়াছি, তখন যতদিন জীবিত থাকিব, রমণীকে হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিব।"

পণ্ডিত কুমারের বাক্যে ক্ষণকাল স্তম্ভিতের ন্যায় অবস্থান পূর্ব্বক কহিলেন, "সদাশয়! তুমি কি আমার সহিত পরিহাস করিতেছ?"

মালিক কহিলেন, "বিজ্ঞবর! আপনার সহিত ভ্রমেও কখনও পরিহাস করি না। আমি আপনাকে চিরদিনই সম্মাননা করিয়া থাকি। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যখন মনোমত রমণী লাভ করিয়াছি, তখন প্রাণান্তে ইহাকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইব না। আমি যতদিন জীবিত থাকিব, পরম যত্নে ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিব। আরও দেখুন, আপনি বৃদ্ধ, সুন্দরী যুবতী। আমার বিবেচনায় আমিই এই নারীর প্রণয়ের উপযুক্ত পাত্র। আপনি আর বৃথা চিন্তা বা আকিঞ্চন করিবেন না।"

কুমারের বাক্য শ্রবণ করিয়া সুধীবরের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি মনে মনে বিলাপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হা বিধাতঃ! কেন আমাকে অকূলসাগরে নিক্ষিপ্ত করিলে? আমি এই যুবককে আমার আজ্ঞাবহ জ্ঞানে ইহারই হস্তে রমণীকে সমর্পণ করিলাম, কিন্তু এই যুবকই আমার আশাতরী অতলজলে নিমগ্ন করিল। এখন কি করি? প্রিয়তমার শোকে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি যেন চারিদিক শূন্যময় দর্শন করি-তেছি। হা বিধি! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল?"

পণ্ডিত বহুক্ষণ নীরবে মনে মনে নানাবিধরূপ বিলাপ করিয়া মালিকের পদযুগল ধারণ করত কহিলেন, "সদাশয়! আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন কর, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন। তুমি আজীবন সুখে থাক, আমি কায়-মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট তাহাই প্রার্থনা করি। আমাকে আর দুঃসহ যন্ত্রণায় দগ্ধীভূত করিও না। কৃপা করিয়া আমার পত্নীকে প্রত্যর্পণ কর।"

পণ্ডিত এইরূপে মিনতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল দর্শিল না। কিছুতেই যুবকের অন্তর বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, একবার পত্নীকে অনুরোধ করিয়া দেখা যাউক। আমার সহধর্ম্মিণী বিনয় করিয়া যুবককে অনুরোধ করিলে যুবক অবশ্য তাহার অনুরোধ প্রতিপালন করিবে। মনে মনে এইরূপ যুক্তি অবধারণ করিয়া সহধর্ম্মিণীর সমীপবর্ত্তী হইলেন। মৃদুমধুরবচনে কহিলেন, "জীবিতেশ্বরি! তোমাকে যাহা বলিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। আমি তোমাকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসি, তুমিও আমাকে এক মুহূর্ত্ত না দেখিলে উৎকণ্ঠিত হও। আমি সকলই অবগত আছি। তুমিও

আমার মন জান। ক্রোধরিপুর বশবর্ত্তী হইয়াই আমি তোমার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলাম। আমার সে সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর। আমি যুবককে অনেক মিনতি ও অনুরোধ করিলাম, কিন্তু যুবক কিছুতেই তোমাকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইল না। যুবক আমার সম্মান রক্ষা করিল না, সে আমার আশাতরী জলমগ্ন করিতে অভিলাষী। তুমি তাহাকে মিনতি করিয়া অনুরোধ কর। তাহার মন ফিরাইতে তুমি যত্নবতী হও। যাহাতে তোমাকে পরিত্যাগ করে, পুনরায় তুমি যাহাতে আমার অঙ্কলক্ষ্মী হও, তাহা করিয়া আমাকে চিরসুখী কর।"

মায়াবিনী পণ্ডিতরমণী পতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ছলনা প্রকাশ পূর্ব্বক কহিল, "জীবিতেশ্বর! এই যুবকের ন্যায় নির্দ্দয় নিষ্ঠুর আর জগতে নাই। আমি যতই যত্ন করি, যতই অনুরোধ করি, কিছুতেই কোনরূপ ফলের প্রত্যাশা নাই। এ ব্যক্তি আমাকে কোনরূপেই পরিত্যাগ করিবে না। হায়! বিধাতা আমার প্রতি বাম, আর যে আমি তোমার ক্রোড়লক্ষ্মী হইয়া চিরসুখী হইব, সে আশা নাই। আমার জীবনে ধিক্! এ অবস্থায় আমার মরণই মঙ্গল।"

রমণীর ছলনাবাক্য পণ্ডিতের হৃদয়ঙ্গম হইল না। তিনি সরল-হৃদয়, তাঁহার সরলহৃদয় পত্নীর কথাতেই বিশ্বাস করিল। তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, রমণী তাঁহাকে যথার্থই অন্তরের সহিত ভালবাসে, যথার্থই তাঁহার বিরহে সে কাতরা হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। তখন পণ্ডিত পুনরায় মানিকের সমীপবর্ত্তী হইয়া সানুনয়ে কহিলেন, "যুবক! আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন কর, আমার প্রতি নির্দ্দয়—নিষ্ঠুর হওয়া তোমার ন্যায় সুশীলের সমুচিত নহে। দেখ, আমি তোমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছি। এখন আত্মবিস্মৃত হইও না।"

পণ্ডিত কতপ্রকার মিনতি করিলেন, কিছুতেই যুবককে বিচলিত করিতে পারিলেন না। অগত্যা কাজীর নিকট গমন পূর্ব্বক যুবকের নামে অভিযোগ করিলেন।

পণ্ডিতের অভিযোগে কাজী হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন, "পণ্ডিতবর! বিধি অনুসারে ও বিচারানুসারেই যুবকের কথে

তোমার পত্নীকে সমর্পণ করা হইয়াছে। এখন যদি সে যুবক পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে তুমি কিছুতেই আর পত্নীলাভ করিতে পারিবে না। যুবক বিধি অনুসারে বিবাহ করিয়াছে, এখন সে কি প্রকারে স্বীয় পত্নীকে পরিত্যাগ করিবে?"

কাজীর বিচারে পণ্ডিতের অন্তর নিরাশাসাগরে ডুবিয়া পড়িল। তিনি উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। ক্রমে দুশ্চিন্তায়—রমণীর বিরহে উৎকট রোগে অভিভূত হইয়া পড়িলেন বোগদাদ নগরীতে যে যে চিকিৎসক ছিলেন, সকলেই প্রাণপণে যত্ন করিলেন, কেহই রোগ দূর করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্রমে আসন্নকাল সমীপবর্ত্তী হইলে পণ্ডিত মালিক নাজীরকে নিকটে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। কুমার সমাগত হইলে পণ্ডিত ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে কহিলেন, "যুবক! আমি তোমার সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করিলাম। তোমার প্রতি আর আমার কিছুমাত্র কোপ নাই। বিধিলিপি কেহই খণ্ডন করিতে পারে না। ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিহত করে, কাহার সাধ্য? যুবক! মনে করিয়া দেখ, আমি যৎকালে তোমাকে সমভিব্যাহারে করিয়া মক্কামন্দিরে সমুপস্থিত হই, যখন প্রভুর নিকট ভক্তিভরে স্তোত্রপাঠ করি, তখন তোমারই মঙ্গল কামনা করিয়াছিলাম।"

মালিক নাজীর কহিলেন, "মহাশয়! যাহা বলিতেছেন সত্য, মক্কামন্দিরে আপনি স্তোত্রপাঠ করিয়াছিলেন এবং আমার জন্য মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তৎকালে আপনার মুখোচ্চারিত বাক্যের একটী বর্ণও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। আপনি যখন আমার মঙ্গলকামনা করিয়া আমাকে বলিলেন, তখন আমি আপনার বাক্যের অর্থ বুঝিতে না পারিয়াও সিদ্ধ হউক বলিয়া স্বস্তিবাচন করিয়াছিলাম।"

আবুনস্ কহিলেন, "যুবক! আমি তৎকালে জগদীশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলাম যে, 'হে জগৎকারণ! হে নিত্যনিরঞ্জন! হে পরাৎপর পরমেশ্বর! তোমার ইচ্ছাতেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে। তোমার মহিমা সর্ব্বত্রই প্রচারিত আছে। তোমার অনুগ্রহেই মানবগণের মনোরথ সিদ্ধ হইয়া থাকে। তুমি নিরন্তর ভক্তগণের বশীভূত।

আমি প্রার্থনা করি, আমার যে কিছু বিভবাদি আছে, তৎসমস্তই যেন একদিন যে কোন সময়ে হউক, এই যুবার অধিকৃত হয়।' যুবক! আমি এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলাম বটে. কিন্তু আমি তোমার জন্য অন্তরের সহিত ওরূপ প্রার্থনা করি নাই। আমার মনের ভাব তখন বিভিন্ন ছিল। যাহা হউক, আমার সেই প্রার্থনা ফলবতী হইয়াছে। আমার যাবতীয় ঐশ্বর্য্য, অধিক কি, পত্নী পর্য্যন্ত তোমার হস্তগত হইল। এখন এই আকিঞ্চন যে, আমার লোকান্তর গমনের পর আমার অন্য অন্য যে সমস্ত সম্পত্তি আছে, তাহাও তুমি গ্রহণ করিও।" এই বলিয়া পণ্ডিত যুবককে আপনার সমস্ত সম্পত্তির দানপত্র লিখিয়া দিলেন। এই ঘটনার তিনদিন পরেই সুধীবর কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

তখন মালিক নাজীর রমণী লইয়া পণ্ডিতের গৃহে পরমসুখে দিনযামিনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। আর তাঁহাকে দরজীর কার্য্যে কষ্টভোগ করিতে হইল না। তিনি সম্ভ্রান্ত লোকের ন্যায় বহু দাসদাসীতে পরিবেষ্টিত হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এতদিনে তাঁহার মনের উদ্বেগ দূর হইল, তাঁহার হৃদয় প্রকৃত আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। নগরবাসী বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত তাঁহার মিত্রতা সংস্থাপন হইল। তিনি ক্রমশঃ আমোদ-প্রমোদে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। নিত্য নিত্য বাটীতে মহোৎসব চলিতে লাগিল, নিত্য নিত্য বন্ধুগণ আগমন করিতে লাগিলেন; ফলতঃ সুন্দরী রমণীকে পাইয়া মালিক যেন একেবারে প্রেমোন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

সুখ-দুঃখ জগতে অহর্নিশি চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে। ক্রমে মালিকের সুখসূর্য্য অস্তগত হইল। একদা তিনি বাটী হইতে বয়স্যগণের সহিত আমোদ-প্রমোদার্থ স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন, বাটী নিস্তব্ধ!—ভীষণ নিস্তব্ধ! জনমানবের চিহ্ন নাই। দ্বার রুদ্ধ। তদ্দর্শনে তাঁহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না! সকলে নিদ্রিত আছে মনে করিয়া ঘন ঘন দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিলেন। কে উত্তর দিবে? অবশেষে কুমার দ্বার ভগ্ন করিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন, পুরী অন্ধকার। গৃহ শূন্যময়! পত্নীর গৃহে প্রবেশ

য়া দেখিলেন, গৃহে দ্রব্যাদির চিহ্নমাত্রও নাই, সমস্তই অপসারিত য়াছে। তদ্দর্শনে তাঁহার শিরে যেন বজ্রপতন হইল। তখন তিনি পত্নীর ক্রিয়া সকলই বুঝিতে পারিলেন।

কুমার পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া উন্মত্তের ন্যায় প্রতিবাসী-গের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার পত্নী বা দাসদাসীগণ কোথায়, কেহ যদি পরিজ্ঞাত থাকে, বলিয়া আমার চিত্তবেগ নিবারণ কর।—কেহই কিছু উত্তর দিতে পারিল না। ক্রমে এই সমস্ত ঘটনা কাজীর কর্ণগোচর হইল। তিনি বিবেচনা করিলেন, এই যুবক স্বীয় রমণীকে ও দাসদাসীগণকে নিহত করিয়া আপনাকে নির্দ্দোষী করিবার জন্য এই প্রকার ছলনা করিতেছে; অতএব ইহাকে ইহার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বিবেচনা করিয়া কুমারকে ধৃত করত কারাগারে নিঃক্ষেপ করিলেন। বিষাদের উপর আরও বিষাদ। বিপদ যখন উপস্থিত হয়, তখন চারিদিক হইতে নানা প্রকার বিঘ্ন সমুপস্থিত হইয়া বিপদের অনুসরণ করে। মালিক নাজীর অন্যান্য যে কিছু সম্পত্তি ছিল, সমস্ত বিক্রয় করিয়া কোনরূপে কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিলেন।

আবার নিঃসম্বল, আবার কুমার পথের ভিখারী। এখন উপায় কি? বেলার অন্নের সংস্থানও নাই। অগত্যা পুনরায় পূর্ব্ব দরজীর দোকানে র্বের ন্যায় সূচিব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই প্রকারে কিয়দ্দিন বিগত হইলে একদা কুমার আপনার কার্য্যে নিবেশ পূর্ব্বক দোকানে উপবেশন করিয়া আছেন, ইত্যবসরে একটী তথায় আসিয়া সমুপস্থিত হইল। মালিককে দর্শন করিবামাত্র সে ...ম সানন্দে বলিয়া উঠিল, "আপনিই কি আমা-...ীর?"

... হইবামাত্র মালিক সেই পথিকের প্রতি নেত্র-...ন, সে ব্যক্তি আর কেহ নহে, পিতার আদেশে দরজীর নিকট কার্য্যশিক্ষা করিতেন, এই ব্যক্তিই দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাহাকে আলিঙ্গন কহিল, "রাজকুমার! আমি আপনার আলিঙ্গনের

উপযুক্ত পাত্র নহি, আমি সামান্য ব্যক্তি, আপনাতে আমাতে অ
প্রভেদ। আপনার সুখসূর্য্য সমুদিত হইয়াছে। আর আপনাকে এরূ
দুরবস্থায় কালাতিপাত করিতে হইবে না। আপনার অগ্রজ কালকবলে
নিপতিত হইয়াছেন। তাঁহার লোকান্তর গমনে মিসররাজ্য বিশৃঙ্খলপ্রা
হইয়া উঠিয়াছে। রাজ্যের প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা আপনাদি
বংশের কোন ব্যক্তিকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার বাসনা করিয়াছিলেন।
আমি সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, 'প্রজাগণ ও সভ্যগণ! আমার
নিবেদন শ্রবণ করুন। বিধি অনুসারে যাহার অধিকার, তাহাকেই রাজ-
সিংহাসন প্রদান করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রানুসারে ও ন্যায়মতে মানিক নাজীরই
রাজ্যাধিকারী। তিনি যে কি জন্য স্বরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ছদ্মবেশে
পলায়ন করিয়াছেন, আপনারা সকলেই তাহা পরিজ্ঞাত আছেন। অগ্রজের
ভয়েই তিনি স্বদেশের মায়া বিসর্জ্জন দিয়াছেন। তিনি ছদ্মবেশ ধারণ
পূর্ব্বক কতিপয় তীর্থযাত্রী সমভিব্যাহারে মক্কানগরে গমন করিয়াছেন।
এখন কোথায় আছেন, তাহা নিশ্চয় জানি না বটে, কিন্তু তিনি যে ইহসংসারে
কুশলে জীবিত আছেন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই! আপনাদের যদি
অনুমতি হয়, তাহা হইলে আমাকে দুইবর্ষ সময় প্রদান করুন, আমি নগ
নগরে ভ্রমণ করিয়া যেরূপে পারি, তাঁহার অনুসন্ধান করিব। আমি য
প্রত্যাগত না হই, তদবধি মন্ত্রীর করে রাজ্যভার সমর্পিত থাকুক।
একান্তপক্ষে কুমারের অনুসন্ধান না হয়, তাহা হইলে তৎপরে আ
যেরূপ অভিরুচি করিবেন।' যুবরাজ! আমি আপনার পক্ষ হইয়া এ
বলিলে সকলেই সানন্দে অনুমোদন করিলেন এবং আমাকে অ
অনুসন্ধানে প্রেরণ করিয়াছেন। এক বৎসর
দেশে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে আপনার অন্বেষ
কত প্রান্তর এবং কত কত দুর্গম অরণ্যমধ্যে
শ্বাপদকুলের করালগ্রাস হইতে পরিত্রাণ লাভ
করিলে এখনও রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়। অবশে
স্থানে আপনার দর্শন লাভ করিলাম। রাজকুমার
সহিত স্বীয় রাজধানীতে প্রতিগমন করুন। আপ

শূন্য রহিয়াছে। সকলেই আপনার আশাপথ প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন। আপনার দর্শনে সকলেই আনন্দনীরে নিমগ্ন হইবেন।”

দরজীপ্রমুখাৎ এই সব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মালিক নাজীরের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। এতদিনে তাঁহার অন্তরের দুঃখরাশি বিদূরিত হইল। তিনি অবিলম্বে দরজী সমভিব্যাহারে শুভক্ষণে রাজধানী অভিমুখে শুভযাত্রা করিলেন।

মালিক রাজধানীতে সমুপস্থিত হইলে প্রজাবর্গ ও মন্ত্রীমণ্ডলীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। পূর্ব্বে যাঁহারা তাঁহার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাঁহার অগ্রজের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারাও মালিকের অনুকূলে দণ্ডায়মান হইলেন। শুভক্ষণে মালিক রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। নগরী উৎসবে পরিপূর্ণ হইল। মালিক পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকার সুব্যবস্থা করিয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। দরজীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করিলেন না। তিনি দরজীকে নিকটে আহ্বান করিয়া মধুরসম্ভাষণে কহিলেন, “আমি তোমাকে পিতা অপেক্ষাও অধিক সম্মাননীয় জ্ঞান করি। মিসরনাথ আমার জন্মদাতা বটে, কিন্তু তুমি আমার বিপদে পরিত্রাণকর্ত্তা। আমার ঐশ্বর্য্য লাভের মূলই তুমি। তোমার যত্নেই আমি পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হইলাম। আমার বাসনা, তোমাকে অমাত্যপদে প্রতিষ্ঠিত করি। তুমি ঐ পদ গ্রহণ করিয়া আমার বাসনা পরিপূর্ণ কর।”

দরজী কুমারের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, “যুবরাজ! আপনার সততা সন্দর্শনে ও আপনার মধুময়ী বাণী শ্রবণে আমি যার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু আপনি আমাকে যে পদ প্রদানে সঙ্কল্প করিয়াছেন, আমি কোন রূপেই সে পদের যোগ্যপাত্র নহি। আমার উজীরত্ব করিবার শক্তি কোথায়? হীনবংশে আমার জন্ম, বিশেষ আমি মূর্খ। মন্ত্রীত্বে আমার কিছুমাত্র দক্ষতা নাই। আমি মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে যদি কোন সময়ে রাজ্যে কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত হয়, প্রজাগণ আমাকে অভিসম্পাত করিবে। সকলেই বলিবে, মন্ত্রীর পরামর্শেই এই দুর্ঘটনা ঘটিল; সুতরাং আমাকে অভিশাপের ভাগী ও অপবাদের ভাগী হইতে হইবে। আমি উচ্চপদ অভিলাষ

করি না। যদি আমার প্রতি আপনার করুণাসঞ্চার হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই অনুমতি করুন্, রাজসরকারে যে কোন বসনাদি প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন হইবে, তৎসমস্তই যেন আমার দোকানে প্রেরিত হয়। তাহা হইলেই আমরে যাবতীয় মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে। যুবরাজ! যে, যে ব্যবসায় বিদিত আছে, তাহাকে সেই সেই কর্ম্মেই নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা মন্ত্রীত্বে সুদক্ষ, তাঁহারাই অমাত্যপদের উপযুক্ত। আমি সূচিব্যবসায়ী, দরজীর কার্য্যেই আমার বিলক্ষণ নিপুণতা আছে।"

দরজীর সুবুদ্ধি দর্শনে মালিক যার পর নাই আনন্দিত ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহাকে প্রচুর অর্থ পুরস্কার প্রদান করিলেন এবং রাজসরকারে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যখন যে কোন পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত করিবার আবশ্যক হইবে, এই দরজীর দোকানে যেন প্রেরিত হয়, নতুবা অন্যত্র দিলে যথাযথ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ আদেশ দিয়া মধুরবচনে দরজীকে বিদায় প্রদান করিলেন।

একদা কাজী যুবরাজের নিকট সমুপস্থিত হইয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন, "ধর্ম্মাবতার! একটী খ্রীষ্টান সওদাগরকে হত্যা করা অপরাধে তিন জন অপরাধী ধৃত হয়; তন্মধ্যে দুই জন স্ব স্ব দোষ স্বীকার করিয়াছে; কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি বলিতেছে, 'আমি হত্যাপরাধে অপরাধী নই, আমি হত্যা-সম্বন্ধে কোন দোষই করি নাই, কিন্তু আমি যেরূপ পাপিষ্ঠ, তাহাতে আমাকে নিহত করাই কর্ত্তব্য; অতএব এই অপরাধীদ্বয়ের সহিত আমারও জীবন-দণ্ড করুন্।' ধর্ম্মাবতার! আমি তাহার বাক্যের মর্ম্ম বোধ করিতে না পারিয়া আপনার নিকট নিবেদন করিতে আসিয়াছি।"

মালিক নাজীর কহিলেন, "সেই অপরাধীকে শীঘ্র আমার নিকট আনয়ন কর। আমি স্বয়ং তাহার বিচারের ভার গ্রহণ করিলাম।" আদেশ মাত্র ঘাতুকসমভিব্যাহারে সেই অপরাধী রাজসমীপে আনীত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র যুবরাজের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তিনি দেখিবামাত্র তাহাকে চিনিতে পারিলেন। তিনি যৎকালে বোগদাদনগরে আবুনস পণ্ডিতের রমণীর সহিত অবস্থান করেন, তৎকালে তাঁহার নিকট যে সকল ভৃত্য ছিল, এই ব্যক্তি তাহাদিগের মধ্যেই একজন। যুবরাজ চিনিতে

পারিয়াও আত্মভাব গোপন করিলেন। সক্রোধে কহিলেন, "নরাধম! তুই নরহত্যা করিয়াছিস্, ইহার উপযুক্ত দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে।"

বন্দী যুবরাজের আদেশ শ্রবণ করিয়া করযোড়ে কহিল, "ধর্ম্মাবতার! আমি নির্দ্দোষী, আমি নরহত্যা করি নাই, কিন্তু আমার ন্যায় পাপাত্মাকে নিহত করাই কর্ত্তব্য।"

যুবরাজ বন্দীর এই বিস্ময়জনক বাক্য শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি তুই দোষী না হইবি, তবে নিজের মৃত্যুকামনা করিতেছিস্ কেন?"

তখন ভৃত্য বিনয়গর্ভবচনে করপুটে নিবেদন করিল, "যুবরাজ! আমি নির্দ্দোষী হইয়াও কি জন্য নিজের মৃত্যুকামনা করিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন্। আমি বোগদাদনগরীতে জন্মগ্রহণ করি, বোগদাদেই আমার বাস। একটী যুবক বোগদাদে সূচিজীবীর কার্য্য করিতেন। কালসহকারে জনৈক পণ্ডিতের প্রিয়তমা রমণীর সহিত সেই যুবকের প্রণয়সঞ্চার হয়। তখন যুবক দরজীর ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া পরমসুখে রমণীসহ বিহার করেন। আমি সেই যুবকেরই একজন প্রিয় কিঙ্কর। একদিন সেই সুন্দরী আমাকে বিরলে আহ্বান পূর্ব্বক আমার করধারণ করিয়া কহিল, 'প্রিয়তম! তোমার রূপে আমার মন বিমোহিত হইয়াছে। আমার বাসনা, দিবানিশি তোমাধনে নয়নে নয়নে নিরীক্ষণ করি। তুমি যদি আমাকে লইয়া পলায়ন কর, তাহা হইলে চিরদিন পরমসুখে বাস করিতে পারিবে। আমার এই যে সমস্ত ঐশ্বর্য্য দেখিতেছে, এ সমস্তই তোমার অধিকারে আসিবে।' যুবরাজ! রমণীর বাক্যে আমি হতজ্ঞানপ্রায় হইলাম। সবিনয়ে কহিলাম, 'আপনি প্রভুপত্নী, আমি কিঙ্কর। আমি কিঙ্কর হইয়া আপনার এরূপ অভিলাষ কিরূপে পরিপূর্ণ করিব? আমি প্রভুর নিকট কৃতঘ্ন হইয়া ঘোর নরকে নিমগ্ন হইতে পারিব না।' সুন্দরী আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক নানাবিধ প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগিল। দুশ্চারিণী নানাবিধ হাব ভাব ও বিলাসভঙ্গীতে আমার দিকে কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। ক্রমে আমি তাহার দুশ্ছেদ্য প্রেমজালে বন্দী হইয়া পড়িলাম। আমার জ্ঞান বিলুপ্ত হইল, মন পাপপথে পদার্পণ করিল। দুইজনে কিরূপে পলায়ন করিব, কিরূপে প্রভুর সর্ব্বনাশ হইবে, তখন এই চিন্তাই আমাদিগের

উভয়ের মনে বলবতী। একদা প্রভু আমোদ-প্রমোদের নিমন্ত্রণে কোন বন্ধুর বাটীতে গমন করিলে আমরা উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। সুন্দরী নানাবিধ দ্রব্যাদি ক্রয়ের ছলে দাস-দাসীগণকে দূর দূর স্থানে প্রেরণ করিল। সকলে বিদায় হইলে আমরা যাবতীয় বহুমূল্য রত্নাদি গ্রহণ পূর্ব্বক নিশিযোগে সংগোপনে পলায়ন করিলাম। আমরা সমস্ত নিশা পথে পথে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরদিন বেলা আট-টার সময় বসোরা নগরীতে উপনীত হইলাম। একে নারীজাতি, তাহাতে সমস্তরাত্রি পর্য্যটন, রমণী অত্যন্ত ক্লান্তা হওয়াতে দুইজনে বিশ্রামলাভার্থ একটী সরসীকূলে উপবেশন করিলাম। দেখিলাম, সরসীর অপরপারে একটী সুরম্য রাজপ্রাসাদ বিরাজমান রহিয়াছে। আমরা সরোবরের বিমল সলিলে মুখ প্রক্ষালনাদি করিয়া তীরভূমে উপবেশন পূর্ব্বক বিশ্রাম লাভ করিতেছি, ইত্যবসরে একটী পরমসুন্দর যুবা তথায় সমুপস্থিত হইলেন। সঙ্গে দুই জন ভৃত্য। ভৃত্যদ্বয়ের স্কন্ধে মৎস্য ধরিবার জাল বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা তাহাদিগের দৃষ্টিপথে না পড়ি, এই জন্য তৎক্ষণাৎ তথা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পলায়নের উপক্রম করিলাম, কিন্তু আমাদেগের সে আশা বিফল হইয়া গেল। রমণী সহসা সেই যুবকের নেত্রপথে নিপতিত হইল। রমণীর কটাক্ষপাতেই যুবকের মন বিমোহিত হইয়া গেল। তিনি ধীরে ধীরে আমা-দিগের সমীপবর্ত্তী হইয়া রমণীকে নমস্কার করিলে রমণীও প্রতি-নমস্কার করিল। উভয়েই উভয়ের রূপে বিমোহিত হইলেন। তখন যুবক যুবতীকে আপন আলয়ে লইয়া যাইবার বাসনা করিলেন। যুবক আপনার পরিচয় প্রদান করত সুন্দরীকে মধুরবচনে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'সুন্দরি! আমার নাম গায়েসউদ্দীন। আমি বসোরাধীশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁহার সন্তানসন্ততি নাই, একমাত্র আমিই তাঁহার উত্তরাধিকারী। আমার অভিলাষ, তোমাকে আমার আলয়ে লইয়া যাই।" যুবকের মিষ্টবচনে যুবতীর মন বিমোহিত হইল। সে তাঁহার সহিত গমনে সম্মতি প্রদান করিলে যুবকও রমণীকে লইয়া সানন্দে স্বীয়-প্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের তৎকালীন ভাব সন্দর্শন করিয়া ভাবী বিপদাশঙ্কায় আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

অগত্যা আমিও তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তী হইলাম। যুবক যুবতীকে লইয়া সানন্দহৃদয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; একটী সুরম্য প্রকোষ্ঠে একখানি রত্নময় আসনে উভয়ে উপবেশন করিয়া নানাবিধ প্রেমালাপ করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ একজন দাসী তথায় উপস্থিত হইয়া আহারীয় প্রস্তুতের সংবাদ প্রদান করিবে। তখন যুবা যুবতীর কর ধারণ পূর্ব্বক একটী মনোহর ভোজনাগারে প্রবেশ করিলেন। আমিও তাঁহাদিগের অনুসরণ করিলাম। ভোজনের পারিপাট্য দর্শনে ও ভোজনাগারের শোভাসমৃদ্ধি নিরীক্ষণ করিয়া আমার অন্তর বিস্ময়ে অভিভূত হইল। স্বর্ণপাত্রে চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্ব্বিধ খাদ্যই শোভা পাইতেছে। নানাবিধ ফল, নানাবিধ পুষ্প, মনোহর উপাদেয় বিবিধপ্রকার সুরা, গোলাপবারি প্রভৃতি দ্রব্যের পরিসীমা নাই। নানাবিধ আলোকে ঘরটী আলোকময়। একটী সুরম্য শয্যা বিস্তৃত রহিয়াছে, উহা বিবিধপ্রকার রত্নরাজিতে খচিত। রত্নময় আসন সকল স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। ভিত্তিতে নানাদেশীয় নরপতিগণের বিচিত্র চিত্রপট বিরাজিত। যুবকযুবতী সেই গৃহে রত্নাসনে উপবেশন করিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুসংখ্যক দাসদাসী নিকটে দণ্ডায়মান রহিল। তাঁহারা আহার করিতেছেন, ইত্যবসরে একজন কিঙ্কর তথায় সমাগত হইয়া তাঁহাদিগকে মনোহর সুরসপূর্ণ সুরা প্রদান করিল; আমার হস্তেও এক পাত্র মদিরা দিল। আমি সানন্দহৃদয়ে পান করিলাম। কিঙ্কর কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় আর একপাত্র মদিরা আনিয়া আমাকে প্রদান করিল, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা উদরসাৎ করিলাম। আমার বোধ হইল, সেই মদিরার সহিত কোনপ্রকার চূর্ণদ্রব্য মিশ্রিত ছিল, কারণ উহা পান করিবামাত্র আমি হতচেতন হইয়া ধরাশায়ী হইলাম। তৎপরে যে কি কি ঘটনা হইল, আমি তাহার কিছুমাত্র অবগত নহি। পরদিন যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন বেলা দশটা। চক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক চারিদিকে নেত্রপাত করিবামাত্র আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম। দেখিলাম, আমি সেই সরোবরতীরে শয়ান রহিয়াছি। তখন মনে মনে চিন্তা করিলাম, মদিরা পানে অজ্ঞান হইয়াছিলাম, যুবকের ভৃত্যগণ পরিহাস করিয়া আমাকে এই স্থানে রাখিয়া গিয়াছে। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক

প্রাসাদাভিমুখে প্রস্থান করিলাম। অবিলম্বে দ্বারদেশে সমুপস্থিত হইয়া দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিলাম, কেহই উত্তর প্রদান করিল না, অবশেষে উচ্চৈঃস্বরে কিঙ্করগণকে আহ্বান করিতে লাগিলাম। বহুক্ষণের পর একটী কিঙ্কর আসিয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিল ও জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে? কি জন্য এখানে সমুপস্থিত হইয়াছ?' আমি উত্তর করিলাম, 'আমি বিদেশিনী রমণীর অন্বেষণে আসিয়াছি, তিনি কল্য এই বাটীতে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন।' আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া ভৃত্য ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল। আমার প্রতি কটূক্তি বর্ষণ পূর্ব্বক কহিল, 'এ বাটীতে কোন বিদেশিনী নারী আইসেন নাই।' এই বলিয়া ভৃত্য পুনরায় দ্বার রুদ্ধ করত বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়া ক্ষণকাল মৌনভাবে অবস্থিতি করিলাম। অবশেষে পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে ভৃত্যকে আহ্বান করিলাম। পুনরায় সেই ভৃত্যই সবেগে উপস্থিত হইল। কহিল, 'এখানে তোমার কি প্রয়োজন? কেন তুমি পুনঃপুনঃ বিরক্ত করিতেছ?' আমি সবিনয়ে কহিলাম, 'ভাই! আমাকে কি চিনিতে পারিতেছ না? আমি কল্য সেই বিদেশিনীর সহিত তোমাদিগের আশ্রয়ে আগমন করিয়াছিলাম।' ভৃত্য আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে আরক্তলোচনে প্রত্যুত্তর করিল, 'কল্য এ বাটীতে কোন বিদেশিনীরই আগমন হয় নাই। তুমি অবিলম্বে এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। যদি পুনরায় দ্বারদেশে করাঘাত কর অথবা চীৎকারে সকলকে বিরক্ত কর, তাহা হইলে এখনই তাহার উপযুক্ত শাস্তি প্রাপ্ত হইবে।' কিঙ্কর এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বের ন্যায় দ্বাররুদ্ধ করত প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন আমি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? এখনও কি আমার নিদ্রার আবেশ আছে? তবে কি আমরা কল্য এ বাটীতে আগমন করি নাই? আমার কি ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে?—কৈ না, ভ্রম ত কিছুতেই বোধ হয় না। আমি ত জাগরিত, এই বাটীতেই ত কল্য যুবতী আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে? ব্যাপার কি? যুবকের ভৃত্যেরা কি আমার সহিত পরিহাস করিতেছে? মনে মনে এইরূপ অনেক প্রকার আন্দোলন করিয়া পুনরায় দ্বারদেশে করাঘাত করিতে লাগিলাম, পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে ভৃত্যগণকে আহ্বান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সহসা গম্ভীররবে দ্বারদেশ সমুদ্ঘাটিত হইল। এবার আর সে ভৃত্য একাকী নহে, সঙ্গে প্রবলকায় আর চারিজন মহাবল কিঙ্কর। তাহারা উপস্থিত হইয়াই আমাকে ঘন ঘন বেত্রাঘাত করিতে আরম্ভ করিল। আমি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম। দেহ হইতে অনর্গল শোণিতধারা পড়িতে লাগিল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জর্জ্জরিত হইয়া পড়িল। দারুণ প্রহারে হতসংজ্ঞা হইয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা-লাভ হইতে দেখিলাম, প্রাসাদের অনতিদূরে তৃণোপরি পতিত রহিয়াছি, নিকটে কেহই নাই। তখন ধীরে ধীরে অতিকষ্টে গাত্রোত্থান করিলাম। বিষাদে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। গত দিবসের যাবতীয় ঘটনাই স্মৃতিপটে সমুদিত হইল। কামিনীকে লইয়া পলায়ন, সরোবরতটে বিশ্রাম, যুবকের সহিত সাক্ষাৎ, তাঁহার আলয়ে গমন, আতিথ্য গ্রহণ, মদিরাপান, সরোবরে তীরে আমার শয়ন, কিঙ্করগণ কর্ত্তৃক প্রহার, একে একে সকল কথাই হৃদয়ে সমুদিত হইয়া মর্ম্মে মর্ম্মে বেদনা প্রদান করিতে লাগিল। তখন রমণীর ব্যভিচারিতা স্মরণ করিয়া আপনাকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলাম। প্রভুর প্রতি কৃতঘ্নতাচরণ করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া মনস্তাপানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। তখন কি করি, কোথায় যাই, কোথায় গেলে আশ্রয় পাইব, চিন্তা করিয়া পাগলের ন্যায় দেশে দেশে পর্য্যটন করিতে লাগিলাম। কল্য প্রভাতে আপনার রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছি। রাত্রি উপস্থিত হইল;—বিদেশ, রাত্রিকাল, পরিচিত লোক কেহই নাই, কোথায় যাই, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে রাজপথে অগ্রসর হইতেছি, ইত্যবসরে দেখিলাম, দুইজন বলবান্‌ দুষ্টলোক একজন নিরীহ ভদ্রকে হত্যা করিতেছে। ভদ্র লোকটী প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া মুক্তকণ্ঠে চীৎকার করিতেছেন। তাঁহার আর্ত্তনাদ শ্রবণে আমার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। আমি ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলাম। তখন হত্যাকারীরা পলায়নপরায়ণ হইল। ইত্যবসরে পুলিসপ্রহরীও তথায় সমাগত হইয়া তাহাদিগের দুইজনকে ধৃত করিল। আমি সেই স্থানে উপস্থিত ছিলাম, আমাকেও তাহাদিগের সহকারী অপরাধী জ্ঞানে বন্দী করিল। এক্ষণে আপনার সম্মুখে আমি সমুপস্থিত হইয়াছি। দণ্ডধারিন্‌! আমি হত্যাপরাধে

অপরাধী নহি, কিন্তু আমি প্রভুর সহিত যেরূপ বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করিয়াছি, তাহাতে আমার জীবনদণ্ড করাই সমুচিত।"

মালিক নাজীর ভৃত্যপ্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহার অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন। কহিলেন, "তুমি নিজমুখে আপনার অপরাধ স্বীকার করিয়াছ এবং প্রভুর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পরিশেষে তজ্জন্য মনস্তাপ করত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেও ক্ষান্ত হও নাই, অতএব তোমার যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করিলাম। সাবধান, ভবিষ্যতে তুমি ভ্রমেও আর এরূপ কুপথে পদার্পণ করিও না। ন্যায়ানুসারে সৎপথের পথিক হইয়া ধরাধামে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিও। এক্ষণ আপনার অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান কর।" মালিক এই বলিয়া তাহাকে পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক বিদায় প্রদান করিলেন। ভৃত্যও সানন্দহৃদয়ে প্রণাম করিয়া তাঁহার সুযশ কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রস্থান করিল।'

ভৃত্যপ্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যুবরাজ স্বীয় প্রিয়তমার দুশ্চরিত্রের বিষয় সবিশেষ অবগত হইলেন। তখন তৎপ্রতি তাঁহার আন্তরিক ঘৃণা ও ক্রোধ উপস্থিত হইল। তিনি পুনরায় দারপরিগ্রহে বাসনা করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ঘটকগণ দেশবিদেশে গমন করিল। নানাস্থান হইতে বহুসংখ্যক লোক আগমন করিতে লাগিল। কেহ কন্যা, কেহ ভগিনী, কেহ দৌহিত্রী, কেহ বা ভাগিনেয়ীকে যুবরাজের করে সমর্পণ করিতে বাসনা করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল। অবশেষে মিসরনাথ একটী মনোহারিণী সর্ব্বসুন্দরী সুলক্ষণা যুবতীকে মনোনীত করিলেন। শুভক্ষণে শুভলগ্নে মহাসমারোহে পরিণয় কার্য্য সমাপিত হইল। নবদম্পতী গৃহে প্রবেশ করিলে পুরবাসীগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। কুমার নববধূ সহ পরমসুখে দিনযামিনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

কালসহকারে রাণীর গর্ভসঞ্চার হইল। গর্ভধারণ করিয়া তাঁহার রূপের ছটা আরও দ্বিগুণতর সংবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। রাজার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। পরিচারিকাগণ সযত্নে রাণীর সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিল। রাণী যখন যে কোন বাসনা করিতেন, যুবরাজ তৎক্ষণাৎ অবিচলিতমনে তাহা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দশমাস দশদিন পূর্ণ

হইল। মহিষী যথাকালে একটী পরম সুন্দর কুমার প্রসব করিলেন। কুমারের অলৌকিক রূপলাবণ্যে সূতিকাগার সমুদ্ভাসিত হইয়া পড়িল। পুরবাসীগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। রাজার কুমাররত্ন ভূমিষ্ঠ হইয়াছে শ্রবণ করিয়া নানাদিগ্দেশ হইতে উদাসীন, ফকির, দীন, দুঃখী অসংখ্য অসংখ্য সমাগত হইতে লাগিল। ক্রমে নগরী জনতায় পরিপূর্ণ হইল। মালিক নাজীর সানন্দহৃদয়ে অকাতরে অর্থবিতরণ করিতে লাগিলেন। নগরী মধ্যে গৃহে গৃহে আনন্দপতাকা সমুড্ডীন হইল, সকল গৃহই উৎসবে পরিপূর্ণ। কুমার দিন দিন শশীকলার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

মালিক নাজীরের শাসনকালে প্রজাগণের সুখের পরিসীমা ছিল না। চৌর্য্য, দস্যুবৃত্তি. লম্পটতা, উৎকোচ প্রভৃতি দোষের লেশমাত্রও ছিল না। বিচারক নামমাত্র বিচারাসনে উপবিষ্ট থাকিতেন; যেস্থানে অপরাধী নাই, যে স্থানে দোষের উল্লেখ নাই, সে স্থানে বিচারকেরই বা প্রয়োজন কি? সহসা প্রজাবর্গের মধ্যে কেহ দৈবগতিকে সর্ব্বস্বান্ত হইলে—দুরবস্থাগ্রস্ত হইলে রাজা রাজভাণ্ডার হইতে তাহার দুঃখবিমোচনের উপায় করিয়া দিতেন। নরপতির এই সমস্ত সদ্‌গুণাবলীতে কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি বালক, কি বনিতা সকলেই তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিল। মিসরনাথ প্রায় সর্ব্বদাই ছদ্মবেশে রজনীযোগে নগর পরিভ্রমণ করিতেন। প্রজারা তাঁহার প্রতি অনুরক্ত কি না, সংগোপনে সেই সকল পর্য্যবেক্ষণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। রক্ষীগণ নিভৃতভাবে দূরে দূরে তাঁহার সমভিব্যাহারে থাকিত। একমাত্র প্রধান মন্ত্রী ছদ্মবেশে নরপতি সঙ্গে কথোপকথন করিতে করিতে গমন করিতেন।

একদা মালিক নাজীর ছদ্মবেশে নগরী পরিভ্রমণের জন্য বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। রক্ষীগণ পূর্ব্ববৎ অদূরে অদূরে তাঁহার সহিত চলিল। নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া একটী সঙ্কীর্ণ মার্গের মধ্যে যেমন পদার্পণ করিয়াছেন, অমনি রমণীর সুকোমল করুণ কণ্ঠস্বর তাঁহার শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি চমকিত হইয়া দণ্ডায়মান হওত চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; স্থির হইয়া শ্রবণ করত নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন যে, যে স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, তাহারই বামপার্শ্বস্থ একটী মনোহর অট্টালিকার অভ্যন্তর হইতে ঐ আর্ত্তনাদ বহির্গত হইতেছে। তখন তিনি রক্ষীগণ সমভিব্যাহারে দ্বার-

দেশে সমুপস্থিত হইয়া ঘন ঘন করাঘাত করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল-মধ্যেই একটী ভৃত্য আসিয়া দ্বারোদ্‌ঘাটন করিল। তখন মিসরনাথ সেই প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিলেন; রক্ষীগণও তাঁহার অনুগামী হইল। যে ভৃত্য দ্বার খুলিয়া দিল, সে নরপতিকে দর্শন করিবামাত্র চিনিতে পারিল; সুতরাং বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে কোন বাধাই প্রদান করিতে সমর্থ হইল না। যে ঘর হইতে রোদনধ্বনি বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে, নরনাথ ধীরে ধীরে রক্ষীগণ সহ সেই গৃহে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, একটী পরমসুন্দর সুপুরুষ একখানি আসনে সমাসীন হইয়া সমীপবর্ত্তী দুইটী ভৃত্যের প্রতি আদেশ প্রদান করিতেছেন, আর সেই ভৃত্য-দ্বয় একটী পরমসুন্দরী রমণীকে সবেগে বেত্রাঘাত করিতেছে, প্রহারের যাতনায় রমণী উচ্চৈঃস্বরে রোদম করিতেছে, সেই রোদনধ্বনিই নরপতির শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিয়াছিল। নরপতি যুবতীকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন। সে যুবতী অপর কেহই নহে, তাঁহারই পূর্ব্বভার্য্যা আবুনস্ পণ্ডিতের রমণী। তদ্দর্শনে নরপতির বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না।

এদিকে যে ভৃত্য দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল, সে তাহার প্রভুর কর্ণে কর্ণে নরপতির পরিচয় প্রদান করিল। তখন যুবক সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মহীপতির চরণবন্দনা করিয়া কহিলেন, "মিসরনাথ! ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে চিনিতে না পারিয়া যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করি নাই। অধুনা আসন গ্রহণ করিয়া ভৃত্যের জীবন সার্থক করুন্।"

তখন মিসরনাথ প্রীত হইয়া আসন গ্রহণ করিলে যুবক ধীরে ধীরে বিনয়-নম্রবচনে কহিলেন, "রাজন্! আমি আমার আত্মপরিচয় সহ যাবতীয় ঘটনাই প্রকাশ করিতেছি। আপনি শ্রবণ করিয়া আম প্রতি যেরূপ দণ্ডবিধান করিতে হয় অনুমতি করিবেন। মহারাজ! আমার নাম গায়েস্ উদ্দীন, আমি বসোরানাথের ভ্রাতুষ্পুত্র। আমি খুল্লতাতের রাজবাটীর অনতিদূরে একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সেই স্থানে অবস্থিতি করিতাম। একদা আমি আমার দুই জন ভৃত্যসমভিব্যাহারে উপবনে গমন করিতেছি, সহসা এই যুবতী আমার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। দেখিলাম, এ একটী ভৃত্যের সহিত সরোবরতীরে উপবেশন পূর্ব্বক বিশ্রাম লাভ করিতেছে।

রমণীর রূপদর্শনে আমার মন বিমোহিত হইয়া গেল। আমিপরিশ্রান্ত বিবেচনায় আমার আলয়ে বিশ্রামলাভে ও আতিথ্যগ্রহণে অনুরোধ করিলে রমণী তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। আমি সানন্দে অন্তঃপুরে লইয়া বিবিধ উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করাইলাম। অবশেষে উপবেশনপূর্ব্বক নানাবিধ কথাপ্রসঙ্গে ইহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে দুশ্চারিণী বলিল যে, আমি বোগ্দাদ নিবাসী অনৈক রাজকর্ম্মচারীর কন্যা। পিতা আমাকে একজন বৃদ্ধের করে সম্প্রদান করিতে সমুৎসক হওয়াতে আমি তাঁহাকে অনুনয় বিনয় করিয়া নিষেধ করি; কিন্তু তিনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ না করাতে এই ভৃত্যের সহিত অদ্য পলায়ন করিয়া আসিয়াছি। বহু পর্য্যটনে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম, সেই জন্যই সরোবরতীরে বিশ্রামলাভার্থ উপবেশন করিয়াছিলাম। আমার অভিলাষ, আমি এই বসোরাতেই বাস করি, যদি আপনি চরণতলে স্থান দেন, যদি আপমি দাসীরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি আপনার পদসেবা করিয়া চিরসুখী হই। রমণীর মধুরবাক্যে আমার মন বিমোহিত হইয়া গেল। আমি তৎক্ষণাৎ ইহাকে সযত্নে রাখিতে অঙ্গীকার করিলাম। ক্রমে আমাদিগের প্রেমালাপ চলিতে লাগিল। উভয়েই উভয়ের নিকট মনের কপাটি খুলিয়া দিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে কথাপ্রসঙ্গে রমণী কহিল, 'সদাশয়! এই যে ভৃত্য আমার সমভিব্যাহারে রহিয়াছে, এ ব্যক্তি যদি বোগ্দাদে উপস্থিত হইয়া আমার পিতার নিকট সমস্ত কথা ব্যক্ত করে, তাহা হইলে বিলক্ষণ বিপদ ঘটিবার সম্ভব। অতএব অগ্রে ইহার নিধন সাধন করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলেই আমরা নিষ্কণ্টকে পরম সুখে দিনপাত করিতে পারিব।' রমণীর বাক্য শুনিয়া আমি সেই ভৃত্যের দিকে কটাক্ষপাত করিলাম। তাহার দিকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র আমার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। এদিকে প্রণয়িনীর প্রতি অনুরাগ, তাহার বাক্য প্রতিপালন না করিলেও নয়। কি করি, অগত্যা মদিরার সহিত একপ্রকার চূর্ণদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া সেই ভৃত্যকে প্রদান করিলাম। ক্ষণকাল মধ্যেই সে হতচেতন হইয়া ভূশায়ী হইল। আমি কিঙ্করগণের প্রতি আদেশ করিলাম যে, তাহারা ঐ ভৃত্যকে সরোবরতীরে নিক্ষেপ করিয়া আইসে এবং যদি প্রভাতে সে বাটীতে আসিয়া বিরক্ত করে, তাহা হইলে প্রহার করিরা তাড়াইয়া দেয়। ভৃত্যেরা আজ্ঞা-

প্রাপ্তমাত্র তদনুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল। এদিকে এই রমণীর নিকট ছল করিয়া ভৃত্যের মৃত্যুসংবাদ প্রদান করিলাম। তাহার প্রাণবিসর্জ্জন সংবাদ পাইয়া রমণীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তদনন্তর আমি বিধানানুসারে রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া পরমসুখে দিনপাত করিতে লাগিলাম।

"মহারাজ! সহসা একদা শ্রবণ করিলাম যে, বোগদাদ নরপতি অবিলম্বে সসৈন্যে আগমন পূর্ব্বক বসোরা নগরীর অধীশ্বরকে নিহত করিবেন। আমি এই ভীষণ সংবাদ শ্রবণে ভীত হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই রমণী সমভিব্যাহারে আপনার রাজ্যে আগমন করিয়া বাস করিতেছি। মহারাজ! আমি একদিনের জন্যও ভ্রমে কদাচ রমণীর অবমাননা করি নাই। আমি ইহাকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক স্নেহ করিয়া থাকি, কিন্তু এই দুশ্চারিণী অদ্য আমার জনৈক ভৃত্যের প্রেমে বশীভূত হইয়া তাহাকে আমার বিনাশ সাধনের পরামর্শ দিয়াছে। ভৃত্য অকৃতজ্ঞ নয়, সে ইহার এই দুরভিসন্ধিতে অসন্তুষ্ট হইয়া আমার নিকট সমস্তই প্রকাশ করিয়াছে। আমি ইহার বিপরীতাচরণ দর্শনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, প্রত্যহ বিংশতি বেত্রাঘাত করিয়া ইহার পাপের উচিত প্রতিফল প্রদান করিব। মহারাজ! এক্ষণে আমার যেরূপ শাস্তিবিধান করিতে অনুমতি হয় করুন্।"

যুবকের বচনাবলী শ্রবণ করিয়া মালিক নাজীরের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তিনি রমণীর প্রতি কোপদৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক মৃদুমধুরবচনে যুবককে কহিলেন, "মহাশয়! আপনার কিছুমাত্র অপরাধ নাই, আপনার প্রতি আমি পরম প্রীত হইয়াছি। কিন্তু আপনি যেরূপ শাস্তি প্রদান করিতেছেন, ইহাতে এই দুশ্চারিণীর উপযুক্ত দণ্ড হয় নাই। ইহাকে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করাই কর্ত্তব্য।"

রাজার অনুমতি অনুসারে তৎক্ষণাৎ ভৃত্যগণ সেই দুশ্চারিণীকে দৃঢ় বন্ধন করত নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিল। দারুণ যন্ত্রণা পাইয়া পাপীয়সী অতলজলে অতি কষ্টে পাপদেহ বিসর্জ্জন করিল। অত্যল্প দিনের মধ্যেই শবদেহ ভাসিতে ভাসিতে রাজ্যের প্রান্তপ্রদেশে নদীকূলে সংলগ্ন হইল। তাহার পূতিগন্ধে রাজ্যের বায়ু পর্য্যন্ত দূষিত হইয়া উঠিল। সেই দুর্গন্ধে অসংখ্য অসংখ্য লোক অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিল!

মহীপতি মন্ত্রীপ্রমুখাৎ এই অভূতপূর্ব্ব উপন্যাস শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। রমণীজাতির দুষ্ক্রিয়াই তখন তাঁহার অন্তরের একমাত্র আন্দোলন হইল। তিনি সেদিনের জন্য পুত্রের বধদণ্ড স্থগিত রাখিলেন। অনন্তর সভাভঙ্গ হইলে নরবর পূর্ব্ববৎ অনুচরগণ সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ যাত্রা করিলেন। মন্ত্রী ও অন্যান্য সভাসদ্গণও পুলকিতমনে স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন।

মহীনাথ প্রদোষসময়ে মৃগয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। হস্তপদাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক বিশ্রামান্তে আহারে সমুপবিষ্ট হইলে, মহিষী অবসর বুঝিয়া কপটপ্রেম প্রদর্শন করত কহিলেন, "জীবিতনাথ! দুরাত্মা নুরজিহানের বধসাধনে আপনি বিলম্ব করিতেছেন কেন, কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি মন্ত্রীবর্গের কুমন্ত্রণাজালে বিমোহিত হইয়া পুত্রের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিতেছেন বটে, কিন্তু পরিণামে যে দুশ্ছেদ্য বিপদে নিপতিত হইবেন, তৎপ্রতি বিন্দুমাত্রও কটাক্ষপাত করিতেছেন না। নিজের কল্যাণের প্রতি কিম্বা রাজ্যের মঙ্গলের প্রতি অগ্রে দৃষ্টি রাখা নরপতিগণের কর্ত্তব্য। আপনি যতই বিলম্ব করিতেছেন, ততই ভয়ানক ভয়ানক বিপদ একত্র হইয়া আপনার অমঙ্গলের পথে দণ্ডায়মান হইতেছে। যাহার বিপদ আসন্ন, হিতকার্য্যও তাহার নিকট বিষতুল্য বোধ হইয়া থাকে। আপনি বিচক্ষণ, রাজ্যের অধীশ্বর, আপনাকে উপদেশ দেওয়া আমার কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু মহারাজ! আমার মন তাহা বুঝিতেছে না, আপনার ভাবী বিপদ আশঙ্কা করিয়া অহরহ আমার হৃদয় বিকম্পিত হইতেছে। কাল আসন্ন হইলে বিপন্ন ব্যক্তি পুরোবর্ত্তী দুশ্ছেদ্য পাশজাল দর্শন করিতে সমর্থ হয় না, ভ্রমে তাহার নেত্র অন্ধীভূত হইয়া পড়ে। প্রাণনাথ! আমি গত নিশীথে যে ভীষণ অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি, মুহুর্মুহুঃ তাহা স্মৃতিপথে সমুদিত হওয়াতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। অবলা জাতি, গোপন রাখিতে পারি না, আপনার নিকট প্রকাশ করিতেছি শ্রবণ করুন। আমি নিদ্রাবস্থা স্বপ্নযোগে একটী হীরকমণ্ডিত মনোহর গোলা দর্শন করিলাম। আপনি সেই গোলাটী হস্তে লইয়া আনন্দে ক্রীড়া করিতেছেন। আপনার পুত্র নুরজিহান সেই গোলাটী গ্রহণের অভিলাষে আপনার পার্শ্বে

দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং পুনঃপুনঃ সাগ্রহে আপনার নিকট সেই গোলাটী প্রার্থনা করিতেছে। সে যতবার প্রার্থনা করিতেছে, আপনি ততবারই তাহাকে নিরাশ ও বঞ্চিত করিতে লাগিলেন। ক্রীড়া করিতে করিতে সেই গোলাটী সহসা আপনার কর হইতে স্খলিত হইয়া সুরজিহানের হস্তে নিপতিত হইল। আপনার দুরাচার পুত্র সে গোলার মর্য্যাদা বুঝিতে পারিল না। সে প্রাপ্তমাত্র একখানি পাষাণখণ্ড দ্বারা উহা ভগ্ন করিয়া ফেলিল। গোলাতে যে সমস্ত হীরকাদি ছিল, তৎক্ষণাৎ তাহা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। আমি ব্যস্তসমস্তভাবে সেই সমস্ত চূর্ণ ভূতল হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক আপনার করে প্রদান করিলাম। মহারাজ! সেই চূর্ণগুলি যেমন আপনার হস্তে প্রদান করিয়াছি, অমনি আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি চমকিতভাবে গাত্রোত্থান করিলাম। তদবধিই আমার মন নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে।”

নরপতি মহিষীর স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রিয়তমে! আমি তোমার স্বপ্নের মর্ম্ম কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। ইহার প্রকৃত তত্ত্ব বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল পরিপূর্ণ কর।”

মহিষী কহিলেন, “মহারাজ! সেই গোলাটী আর কিছুই নহে, উহাই আপনার সাম্রাজ্য। সুরজিহান সেই সাম্রাজ্যলাভে অভিলাষী, কিন্তু আপনি বিদ্যমানে তাহাকে রাজ্য প্রদানে অসম্মত হওয়াতে সে আপনি উহা সবলে গ্রহণ করিয়া পাষাণে চূর্ণ করিল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আপনার নিকট হইতে সবলে রাজ্য লইতে পারিলে সেই দুরাচার সাম্রাজ্য ছারখার করিয়া ফেলিবে। আমি যে চূর্ণগুলি একত্র করিয়া পুনরায় আপনাকে প্রদান করিলাম, ইহাতে ইহাই জানা যাইতেছে যে, আমি সেই দুরাচারের দুরাশা বিফল করিয়া পদে পদে সুপরামর্শ প্রদান পূর্ব্বক আপনাকে ও আপনার সাম্রাজ্য রক্ষা করিতেছি। মহারাজ! এক্ষণে স্বপ্নবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া যাহা উচিত বিবেচনা হয় করুন। সবক্তকিন নরপতি মন্ত্রীর বাক্য শ্রবণ করিয়া যেরূপ করিয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপ অনুষ্ঠান করুন।”

তখন মহীপতি সবক্তকিন রাজার বৃত্তান্ত শ্রবণে কৌতূহলী হইলে মহিষী বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পেচকদ্বয়ের কাহিনী।

পূর্ব্বকালে সবক্তকিন নামক মহাবলপরাক্রান্ত মহীপতি পারস্যের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তা সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ ছিল। কি শৌর্য্য, কি বীর্য্য, কি গাম্ভীর্য্য, কিছুতেই তাঁহার সমকক্ষ দৃষ্ট হইত না। তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতেন। তাঁহার পরাক্রম স্মরণ করিয়া অন্যান্য রাজগণ ভয়ে বিকম্পিত হইয়া উঠিতেন। অর্থীগণ তাঁহার সকাশে প্রার্থনাতিরিক্ত অর্থ প্রাপ্ত হইয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিত।

কালস্রোতের সহিত মানবগণের মনোবৃত্তিও দিন দিন নব নব ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আজি যাহাকে সাধুশীল, সচ্চরিত্র ও পরোপকারী দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা প্রদান করা যায়, কালি হয় ত সেই ব্যক্তি ঘৃণিত, কুৎসিত কার্য্যে পরিলিপ্ত হইয়া জনসমাজে কলঙ্কের ডালি মস্তকে ধারণ করে। ক্রমে পারস্যনাথ মৃগয়ায় একান্ত আসক্ত হইয়া উঠিলেন, রাজকার্য্যে অমনোযোগিতা প্রদর্শিত হইতে লাগিল। তিনি দিবানিশি অনুচরগণ সমভিব্যাহারে লইয়া পশুকুল নিধন পূর্ব্বক বনে বনে পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দিন দিন রাজকার্য্যে ঔদাস্য জন্মিল; সুতরাং রাজ্যশাসনের ব্যতিক্রম ঘটিতে লাগিল। ক্রমে নগরী উৎসন্নপ্রায় হইতে লাগিল। জীর্ণসংস্কার না হওয়াতে নগরীস্থ প্রাসাদরাজি পতিত হইতে লাগিল; তস্করগণ ও দস্যুগণ প্রবল হইয়া উঠিল। দিবাভাগেও দস্যুবৃত্তি হইতে লাগিল। প্রজাবর্গের ধনরক্ষা ও প্রাণরক্ষা দুরূহ হইয়া পড়িল। গৃহে গৃহে হাহাকার ধ্বনি হইতে লাগিল। ক্রমে প্রজাগণ প্রাণভয়ে রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কোন কোন ব্যক্তি বিপদে পড়িয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল। বণিক্‌গণ ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল, সুতরাং বিপণিপংক্তি শূন্যময়—অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। ক্রমে জনপদ ঘোর অরণ্যে পরিণত হইল। যে সমস্ত গৃহ পূর্ব্বে নরনারীতে পরিপূর্ণ ছিল, তাহা ক্রমে হিংস্র শ্বাপদকুলের আবাসভূমি হইল। সিংহ, ব্যাঘ্র, গণ্ডার প্রভৃতি ভীষণ জন্তুগণ নগরে প্রবিষ্ট হইয়া নির্ভীকহৃদয়ে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল। মাঠে বা প্রান্তরে আর কৃষকের লেশমাত্রও দৃষ্ট

হয় না। যে সমস্ত ক্ষেত্র পূর্ব্বে নব নব শস্যে পরম শোভা ধারণ করিত, এখন সেই সমস্ত ক্ষেত্র মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিতে লাগিল। সুন্দর সুরম্য প্রাসাদসকল কণ্টকীবৃক্ষে সমাকীর্ণ হইয়া পড়িল। যে সমস্ত সরোবর বিকসিত শতদলে পরম শোভা ধারণ করিত, যাহার সুবিমল সলিলরাশি দর্শনে দর্শকবৃন্দের মনপ্রাণ ও নয়ন বিমোহিত হইত, যাহার সুখস্পর্শ জল সেবনে অন্তরের তৃপ্তির পরিসীমা থাকিত না, মধুলোভী মধুকরগণ মধু আশয়ে গুণ্‌ গুণ রবে যে সরোবরের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিত, যে সরোবরের চতুর্দ্দিকে গগনস্পর্শী শালতমালাদি মহীরুহগণ ও জাতি যূথি মল্লিকাদি কুসুমবৃক্ষ পরম শোভা সম্পাদন করিত, এখন সেই সরোবর দুর্দ্দান্ত মহিষদলের একমাত্র আশ্রয় হইল; মহিষসমূহের দলনে সেই সুবিমল জলরাশি পঙ্কিল হইয়া পড়িল। যে সকল অত্যুচ্চ সুধাধবল প্রাসাদরাজি পূর্ব্বে সুন্দরী যুবতীগণের বাসস্থান ছিল, যাহার গবাক্ষপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পরম রূপবতী রমণীগণের বদনকমল দেখা যাইত, এখন সেই সকল অট্টালিকা কীটপতঙ্গ ও উর্ণনাভজালে সমাবৃত হইল। ভিত্তিসমূহ শৈবাল ও তৃণলতাদিতে আবৃত হইয়া পড়িল। যে সমস্ত নাট্যশালা কাঞ্চনাদিতে পরিশোভিত ছিল, সেই সমুদয় ভীষণদেহ ভুজঙ্গমালায় পরিবেষ্টিত হইল। যে সমস্ত চিত্রাগার নানাবিধ চিত্রপটে শোভিত ছিল, এখন সেই সমস্ত গৃহ শোণিতধারায় পরিলিপ্ত হইল। যে সকল গৃহ পূর্ব্বে নানাবিধ আলোকমালায় শোভা পাইত, এখন তাহা খদ্যোতপুঞ্জে সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল। যে সকল গৃহে পূর্ব্বে প্রদোষকালে কামিনীগণের মধুরকণ্ঠের সংগীত শ্রবণ করিয়া শ্রবণ সুশীতল হইত, এখন সেই সমস্ত গৃহাভ্যন্তর হইতে দিবাভাগেও শিবাগণের অসীমরব বহির্গত হইতে থাকিল। সেই সমস্ত অমঙ্গল ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র ভয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হইতে থাকে।

মহাবিজ্ঞ খাসায়াস পারস্যনাথের অমাত্যপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাজ্যের দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া মন্ত্রীর হৃদয় বিষাদে পরিপূর্ণ হইল। কিরূপে রাজ্যে মঙ্গল বিধান হইবে, কি প্রকারে নরপতির মতি কুপথ হইতে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিবেন, এই চিন্তাই তাঁহার হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিল। রাজাকে উপদেশ দিতে বা প্রবোধ প্রদান করিতে সাহস হয় না। নরপতির

মন একমাত্র মৃগয়ায় সমাসক্ত, এসময় প্রবোধ প্রদান করিলে পাছে হিতে বিপরীত ঘটে, পাছে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া দণ্ডবিধান করেন, মন্ত্রী এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

একদা মহীপতি মন্ত্রীকে সমভিব্যাহারে লইয়া মৃগয়াযাত্রা করিলেন। তখন মন্ত্রীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, রাজ্যের মঙ্গল বিধানার্থ, প্রজাগণের হিতসাধনার্থ রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়, তাহাও শ্রেয়স্কর, তথাপি অদ্য আমি যেরূপে পারি রাজার মন সুপথে প্রবর্ত্তিত করিতে যত্নবান্ হইব।

প্রায় দুই ঘণ্টা অতীত। উভয়ে মৃগয়া প্রসঙ্গে কথোপকথন করিতে করিতে বনমধ্যে বিচরণ করিতেছেন, ইত্যবসরে মন্ত্রীবর উপযুক্ত সময় বুঝিয়া মহীপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "নরনাথ! আমি একটী গুহ্য-বিষয় আপনাকে অবগত করাইতে অভিলাষ করি।"

মহীপতি কৌতূহলী হইয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, "মন্ত্রীবর! তুমি আমার হিতকামী, তোমার উপরেই আমার যাবতীয় রাজ্যভার বিন্যস্ত রহিয়াছে, তোমার যাহা বলিতে বাসনা হয়, অবিচারিতমনে প্রকাশ কর।"

মন্ত্রী রাজার প্রসন্নবদন দেখিয়া সবিনয়ে ধীরে ধীরে কহিলেন, "নর-নাথ! আমি যাবতীয় পক্ষীগণের কথোপকথন বুঝিতে পারি। তাহারা যখন যে ভাবে যে কোন কথাই প্রকাশ করুক, তাহার মর্ম্মার্থ অবগত হইতে আমার বিন্দুমাত্রও আয়াস বা এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় না।"

রাজা মন্ত্রীমুখে এই বিস্ময়কর ব্যাপার শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "অমাত্য-বর! তুমি বাতুলের ন্যায় বাক্যপ্রয়োগ করিতেছ সন্দেহ নাই। তোমার বচন শ্রবণে কোন্ ব্যক্তি হাস্য সম্বরণ করিতে পারে? মনুষ্যজাতি কি কখনও তির্য্যক্‌জাতির স্বর বুঝিতে সমর্থ হইয়া থাকে? কি প্রকারেই বা তুমি ঈদৃশী ঐশী শক্তি লাভ করিবে? তোমার বাক্যে আকাশকুসুমের ন্যায় নিতান্ত অসম্ভব। আমি ঈদৃশ অসম্ভব বাক্য কদাচ বিশ্বাস করিতে পারি না।"

তখন মন্ত্রী সানুনয়ে পুনরায় নিবেদন করিলেন, "ধর্ম্মাবতার! আপনি প্রভু, আমি আপনার অধীন। আপনার সহিত পরিহাস করা আমার সাধ্য নহে। আমি এক উদাসীনের নিকট হইতে এই বিদ্যা লাভ করিয়াছি।

তিনিই আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষ প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাকে এইরূপ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণ আপনার বিশ্বাস না হইতে পারে, কিন্তু যখন আপনার অভিলাষ হইবে, আপনি পরীক্ষা করিলেই জানিতে পারিবেন।”

রাজা মন্ত্রীসহ এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে ঘোর কাননমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। যে কোন পশু নেত্রপথে নিপতিত হয়, মহীপতি অব্যর্থ শরসন্ধানে তাহাকেই বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। নানাদিক্ হইতে পশুগণ প্রাণভয়ে ধাবমান হইল, বনস্থলী কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। হরিণ-হরিণীগণ চমকিত হইয়া শাবক সমভিব্যাহারে দৌড়াইতে লাগিল।

ক্রমে দিবা অতীত। দিনমণি সমস্ত দিবা পরিশ্রম করিয়া বিশ্রাম লাভার্থ অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। সন্ধ্যা সমাগত হইল। সন্ধ্যারাগে গগনতল রক্তিমা বর্ণ ধারণ করিল। নানাদিগ্দেশ হইতে পক্ষীকুল সমাগত হইয়া তরুশাখায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। বিহঙ্গগণ চঞ্চুপুটে করিয়া খাদ্য আনয়ন পূর্ব্বক কুলায়গর্ভস্থ শাবকগুলিকে প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইল। সন্ধ্যাসমীরণ মৃদুমন্দগতিতে প্রবাহিত হইয়া শ্রান্তগণের শ্রান্তিবিদূরণ করিতে লাগিল। ক্রমে যামিনী তিমিরাবগুণ্ঠনে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। তখন নরনাথ সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া অমাত্যসহ নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বনমধ্যে একটী বৃহৎ তরুশাখার উপরে দুইটী পেচক উপবেশন পূর্ব্বক পরস্পর কি কথোপকথন করিতেছিল। গমন করিতে করিতে মহীপতির নয়নযুগল সেই পেচকদ্বয়ের প্রতি নিপতিত হইল। তখন তিনি কি যেন পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া চমকিতভাবে মন্ত্রীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “অমাত্যবর! একটী কথা হঠাৎ আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়াছে। তুমি ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছ যে, পক্ষীগণের কথোপকথন বুঝিতে পার এবং অবকাশমতে তাহার প্রমাণও প্রদর্শন করিবে। আচ্ছা, ঐ যে বৃক্ষোপরি দুইটী পেচক দৃষ্ট হইতেছে, উহারা উভয়ে কিরূপ কথোপকথন করিতেছে, তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক আমার নিকট প্রকাশ কর।”

মন্ত্রীর হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, এতদিনে বুঝি বিধাতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন, এতদিনে আমার মনোরথ সিদ্ধ

হইল। বোধ হয়, এতদিনে প্রজাবর্গের দুঃখের অবসান হইবে। মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ধর্ম্মাবতার! আমি আপনার আজ্ঞাবহ, আপনি যেরূপ অনুমতি করিতেছেন, আমি অবিচারিতমনে তাহাই প্রতিপালন করিব। আমি অবিলম্বেই উহাদের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া আসিতেছি, আপনি কিঞ্চিৎকাল প্রতীক্ষা করুন।"

মন্ত্রীবর এই বলিয়া দ্রুতপদে বৃক্ষতলে উপনীত হইলেন এবং স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কি যেন শ্রবণ করিতে লাগিলেন। লোকে কোন গুপ্তবিষয় শ্রবণ করিতে হইলে যে ভাবে স্থির হইয়া নিঃশব্দে দণ্ডায়মান হয়, রাজা দেখিলেন, মন্ত্রীও সেই ভাবে দাঁড়াইয়া অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ করিতেছেন। মন্ত্রী যে চাতুরী করিয়া মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়াছেন, মহীপতি তখন তাহার বিন্দুমাত্রও উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। মন্ত্রী ক্ষণকাল ঐ ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া রাজসকাশে প্রত্যাগত হইলেন এবং করপুটে সবিনয়ে কহিলেন, "মহারাজ! যদি আমাকে অভয় প্রদান করেন, যদি আমার যাবতীয় দোষ ক্ষমা করেন, তাহা হইলে আমি পেচকদ্বয়ের কথোপকথনের মর্ম্ম আপনার নিকট ব্যক্ত করি।"

রাজা মন্ত্রীর বিনয় দর্শনে প্রীত হইয়া কহিলেন, "মন্ত্রীবর! আমি চিরদিন তোমার গুণের পক্ষপাতী। তুমি অবিচারিতমনে বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ কর। আমি তোমার কোন অপরাধই গ্রহণ করিব না।"

তখন অমাত্য নির্ভীকহৃদয়ে কহিলেন, "রাজন্! ঐ পেচকদ্বয় আপনার বিষয়েই কথোপকথন করিতেছে। উহারা পরস্পর পরস্পরের কন্যাপুত্রের বিবাহের কথা লইয়া তর্ক-বিতর্ক করিতেছে। একের পুত্রের সহিত অন্যের কন্যার বিবাহ দিবার কথা। যাহার পুত্র, সেই পেচকটী কহিতেছে, 'ভাই! যদি তোমার কন্যাকে আমার পুত্রের করে সম্প্রদানের বাসনা করিয়া থাক, তাহা হইলে আমি জামাতার যৌতুকস্বরূপ পঞ্চাশখানি উৎসন্ন নগরী প্রার্থনা করি। যদি ইহাতে সমর্থ হও, তাহা হইলে বিবাহসম্বন্ধ দৃঢ়বদ্ধ কর।' তখন যাহার কন্যা, সেই পেচকটী আনন্দস্বরে কহিল, 'ভাই! তুমি পঞ্চাশটীমাত্র উৎসন্ন নগরীর প্রত্যাশা করিতেছ, কিন্তু তুমি প্রার্থনা করিলে আমি ঐরূপ পাঁচশত

নগরী প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। যতদিন পারস্যনাথ জীবিত থাকিবেন, ততদিন উৎসন্ন নগরীর অভাব নাই। আমরা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, রাজা দীর্ঘজীবী হউন্।' মহারাজ! আমি পেচকদিগের এইরূপ কথোপকথন শ্রবণ করিয়া আগমন করিতেছি। আপনার নিকট যথাযথ সমস্তই নিবেদন করিলাম।"

মন্ত্রীর মুখে এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া রাজার হৃদয়ে জ্ঞানসঞ্চার হইল। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, পক্ষীর কথোপকথন বুঝা সমস্তই মিথ্যা তাঁহাকে প্রকৃত উপদেশ প্রদান করাই মন্ত্রীর একমাত্র উদ্দেশ্য। তখন তিনি মন্ত্রীকে ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন। মৃগয়াসক্তিতে তাঁহার ঘৃণা ও বিরক্তি জন্মিল। আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন, আপনাকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। অবশেষ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। পুনরায় রাজ্যের সুব্যবস্থা চলিতে লাগিল। নগরী পুনর্ব্বার সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। যে সমস্ত প্রজা ও বণিক্গণ রাজ্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা পুনরায় আগমনপূর্ব্বক সুখে বাস করিতে লাগিল। তখন নরপতির কীর্ত্তিপতাকা চারিদিকে উড্ডীয়মান হইল। রাজ্যে সুখের ও সমৃদ্ধির পরিসীমা রহিল না।"

মহিষীর মুখে উপন্যাস শ্রবণ করিয়া রাজার অন্তর ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল। তাঁহার নয়নকমল আরক্তিম হইল। তিনি নারীর বাক্যে বিমোহিত হইয়া প্রভাতেই সুরজিহানের বধসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মহিষীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রিয়তমে! তুমি চিন্তা পরিত্যাগ কর, অবিলম্বেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে, আমি কল্য প্রাতেই তোমার শত্রুকে সংহার করিয়া তোমার মনস্তাপানল নির্ব্বাপিত করিব। যে দুরাত্মা তোমাকে অবমানিত করিয়াছে, কল্য দিনমণি গগনতলে সমুদিত হইবামাত্রই সেই দুরাচার ইহলোক পরিত্যাগ করিবে সন্দেহ নাই।"

নরপতি প্রিয়তমাকে এই প্রকার আশ্বাস প্রদান করিয়া সুখশয্যায় শয়ান হইলেন। সুখে সুনিদ্রায় যামিনী বিগতা হইল।

মহীপতি প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথাবিধি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সভায় গমন করত রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ক্রমে আমাত্য-

মণ্ডলী ও সদস্যগণে সভাতল পরিপূর্ণ হইল। বন্দীগণ সুস্বরে নরপতির স্তুতিগান করিতে লাগিল। কিঙ্করগণ কেহ ব্যজন কেহ বা রাজছত্র ধারণ করিল। তখন নরপতি ক্রোধপরায়ণ হইয়া কিঙ্করগণের প্রতি পুত্রের বধ সাধনে অনুমতি প্রদান করিলেন।

নরপতির আদেশ শ্রবণমাত্র সভাসদ্গণের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল, সকলেরই বদন বিষণ্ণ হইল। তখন ষষ্ঠ অমাত্য গাত্রোত্থান পূর্ব্বক করযোড়ে নৃপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ধর্ম্মাবতার! এ দাসের নিবেদন শ্রবণ করুন। ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া পুত্রের বধসাধনে সমুদ্যত হইবেন না। যদি দীর্ঘজীবী হইবার বাসনা থাকে, যদি পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করেন, যদি কুশলে থাকিবার বাঞ্ছা হয়, তাহা হইলে প্রার্থনা এই, মন্ত্রীর বাক্যে কদাচ উপেক্ষা বা উপহাস প্রদর্শন করিবেন না। যাহাতে আপনার উন্নতি হয়, যাহাতে রাজ্যের মঙ্গলবিধান হয়, আমরা দিবানিশি ঐকান্তিক মনে সেই বিষয়েরই চিন্তা করি। প্রজাবর্গকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিলেই পরম কল্যাণ লাভ করা যায়। আপনার একমাত্র পুত্র, তাহাকে নিহত করিয়া জগতে সকলের অবিশ্বাসী হইবেন না। আপনি এই দুষ্ক্রিয়া সাধন করিলে, যে আপনাকে এই কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, যাহার উত্তেজনায় আপনি সমুত্তেজিত হইয়াছেন, তাহারও হৃদয়ে শান্তি বা প্রীতির লেশমাত্রও থাকিবে না। সেই পাপীয়সী আপনার জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া ক্ষান্ত হইবে সন্দেহ নাই। শীঘ্রই হউক্ অথবা বিলম্বেই হউক, কলঙ্কিনী আপনার জীবন ধ্বংস করিয়া হস্ত কলঙ্কিত করিবে। পূর্ব্বকালে একজন বাণপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বী উদাসীন একটা ভূতের কুমন্ত্রণার বশবর্ত্তী হইয়া যেরূপ বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছিল, আপনিও দুশ্চারিণীর কপটবাক্যে বশীভূত হইয়া পরিণামে সেইরূপ অনন্ত দুঃখে নিপতিত হইবেন সন্দেহ নাই।"

মন্ত্রীর বচনে রাজার হৃদয় কথঞ্চিৎ প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল। তিনি ধৈর্য্যসহকারে আত্মসংযম পূর্ব্বক মন্ত্রীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "মন্ত্রিবর! তুমি যে বাণপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বীর দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করিলে, উহা সবিস্তার শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। অতএব উহা কীর্ত্তন করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর।"

তখন ষষ্ঠঅমাত্য রাজার আদেশ প্রাপ্তমাত্র প্রফুল্ল হৃদয়ে অদ্ভুত উপন্যাস বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন। নরপতি ও সভাসদ্‌গণ সাগ্রহে তাঁহার প্রতি নেত্রপাত করিয়া রহিলেন।

বাণপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বী বারসিসার কাহিনী।

পুরাকালে বারসিসা নামে পরম ধর্ম্মপরায়ণ এক উদাসীন ছিলেন। অহর্নিশি ঈশ্বরারাধনাই তাঁহার জীবনের একমাত্র সার ব্রত ছিল। তিনি প্রায়ই অনশনে কালযাপন করিতেন, পক্ষান্তে বা মাসান্তে কোন কোন দিন যৎকিঞ্চিৎমাত্র আহার করিতেন। হিংসা, দ্বেষ, অসূয়া, লোভ, কাম, ক্রোধ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি যাবতীয় দোষ তাঁহার হৃদয় হইতে বিদূরিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে বিন্দুমাত্রও কলঙ্কের রেখা দৃষ্ট হইত না। তিনি নগরপ্রান্তে এক অরণ্যের মধ্যে আশ্রম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তথায় বাস করিতেন। সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগাল, ময়ূর, মৃগ, ভুজঙ্গ প্রভৃতি জীবগণ তাঁহার আশ্রমের নিকটে নিকটে বিচরণ করিত, কিন্তু পরস্পর কেহই কাহারও প্রতি হিংসাচরণ করিত না। নগরবাসী কেহ কোনরূপ বিপদে নিপতিত হইলে বারসিসার নিকট গমন করিয়া তাঁহার শরণাগত হইতেন, বারসিসাও সাধ্যানুসারে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া বিপন্নের বিপদ বিদূরিত করিয়া দিতেন। বারসিসা যাহার কল্যাণ মানসে যে কোনরূপ কামনা করিতেন, জগৎপাতার কৃপায় তাহাই সুসিদ্ধ হইত। রোগীগণ তাঁহার নিকটে সমুপস্থিত হইলে অচিরকালমধ্যেই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিত। বারসিসার নাম কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সকলেরই হৃদয়ে বিশুদ্ধ ভক্তিভাবের সঞ্চার হইত। রাজ্যমধ্যে সকলেই তাঁহার বিশেষ সম্মাননা করিত। এই প্রকারে বারসিসা অরণ্যবাসে শত বর্ষ অতিবাহিত করিলেন।

অঙ্গার যেরূপ শত ধৌত করিলেও তাহার মলিনত্ব বিনষ্ট হয় না, তদ্রূপ খলের স্বভাবও কোনকালে পরিবর্ত্তনীয় নহে। একটী দুরাত্মা খল ব্যক্তি জীবনবিসর্জ্জন করিয়া ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল। বারসিসার প্রতি তাহার আন্তরিক বিদ্বেষ, কিরূপে উদাসীনকে পাপপথে প্রবর্ত্তিত করিবে, কিরূপে

তাঁহার চিরকালার্জ্জিত তপোরাশি ভস্মসাৎ করিবে, কিরূপে তাঁহার অনিষ্টাচরণ করিবে, ভূত দিবানিশি এই চিন্তায় নিমগ্ন ছিল এবং সর্ব্বদাই বারসিসার দোষের অনুসন্ধান করিত, কিন্তু উদাসীন ভ্রমেও কদাচ পাপকর কার্য্যে পরিলিপ্ত হইতেন না, সুতরাং দুরাত্মা ভূতও তাহার মনোরথ সিদ্ধ করিতে পারে না। ভূত যে গুপ্তভাবে বারসিসার অনিষ্টসাধনে চেষ্টা করিতেছে, উদাসীন তাহা কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

কোন সময়ে সেই দেশের রাজনন্দিনী উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। নানাদেশ হইতে চিকিৎসকগণ সমাগত হইল, কিন্তু বহু যত্নেও তাঁহারা রোগ প্রতীকারে সমর্থ হইলেন না। পীড়া দিন দিন অধিকতর সংবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে নরপতি যার পর নাই বিষাদিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে নরবর সভাসদ্গণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "যখন রোগ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, চিকিৎসকেরাও হতাশ্বাস হইয়াছেন, তখন কন্যাকে বারসিসার আশ্রমে প্রেরণ করিবার কল্পনা করিয়াছি। সেই উদাসীন বিচক্ষণ, বহুদর্শী ও পরোপকারী। তিনি দিবানিশি তপস্যায় নিমগ্ন থাকিয়া শতবর্ষ পরমায়ু অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় বিশুদ্ধ পবিত্র পুণ্যবান্ ধরাতলে আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। যদি তাঁহার করুণাদৃষ্টি নিপতিত হয়, তাহা হইলে নন্দিনী অবশ্যই এই সঙ্কট রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন। এক্ষণে ইহা ব্যতিরেকে অন্য উপায় আর কিছুই দেখিতেছি না। আমার বিবেচনায় কন্যাকে সেই আশ্রমে প্রেরণ করাই যুক্তিযুক্ত।"

সভাসদ্গণ রাজার পরামর্শে অনুমোদন করিলে মহীপতি তৎক্ষণাৎ কিঙ্করগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কন্যাকে বারসিসার আশ্রমে প্রেরণ করিলেন। এত রুগ্ন, এত দুর্ব্বল, জীর্ণশীর্ণ, তথাপি রাজনন্দিনীর রূপের ছটায় আশ্রম সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বারসিসা যাবজ্জীবন নারীসহবাস করেন নাই, নারীসহবাসই তপস্যার প্রধান বিঘ্ন, এই বিবেচনাতেই পাছে নারীজনের মুখাবলোকন করিতে হয়, এই জন্য নিরন্তর গহন বনমধ্যেই অবস্থান করিতেন। হায়! বিধিলীলা কি বিচিত্র! কাম! তোমার কি অনির্ব্বচনীয় মোহিনী শক্তি! তত বৃদ্ধ বয়সেও রাজনন্দিনীর রূপ দর্শনে বারসিসার মন বিমোহিত হইয়া পড়িল। তাঁহার হৃদয়ে অনঙ্গের আবির্ভাব হইল, সতৃষ্ণ-

নয়নে একদৃষ্টে রমণীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। ইত্যবসরে সেই দুরাত্মা ভূত অবসর বুঝিয়া দৈববাণীচ্ছলে বারসিসার কাণে কাণে কহিল, "তাপসবর! আমার বাক্য শ্রবণ কর। ভাগ্যবশে তোমার গৃহে এই রমণীরত্নের আগমন হইয়াছে। এরূপ সময় আর হইবে না, এমন সুযোগ প্রাণান্তে পরিত্যাগ করিও না; তোমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, জীবন চরিতার্থ কর। রাজার কিঙ্করগণকে বল যে, এক নিশা আশ্রমে বাস না করিলে রাজকন্যার রোগমুক্তি হওয়া দুরূহ। সমস্ত যামিনী রমণীর সাক্ষাতে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে হইবে, কল্য প্রাতঃকালে যেন তাহারা আসিয়া পুনরায় কন্যাকে লইয়া যায়। এইরূপ করিলেই তোমার মনোরথ সুসিদ্ধ হইবে, তুমি সমস্ত বিভাবরী এই রমণীরত্নের সহিত প্রেমসুখ সম্ভোগ করিয়া আত্মজীবন সার্থক কর।"

বারসিসা অনঙ্গবশে অবসন্ন হইয়াছিলেন, বুদ্ধিশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল, ভূতের অপ্রত্যক্ষ বাণীতে তাঁহার মন বিমোহিত হইয়া গেল। তখন তিনি ভূতের বাক্যানুসারেই কিঙ্করগণের নিকট মনোভাব প্রকাশিত করিলেন। তখন কিঙ্করগণের মধ্য হইতে একজন রাজসমীপে গমন পূর্ব্বক সমস্ত নিবেদন করিলে মহীপতি কহিলেন, "বারসিসার আশ্রমে কন্যাকে রাখিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। সেই উদাসীন বৃদ্ধ ও পরম পবিত্র, তিনি যতদিন ইচ্ছা কন্যাকে আশ্রমে রাখিতে পারেন।" রাজার আদেশ শ্রবণমাত্র কিঙ্কর পুনরায় অরণ্যে গমন করিল এবং রাজার আদেশ অবগত করাইয়া কন্যাকে বারসিসার হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক সকলে রাজধানীতে প্রত্যাগত হইল। তৎপরদিবস আশ্রম হইতে রাজনন্দিনীকে রাজগৃহে পুনরায় লইয়া আসিবে, এইরূপ পরামর্শ স্থির রহিল।

বারসিসার ঐশী শক্তিপ্রভাবে রাজকুমারী মুহূর্তমধ্যেই রোগমুক্ত হইলেন। এদিকে ভূত পুনরায় উদাসীনের কাণে কাণে কহিল, "তাপসবর! বৃথা বিলম্ব করিয়া কি চিন্তা করিতেছ? তোমার তুল্য ভাগ্যবান্ এ জগতে আর দ্বিতীয় কেহই নাই। পরমেশ্বর কৃপা করিয়া তোমাকে এরূপ নিধি মিলাইয়া দিয়াছেন; অতএব শুভকার্য্যে বিলম্ব করিও না, অচিরে কামিনীর সহবাসসুখ উপভোগ কর। এ গুহ্য বৃত্তান্ত কেহই জানিতে পারিবে না। যদিও রাজকুমারী প্রকাশ

করিয়া দেন, তথাপি কেহ সে কথায় বিশ্বাস করিবে না। তোমার প্রতি সকলের অটল বিশ্বাস, তোমার প্রতি কেহই দোষারোপ করিতে সমর্থ হইবে না।”

বারসিসার জ্ঞানশক্তি তিরোহিত হইয়াছিল, তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন, ধৈর্য্য তাঁহার অন্তর হইতে পলায়ন করিয়াছিল, সুতরাং তিনি ভূতের বাক্যে বিমোহিত হইলেন ;—অনঙ্গবশে অধীর হইয়া উঠিলেন। ধীরে ধীরে রাজবালার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার কোমল করপল্লব দুই খানি ধারণ করত সকামে আলিঙ্গন করিলেন। হায়! শতবর্ষ অরণ্যে অরণ্যে পরিভ্রমণ করিয়া যে বিপুল তপোরাশি সঞ্চিত করিয়াছিলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা ভস্মীভূত হইয়া গেল!

যখন অনঙ্গবিভ্রম দূরীভূত হইল, যখন হৃদয় হইতে কামবেগ অপসারিত হইয়া গেল, তখন বারসিসার অন্তরে পুনরায় জ্ঞানসঞ্চার হইল। তখন তাঁহার হৃদয় যেন মুহুর্মুহুঃ তীক্ষ্ণাগ্র কণ্টকে বিদ্ধ হইতে থাকিল তখন তিনি ভূতের দুরভিসন্ধি উপলব্ধি করিতে পারিলেন। তিনি ভূতকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, “রে দুরাত্মন্! তোর মনে এই ছিল? তুই আমার যাবতীয় ধর্ম্ম একেবারে সমূলে বিনাশিত করিলি? আমি শতবর্ষাবধি বহু কষ্ট ও বহু যন্ত্রণা স্বীকার করিয়া যে পুণ্যরাশি উপার্জ্জন করিয়াছিলাম, আমার সমস্তই তুই আজ সমূলে নিঃশেষিত করিলি?”

ভূত উদাসীনের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, “আমাকে বৃথা তিরস্কার করিতেছ কেন? তুমি আমার অনুগ্রহে পরম সুখ উপভোগ করিলে। জন্মাবধি যে সুখের আস্বাদ অবগত নও, আজি আমার কৃপায় তোমার ভাগ্যে সেই সুখের উদয় হইল। এখন যদি নিজের কল্যাণ কামনা কর, তাহা হইলে আমার বাক্য শ্রবণ কর। তোমার সহবাসে এই রাজবালার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে; সুতরাং ভবিষ্যতে তোমার পাপকার্য্য গুপ্ত থাকার সম্ভাবনা দেখিতেছি না, প্রকাশ হইলেই তুমি লোকসমাজে ঘৃণার্হ ও অনাদরণীয় হইবে। এখন যাহারা ভক্তিভাবে তোমার মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে, তখন তাহারা তোমাকে দেখিবামাত্র তিরস্কার করিবে। যদি নরপতির কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে তোমার দুর্গতির পরিসীমা থাকিবে না। তিনি নিশ্চয়ই তোমার জীবনদণ্ড করিবেন সন্দেহ নাই।”

ভূতের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র বারসিসার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি বিষাদে বিষণ্ণ হইয়া ম্লানবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আমার উপায় কি? তুমি ত আমার ধর্ম্মের পথ কণ্টকে সমাকীর্ণ করিয়াছ। এক্ষণ যাহাতে কোনরূপ বিপদে পতিত হইতে না হয়, তাহার উপায় বিধান কর।"

দুরাত্মা ভূত বারসিসাকে বিহ্বলপ্রায় দেখিয়া মনে মনে যার পর নাই পুলকিত হইল। ধীরে ধীরে বলিল, "তাপস! এখন যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যেরূপ উপদেশ প্রদান করি, তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান কর, নচেৎ এ ঘোর বিপদ হইতে পরিত্রাণের আর উপায় নাই। তোমাকে আর একটী পাপ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তুমি অবিলম্বে রাজকুমারীকে নিহত করিয়া আশ্রমের প্রান্তদেশে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখ। যখন প্রভাতে রাজকিঙ্করেরা কুমারীকে লইয়া যাইতে আশ্রমে সমাগত হইবে, তখন তুমি বলিও, কুমারী নীরোগিণী হইয়া প্রত্যূষেই স্ব-ইচ্ছায় রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছেন। তোমার বাক্যে সকলেই বিশ্বাস করিবে। কেহই তোমার প্রতি দোষারোপ করিবে না। ভূপতি কন্যার বিরহে যার পর নাই দুঃখিত ও কাতর হইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিবেন সত্য, কিন্তু বহু অন্বেষণে না পাইয়া অগত্যা তাঁহাকে নিরস্ত হইতে হইবে। তাপসবর! ইহা ব্যতিরেকে তোমার ভাবী বিপদ উদ্ধারের আর গত্যন্তর নাই।"

পাপস্পর্শে বারসিসার পুণ্যরাশি বিনষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং কুপথেই তাঁহার মন প্রবর্ত্তিত হইল। তিনি ভূতের পরামর্শানুসারে তৎক্ষণাৎ রাজনন্দিনীকে নিহত করিয়া আশ্রমের প্রান্তভাগে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন। প্রভাতে রাজকিঙ্করেরা সমুপস্থিত হইলে বারসিসা কহিলেন, "কুমারী আরোগ্যলাভ পূর্ব্বক স্বইচ্ছায় প্রত্যূষেই পিত্রালয়ে গমন করিয়াছেন।" উদাসীনের বাক্য শ্রবণমাত্র কিঙ্করগণ চতুর্দ্দিকে রাজবালার অন্বেষণ করিতে লাগিল। এদিকে ভূত অলক্ষ্য বাণীতে কিঙ্করগণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "তোমরা কি অনুসন্ধান করিতেছ? যাহাকে অন্বেষণ করিতেছ, সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। যোগী রাজবালার সতীত্ব বিনাশ করত লোকসমাজে অযশ প্রকাশের ভয়ে অবশেষে কুমারীকে নিহত করিয়া আশ্রমপ্রান্তে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছে।"

রাজকিঙ্করেরা শূন্যবাণী শ্রবণমাত্র চমকিতভাবে তৎক্ষণাৎ আশ্রমপ্রান্তে গমন পূর্ব্বক ভূমি খনন করিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে রাজনন্দিনীর মৃতদেহ সমুত্থিত হইল। তখন কিঙ্করগণ ক্রোধে অধীর হইয়া বারসিসাকে বন্ধন পূর্ব্বক দারুণ প্রহার করিতে করিতে রাজসকাশে উপনীত হইল। নরপতি কিঙ্করগণপ্রমুখাৎ যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কন্যাশোকে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নেত্রকমল হইতে অবিরলধারে অশ্রুবারি বিনির্গত হইতে লাগিল। তিনি বহুবিধরূপে বিলাপ করিয়া অবশেষে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক বারসিসাকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইতে সমুদ্যত হইলেন। তখন তাঁহার হৃদয়ে ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি ঘন ঘন আরক্তনেত্রে উদাসীনের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেম। অবশেষে সভাসদ্গণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এ দুরাত্মাকে কিরূপ শাস্তি বিধান করা উচিত, তোমরা তাহা নির্দ্দেশ কর।"

অমাত্যমণ্ডলী ও সদস্যগণ রাজার আদেশ প্রাপ্তমাত্র কহিলেন, "মহারাজ! এই দুরাত্মাকে জীবনদণ্ডে দণ্ডিত করাই বিধেয়।"

তখন মহীপতি ঘাতুকগণকে সম্বোধন করিয়া অবিলম্বে বারসিসাকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইবার আদেশ প্রদান করিলেন। ঘাতুকগণও রাজার আদেশ শিরোধার্য্য করত তৎক্ষণাৎ বধ্যভূমিতে ফাঁসীরজ্জু বন্ধন পূর্ব্বক বারসিসার জীবননাশে সমুদ্যত হইল। ইত্যবসরে সেই ভূত সহসা অলক্ষ্যভাবে সেই স্থানে সমুপস্থিত হইয়া বারসিসার কাণে কাণে কহিল, "তাপস! তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কর, যদি আমার উপদেশানুসারে কার্য্য কর, তাহা হইলে অনায়াসে জীবন রক্ষিত হইবে। আমি অদ্ভুত শক্তিবলে তোমাকে গগনমার্গে সমুত্তোলিত করিয়া অবিলম্বে সহস্র ক্রোশ দূরে লইয়া যাইব। এ রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে গমন করিয়া তুমি অনায়াসে অবস্থিতি করিতে পারিবে। নরপতি কিছুতেই তোমার সন্ধান করিতে সমর্থ হইবেন না। তুমি ভক্তিভাবে আমার অর্চ্চনা ও আমার স্তুতিবাদ কর, তাহা হইলেই আমি তোমাকে পরিত্রাণ করিব।"

উদাসীন কহিলেন, "আমি শপথ করিতেছি, প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে তোমার অর্চ্চনা

করিব। এখন করযোড়ে মিনতি করি, তোমার চরণে ধরি, তুমি আমাকে অন্তিম সময়ে উদ্ধার কর।”

ভূত কহিল, “কেবল মুখের কথায় আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। তুমি এখন একবার আমার উপাসনা কর, তাহা হইলেই আমার বিশ্বাস হইবে। একবার উপাসনা করিলেই তৎপরে আমি তোমাকে লইয়া রাজ্যান্তরে প্রস্থান করিব।”

ভূতের বচনে বারসিসার হৃদয়ে বিশ্বাস জন্মিল, তিনি প্রাণের আশায় ভূতলে জানু পাতিয়া ভক্তিভরে ভূতের স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, “আমি যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিনই তোমাকে একমাত্র প্রভুজ্ঞানে তোমারই উপাসনা ও তোমারই স্তুতিবাদ করিব, তুমিই আমার একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা ও একমাত্র ঈশ্বর।”

ভূতের আরাধনা করিলে, ভূতের স্তবপাঠ করিলে দেহান্তে যে ঘোর নরকমধ্যে নিমগ্ন হইতে হইবে, বারসিসার হৃদয়ে তখন আর সে জ্ঞানের উদয় হইল না। তিনি করযোড়ে ভূতের স্তবপাঠ করিলেন। তখন ভূতের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। এতদিনে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি হইল। সে উচ্চৈঃস্বরে তিরস্কার করিয়া কহিল, “নাস্তিক! এতদিনে আমার মনোরথ পরিপূর্ণ হইল, এতদিনে যমালয়ে তোর জন্য নরকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। এখন যা! সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হ!” এই বলিয়া বারসিসার মুখে নিষ্ঠীবন প্রদান পূর্ব্বক তথা হইতে তিরোহিত হইল। এদিকে ঘাতুকগণও উদাসীনকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধের জীবনবায়ু, তাঁহার দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পঞ্চভূতে মিশাইয়া পড়িল!

ষষ্ঠমন্ত্রী এইরূপে উপন্যাস সমাপন করিয়া করযোড়ে রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “মহারাজ! সেই ভূত যেরূপ পরহিংস্রক, আপনার মহিষী কান্‌জাদা তাহা হইতে কিছুমাত্র ন্যূন নহে। সেই দুরাচারিণী অনবরত আপনাকে কুমন্ত্রণা দিয়া বিপদ-সাগরে নিক্ষিপ্ত করিবে। অবশেষে আপনার জীবন নষ্ট না করিয়া কদাচ ক্ষান্ত হইবে না। আপনি রাজ্যের ঈশ্বর, আপনাকে অধিক বলা বাহুল্য, এখন বিশেষ বিবেচনা করিয়া আপনার যাহা উচিত বোধ হয় করুন্।”

রাজা মন্ত্রীপ্রমুখাৎ ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিয়া কথঞ্চিৎ প্রবুদ্ধ হইলেন। তিনি মন্ত্রীর অনুরোধে সেদিন নুরজিহানের বধদণ্ড স্থগিত রাখিয়া সভাভঙ্গ করত পূর্ব্ববৎ মৃগয়ায় বহির্গত হইলেন।

মহীপতি প্রদোষসময়ে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া অন্তঃপুরে গমন করিলে মহিষী তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "নৃপমণি! আপনি মন্ত্রীগণের কুমন্ত্রণায় বিমোহিত হইয়া অদ্যাপি নুরজিহানের জীবননাশে ক্ষান্ত রহিয়াছেন কেন, তাহার কারণ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। আপনি সেই সকল বিশ্বাসঘাতকের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া নিশ্চয়ই নিজের বিনাশের পথ পরিষ্কার করিতেছেন। আমাকে নিহত করা,—অকালে আমাকে যম-যন্ত্রণায় যন্ত্রিত করাই সেই সকল দুরাত্মার একমাত্র উদ্দেশ্য। তাহারা আপনারা সজ্জন বলিয়াই সর্ব্বদা আত্মশ্লাঘা করে। আপনি তাহাদিগের বাক্যেই অত্যন্ত বিশ্বাস করেন, নচেৎ আমার প্রতি এরূপ অবহেলা প্রদর্শন করিবেন কেন? আমি নুরজিহানের জীবননিধনে অনুরোধ করিতেছি, কিন্তু তাহারা তাহাকে জীবিত রাখিবার কল্পনা করিতেছে। মহারাজ! তাহারা যে নুর-জিহানের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেছে, এরূপ মনে করিবেন না, আমাকে পরাজিত করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য। আপনার যে কয়েকটী মন্ত্রী আছে, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই সৎপরামর্শদাতা বা সুশীল নাই। আপনি তাহাদিগকে উচ্চপদ প্রদান করিয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য করিয়াছেন। যেরূপ বোগদাদ অধীশ্বর হারুণ নিজদোষে সঙ্কটে নিপতিত হইয়াছিলেন, দুষ্ট মন্ত্রীগণের কুমন্ত্রণাজালে বিশ্বাস করিলে আপনিও সেইরূপ বিপদে নিপতিত হইবেন সন্দেহ নাই। আমি সংশয় নিবারণার্থ সেই উপন্যাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।" মহিষী এই বলিয়া উপন্যাস বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বোগদাদ অধীশ্বর হারুণ ও তদ্দেশবাসী জনৈক উদাসীনের ইতিবৃত্ত।

পূর্ব্বকালে বোগদাদ নগরীতে হারুণ নামে এক নরপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার প্রকৃত নাম কালিফ হারুণ। তাঁহার অধিকারে একটী উদাসীন

ছিলেন। উদাসীন যদিও বৃদ্ধ, তথাপি তাঁহার মানসিক চাঞ্চল্য বালক অপেক্ষাও অধিক ছিল। ভোগসুখে তাঁহার বাসনা সমধিক বলবতী ছিল। তিনি সর্ব্বদা উপাদেয় দ্রব্য ভোজনে বাসনা করিতেন। উত্তম চর্ব্ব্য চূষ্য, লেহ্য ও পেয়াদি প্রাপ্ত না হইলে সেদিন তাঁহার হৃদয়ে কিছুমাত্র প্রীতির সঞ্চার হইত না। তিনি দিবানিশি ম্লানবদনে অবস্থান করিতেন। তিনি যতই উপার্জ্জন করেন, অপরিমিত ব্যয়বশে কিছুতেই তাঁহার অভাব পূরণ হয় না।

একদা উদাসীন রাজসমীপে আত্মদুঃখ প্রকাশে অভিলাষী হইয়া ধীরে ধীরে নরপতির প্রাসাদের তোরণদ্বারে সমুপস্থিত হইলেন এবং দ্বারপাল-গণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দ্বারপালগণ! তোমরা তোমাদিগের প্রভুর নিকট গমন করিয়া বল, তিনি যেন আমাকে সহস্র সুবর্ণমুদ্রা প্রেরণ করেন।

উদাসীনের বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বারপালগণ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। তাহারা তাঁহাকে উন্মত্ত বিবেচনা করিয়া কৌতুক প্রকাশের জন্য কহিল, "তুমি যাহা আদেশ করিলে, আমরা তাহা অবশ্য প্রতিপালন করিব, কিন্তু আমরা তোমার বাসস্থান পরিজ্ঞাত নহি। মহারাজ সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিলে কোন্ স্থানে লইয়া যাইব, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া যাও।"

তখন উদাসীন আপনার বাসস্থান নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিল। দ্বারপাল হাস্য করিতে করিতে অন্যান্য কিঙ্করের নিকট এই ঘটনা প্রকাশ করিল। অদ্ভুত ঘটনা রাজসভায় রাজার কর্ণগোচর করিলে বিলক্ষণ আমোদ ও রহস্যের উত্থাপন হইবে বিবেচনা করিয়া কিঙ্করগণ উদাসীন-বৃত্তান্ত রাজার কর্ণগোচর করিল। তখন মহীপতি সবিস্ময়ে কিঙ্করগণকে কহিলেন, "তোমরা অবিলম্বে সেই সন্যাসীকে অনুসন্ধান করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর।"

ভৃত্যগণ যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ উদাসীনের বাসস্থানে সমুপস্থিত হইল এবং রাজার আদেশ অবগত করাইয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে গ্রহণ করত অবিলম্বে রাজসকাশে প্রত্যাবৃত্ত হইল। উদাসীন সানন্দে রাজার পুরোভাগে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন মহীপতি তাঁহার দিকে নেত্রপাত

করত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? তুমি কোথায় অবস্থিতি কর? কি কারণেই বা আমার নিকট সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রার্থনা করিয়াছ?"

উদাসীন রাজার প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে সবিনয়ে কহিলেন, "মহারাজ! আমি অতি দরিদ্র উদাসীন। অর্থাভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা আমার পক্ষে নিতান্ত দুরূহ। একবেলা আহার সংগ্রহ করাও প্রায় আমার দুর্ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। আমি দুঃখে অত্যন্ত খ্রি[illegible]ণ হইয়া গত রজনীতে ঈশ্বরের উদ্দেশে বলিয়াছিলাম যে, 'হে পরমেশ্বর! কি অপরাধে তুমি আমার প্রতি বাম হইলে? কালিফ হারুণকে রাজ্যের অধিকারী করিয়াছ, কিন্তু আমি কি দোষে দুর্দ্দশাপন্ন হইলাম? আমি ত কখনও কাহারও সহিত অসদ্ব্যবহার বা কাহারও প্রতি হিংসাচরণ করি নাই; তবে কেন আমাকে দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিলে?' মহারাজ! আমি ঊর্দ্ধহস্তে এইরূপ প্রার্থনা করিতেছি, সহসা একটী দৈববাণী আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। দৈব বাণী বলিল, 'রে দুরাত্মন্! তোর সহিত হারুণের উপমা মনে করিলেও ঘৃণা বোধ হয়। তুই পাপাত্মা, হারুণ পরম পুণ্যশীল। তুই স্বীয় পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত দুষ্ক্রিয়াবশে দারুণ যাতনা উপভোগ করিতেছিস্, কিন্তু হারুণ সৎকর্ম্মের ফলে রাজ্যের ঈশ্বর হইয়া পরম সুখসম্ভোগে দিনপাত করিতেছে। হারুণ অর্থীগণকে প্রার্থনাতিরিক্ত দান করিয়া স্বীয় বদান্যতার পরিচয় দিতেছে। যদি তুই তাঁহার নিকট নিজের দুঃখ বিজ্ঞাপিত করিস্, যদি হারুণ তোর যাতনার বিষয় শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তুই তাঁহার দাতৃত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারিস্।' মহারাজ! দৈববাণী শ্রবণে আমার হৃদয়ে কথঞ্চিৎ আশ্বাস সঞ্চার হইল। আমি আপনার দাতৃত্ব পরীক্ষার মানসে অদ্য দ্বারদেশে আসিয়া সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রার্থনা করিয়া গিয়াছি।"

রাজা উদাসীনের বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্য বদনে তাঁহাকে দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন এবং যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া সমাদরে বিদায় দিলেন।

কালিফ হারুণের রাজত্বকালে ইলাইস্ ভাবীবক্তা ছিলেন; কিন্তু রাজা তাঁহাকে কখনও নেত্রগোচর করেন নাই, ইলাইস্‌কে দেখিবার জন্য নৃপবর সর্ব্বদাই ব্যাকুলিত ছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি

ইলাইসকে আনিয়া রাজাকে দেখাইবে, নরপতি তাহাকে অসংখ্য ধন উপহার প্রদান করিবেন।

এদিকে রাজদত্ত স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া উদাসীনের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। রাজা যে স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন, পরিমিতরূপে ব্যয় করিলে উদাসীন সুখস্বচ্ছন্দে যাবজ্জীবন অতিবাহিত করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার অযথা ব্যয়ে [illegible] আশা রহিল না। উদাসীন অপরিমিত ব্যয় করাতে অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত ধন ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। আবার তিনি পূর্ব্বের ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া উঠিলেন। পুনরায় কিরূপে রাজভাণ্ডার হইতে অর্থসংগ্রহ করিবেন, সেই চিন্তাই তখন তাঁহার মনে বলবতী হইল।

উদাসীন বহু চিন্তার পর মনে মনে যুক্তি স্থির করিয়া রাজসকাশে গমন করিলেন। সবিনয়ে নৃপমণির সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "নরনাথ! যদি আপনি তিনবর্ষ সময় দেন, এই তিনবর্ষের জন্য আমার আহারের সুব্যবস্থা করিয়া দেন, তাহা হইলে আমি ইলাইসের সহিত আপনার সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে পারি। প্রত্যহ তিনবার আমি পরমসুখে উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করিব, এবং চারিটী যুবতী কিঙ্করী সর্ব্বদা আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবে, যদি আপনি এইরূপ অঙ্গীকার করিতে পারেন, তাহা হইলে আমিও আপনার মনোরথ পরিপূর্ণ করিব।"

রাজা উদাসীনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "আমি তোমার প্রার্থনায় স্বীকৃত আছি, কিন্তু তিনবর্ষের মধ্যে ইলাইসের সাক্ষাৎ না পাইলে তোমার জীবনদণ্ড হইবে, এটী তুমি বিলক্ষণ অবগত থাকিও।"

উদাসীন, রাজার আজ্ঞায় সম্মত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমি স্বীকৃত আছি। যদি আমি ইলাইসকে দেখাইতে না পারি, তাহা হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে আপনি আমাকে বধ করিবেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।"

রাজা উদাসীনের বাক্যে প্রীত হইয়া তৎক্ষণাৎ তিনবৎসরের জন্য তাঁহার আহারাদির সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। রাজপ্রাসাদেই উদাসীনের বাসস্থান নির্ণীত হইল। চারিটী কিঙ্করী রাজার অনুজ্ঞায় উদাসীনের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। উদাসীন মনে মনে বিবেচনা করিলেন, তিন বৎসর

সমতীত হইতে না হইতে হয় ত রাজা সমস্ত কথাই বিস্মৃত হইয়া যাইবেন। যদিও বিস্মৃত না হন, তাঁহার হস্তপদ ধারণ করিয়া মিনতিপূর্ব্বক প্রাণভিক্ষা করিব। সদয় নৃপতি কখনও আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না অথবা কোনরূপ কলে কৌশলে পলায়ন করিয়া রাজ্যান্তরে গমনপূর্ব্বক ছদ্মবেশে অবস্থিতি করিব।

সময় কাহারও প্রতীক্ষা করিয়া থাকে না। দেখিতে দেখিতে তিনবর্ষ পরিপূর্ণ হইল। কালিফ, উদাসীনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "উদাসীন! তিন বৎসর অতীত হইয়াছে, এখন পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অদ্যাপি ইলাইসকে আনয়ন করিতে পারিলে না; অতএব অদ্যই আমি তোমার জীবনদণ্ড করিব।"

রাজার আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া উদাসীনের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তিনি নিস্পন্দ!—নিস্তব্ধ!—চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্থির! মুখে একটীও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তখন ভৃত্যগণ রাজার আদেশে তাঁহাকে কারাগারে বন্দী করিলেন। বধদিন নিরূপিত হইল। উদাসীন কারাগারে বন্দীভাবে থাকিয়াও প্রাণরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। একদা প্রহরীরা নিদ্রাগত হইয়াছে, ইত্যবসরে উদাসীন কারাগৃহের বাতায়নের লৌহশলাকা ভগ্ন করত পলায়ন করিল এবং গোরস্থানে সমুপস্থিত হইয়া তথায় নিভৃতে লুক্কায়িত রহিল। কোথায় যাইবে, কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কিরূপে জীবন রক্ষিত হইবে, এই ভাবনায় অস্থির হইয়া উঠিল। অবিরল অশ্রুধারে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল। অকস্মাৎ সুপরিচ্ছদধারী রমণীয়-মূর্ত্তি একটী পরমসুন্দর যুবা তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তিনি ধীরে ধীরে উদাসীনের নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? কি জন্য এই সমাধিস্থানে লুক্কায়িত রহিয়াছ? তোমার নয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রু-প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে, ইহারই বা কারণ কি?" উদাসীন একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তখন যুবা কহিলেন, "তুমি চিন্তা পরিত্যাগ কর, অন্তর হইতে ভয়কে অপসারিত কর, আমি তোমার হিতসাধনার্থই এস্থানে সমাগত হইয়াছি, তুমি তোমার দুঃখের কারণ সমস্ত আনুপূর্ব্বিক প্রকাশ কর, আমা দ্বারা যদি তোমার উপকার হয়, আমি সযত্নে তাহা

করিতে প্রস্তুত আছি।" উদাসীন যুবকের প্রবোধবচনে আশ্বস্ত হইয়া যাবতীয় ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলে যুবক কহিলেন, "তুমি অন্যায় আচরণ করিয়াছ। ধরণীতলে যে সকল রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কদাচ সামান্য বলিয়া বিবেচনা করিও না। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে উচ্চপদে সমারূঢ় করিয়াছেন। রাজগণ ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া প্রজাগণের শাসন করিয়া থাকেন। নৃপতিগণকে মানবরূপী ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান করাই কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের নিকট মিথ্যা বলা অথবা তাঁহাদিগের সহিত বঞ্চনা করা পাপীর কার্য্য বলিয়া গণনীয়। তুমি রাজার সহিত শঠতাচরণ করিয়া অপরাধ করিয়াছ, সুতরাং যথার্থই তুমি দণ্ডার্হ। যাহা হউক, আমি তোমার উপকার করিব, আমা হইতে তোমার জীবন রক্ষিত হইবে, যাহাতে মহারাজ ক্ষমা করেন, আমি তাহার উপায় বিধান করিব। তুমি নির্ভয়ে আমার সহিত নৃপতিসকাশে চল, তোমার কোন চিন্তা নাই।"

উদাসীন, যুবকের বাক্যে বিশ্বস্ত হইয়া তাঁহার সহিত রাজসকাশে গমন করিলেন। যুবক কালিফের সভায় উপনীত হইয়া তাঁহার পুরোভাগে গমন পূর্ব্বক সহাস্যবদনে কহিলেন, "মহারাজ! যে ব্যক্তি আপনাকে বঞ্চনা করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, আমি তাহাকে ধৃত করিয়া আনিয়াছি, এক্ষণ যেরূপ উচিতবিধান হয়, ইহাকে দণ্ড প্রদান করুন্।" যুবকের বাক্যশ্রবণে উদাসীনের হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল; ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। তিনি স্তম্ভিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। মনে মনে বিবেচনা করিলেন, কি আশ্চর্য্য! আমি এই যুবককে স্বর্গীয় দূত বিবেচনায় বিশ্বাস করিয়াছিলাম, কিন্তু ইহার অন্তর গরলরাশিতে পরিপূর্ণ, তাহা উপলব্ধি করিতে পারি নাই।

কালিফ হারুণ সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, যুবকের বাক্য শ্রবণমাত্র চমকিতভাবে উদাসীনের দিকে নেত্রপাত করিলেন। উদাসীনকে দেখিবামাত্র তাঁহার হৃদয় ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তিনি সক্রোধে ভীষণ গর্জ্জনে কহিলেন, "দুরাত্মন্! বিশ্ববঞ্চক! তুই কারাগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া পুনরায় দ্বিতীয় অপরাধে অপরাধী হইলি। কঠিন যন্ত্রণা সহ্য করিয়া তোকে জীবন পরিত্যাগ করিতে হইবে। তোকে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করে, ধরাধামে তাদৃশ ব্যক্তি কেহই নাই।"

যখন রাজা ক্রোধভরে উদাসীনকে এইরূপে তিরস্কার করেন, তখন রাজার সিংহাসনখানি স্থানভ্রষ্ট হইয়া বিপরীতভাবে পড়িয়া গেল, রাজাও তৎসঙ্গে ভূতলে নিপতিত হইলেন। পতিত হওয়াতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা অনুভূত হইল। যখন রাজা ভূপতিত হন, তখন পুরোবর্ত্তী যুবক কহিলেন, "পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই তাহার আকরের অনুসরণ করে।"

নরপতি ভূপতিত হইবামাত্র একজন কিঙ্কর ব্যস্ত সমস্তভাবে আগমন করত তাঁহাকে ভূতল হইতে সমুত্থাপিত করিল। সে যখন রাজার হস্তধারণ পূর্ব্বক উত্থাপিত করে, তখন তাহার ধারণে রাজার গাত্রে বেদনা সঞ্চার হইল, এমন কি, তিনি বেদনায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তখনও যুবক পুনরায় কহিলেন, "পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই তাহার আকরের অনুরূপ।"

নরপতি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সিংহাসনে সমুপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রীত্রয়ের প্রতি কটাক্ষপাত করত কহিলেন, "এক্ষণ এই উদাসীনের প্রতি কিরূপ দণ্ডবিধান উচিত, তাহা নিরূপণ কর।"

তখন প্রথম মন্ত্রী কহিলেন, "নরনাথ! উদাসীন যার পর নাই ধূর্ত্ত ও প্রবঞ্চক। আমার বিবেচনায় ইহার দেহ খণ্ড খণ্ড করত লৌহশলাকায় বিদ্ধ করা উচিত। তাহা হইলে তদ্দর্শনে রাজ্যবাসী অপরাপর দুশ্চরিত্রগণের চরিত্র সংশোধন হইবে সন্দেহ নাই।" মন্ত্রীর বাক্য শ্রবণমাত্র যুবক কহিলেন, "মন্ত্রী যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই তাহার আকরের অনুরূপ।"

অনন্তর দ্বিতীয় মন্ত্রী রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আমার বিবেচনায় এই দুরাত্মা প্রবঞ্চক উদাসীনের মাংস সুন্দররূপে রন্ধন করিয়া কুকুরগণকে প্রদান করুন। ইহার মাংস ভোজন করিয়া কুক্কুরগণ পরম পরিতৃপ্তি লাভ করুক। ইহার বধসাধনে বিলম্ব করা কোনমতেই সমুচিত বোধ হয় না।" যুবক দ্বিতীয় মন্ত্রীর বাক্য শ্রবণ করিয়াও কহিলেন, "মন্ত্রীবর যথার্থ কথাই বলিয়াছেন, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই তাহার আকরের অনুরূপ।"

তৎপরে তৃতীয় মন্ত্রী করপুটে রাজাকে সম্বোধন করিয়া বিনয়নম্র বচনে কহিলেন, "রাজ্যেশ্বর! আমার বিবেচনায় এই উদাসীনকে ক্ষমা করা কর্ত্তব্য। আপনি রক্ষাকর্ত্তা, আপনি অনুগ্রহ করিলে, আপনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই ইহার জীবন রক্ষিত হয়, কিন্তু আপনি নিষ্ঠুর হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারে না।" যুবক তৃতীয় মন্ত্রীর বাক্য শেষ হইবামাত্র কহিলেন, "মন্ত্রীবর যাহা বলিয়াছেন, তাহা যথার্থ। পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই তাহার আকরের অনুরূপ।"

পুনঃপুনঃ যুবকের মুখে একরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া নরপতির বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুবক! তুমি প্রতিবারেই একরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, ইহার কারণ কি? প্রতি মন্ত্রীর বাক্যাবসানেই তুমি 'পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই তাহার আকরের অনুরূপ।' এই বাক্য বলিয়াছ, ইহার প্রকৃত মর্ম্ম কি, তাহা বর্ণন করিয়া আমার কৌতুহল পরিপূর্ণ কর।"

যুবক রাজার প্রশ্নে উত্তর করিলেন, "মহারাজ! শ্রবণ করুন্। আপনি যে সিংহাসন হইতে নিপতিত হন, উহার একটী পদ কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র ছিল। যে ব্যক্তি ঐ সিংহাসন নির্ম্মাণ করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই খঞ্জ ছিল সন্দেহ নাই, সেই জন্য সিংহাসনের একটী পদও ঈষৎ ক্ষুদ্র হইয়াছে। এই জন্যই আমি বলিয়াছিলাম যে, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই তাহার আকরের অনুরূপ। যে ব্যক্তি আপনাকে উত্থাপিত করে, তাহার ধারণে আপনার অঙ্গে বেদনা জন্মিয়াছিল, ইহার কারণ এই যে, ঐ ব্যক্তি অস্থিসংযোজকের বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, এই জন্যই বলিয়াছিলাম যে, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই তাহার আকরের অনুরূপ। যখন প্রথম মন্ত্রী অপরাধীর দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া লৌহশলাকায় বিদ্ধ করিতে বলেন, তখনও আমি ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি। তাহার কারণ এই যে, এই মন্ত্রী কসাইবংশে সঞ্জাত, সেই জন্যই ঐ ব্যক্তি ঐরূপ দণ্ডের অনুমোদন করিলেন। দ্বিতীয় মন্ত্রী যখন অপরাধীর মাংস রন্ধন পূর্ব্বক কুক্কুরগণকে দিতে বলেন, তখনও আমি ঐ একরূপ বাক্যই উচ্চারণ করিয়াছি। তাহার কারণ এই যে, এই মন্ত্রী পাচকের বংশে জন্ম ধারণ করিয়াছেন। অবশেষে তৃতীয় মন্ত্রী

যৎকালে অপরাধীকে ক্ষমা করিতে বলেন, তখনও আমি বলিয়াছিলাম যে, ‘পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই তাহার আকরের অনুরূপ।’ ইহার কারণ এই যে, শেষোক্ত মন্ত্রী সৎকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার বংশের অনুরূপ বাক্য দ্বারাই উদাসীনের প্রাণরক্ষার্থ সমুদ্যত হইয়াছেন। মহারাজ! আমার বাক্যের মর্ম্মার্থ অবগত হইলেন, এক্ষণে আমি আমার আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন্। আপনি বহুদিন হইতে যাহাকে দেখিবার বাসনা করিতেছেন, আমিই সেই ভাবীবক্তা ইলাইস। এখন আপনার মনোরথ পরিপূর্ণ হইল। আপনি পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া উদাসীনের বন্ধন মোচন করুন্।” ইলাইস এই বলিয়া তথা হইতে তিরোহিত হইলেন। তখন কালিফের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি উদাসীনের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া যাবজ্জীবনের জন্য তাহার বৃত্তি সংস্থাপিত করিয়া দিলেন। উদাসীনও তদবধি পরমসুখে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

মহিষী এইরূপে উপন্যাস সমাপন করিয়া কহিলেন, “মহারাজ! আপনার মন্ত্রীগণ যার পর নাই দুর্জ্জন ও কুলাঙ্গার। ধর্ম্মপথে তাহাদিগের কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই। উদাসীন যেরূপ কালিফকে প্রলোভনবাক্যে বঞ্চনা করিয়াছিল, মন্ত্রীগণও আপনাকে সেইরূপ প্রলোভিত করিতেছে। নুরজিহান যেরূপ অপরাধী, তাহাতে অবিলম্বে তাহার প্রাণবধ করা কর্ত্তব্য। আপনার মন্ত্রীগণ গোপনে নুরজিহানকে কুমন্ত্রণা দিয়া আপনার অনিষ্ট সাধন করিবে সন্দেহ নাই।”

নরপতি মহিষীর বাক্য শ্রবণে ক্রোধে সমুত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রভাতেই পুত্রের বধসাধনে প্রতিজ্ঞা করত শয়ন করিলেন। অনন্তর প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সভাতলে সমাসীন হইয়া ঘাতুকের প্রতি পুত্রের বধসাধনে অনুজ্ঞা করিলে সপ্তম মন্ত্রী করযোড়ে কহিলেন, “নরনাথ! বিনাদোষে পুত্রবধ করিয়া ঘোরতর কলঙ্কসাগরে নিমগ্ন হইবেন না। আপনি মহিষীর প্রলোভনে আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন। আমি নরপতি কুতবুদ্দীন ও রূপবতী গোলরুকের বিবরণ বর্ণন করিতেছি, তাহা শ্রবণ করিলেই আপনার হৃদয়ের মোহজাল অপসারিত হইবে।” মন্ত্রী এই বলিয়া করপুটে গল্পবর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

—

নরপতি কুতবুদ্দীন ও রূপবতী গোলরুকের উপন্যাস।

পূর্ব্বকালে যৎকালে সুপ্রসিদ্ধ মহীপতি কুতবুদ্দীন সিরিয়ার সিংহাসনে রাজত্ব করেন, তখন তাঁহার জনৈক মন্ত্রী কিছুদিনের জন্য কাশ্মীর প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। তথায় এক রূপবতী রমণীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কালক্রমে সেই রমণীর গর্ভে একটী পরমসুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কন্যার নাম গোলরুক। অবশেষে মন্ত্রী কন্যা ও কলত্র লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে রাজা কন্যার রূপরাশি দর্শনে বিমোহিত হইয়া পড়েন। তিনি মন্ত্রীকে অনুরোধ করিয়া তদীয় নন্দিনীকে আপন আবাসে আনিয়া রাখিলেন। সুবিজ্ঞ শিক্ষকগণ নিযুক্ত করিয়া কন্যাকে শিক্ষাপ্রদান করিতে লাগিলেন। দিন দিন মন্ত্রীদুহিতার বয়ঃক্রমের সহিত লাবণ্য সংবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। মহীপতি এক মুহূর্ত্ত তাহাকে না দেখিলে চারিদিক শূন্যময় দেখেন। ক্রমে মন্ত্রীনন্দিনী যৌবনপথে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার লাবণ্যছটা রাজপুরী আলোকিত করিয়া তুলিল। তিনি রাজার আদরে পরমযত্নে সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

একদা মহীপতি বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে নিশাযোগে ভোজন করিতে বসিলেন। নানাপ্রকার বহুমূল্য সুরা সমুপস্থিত হইল। চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি খাদ্যের অভাব ছিল না। ফল ফুল স্তূপাকারে সজ্জিত রহিয়াছে। ভৃত্যগণ সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া যাহার যাহা অভিলাষ, তাহাই আনয়ন করিয়া দিতেছে। নরপতি সুরাপান করিতে করিতে বিহ্বলপ্রায় হইয়া উঠিলেন। লোকে যেমন স্বপ্ন দর্শন করে, তিনিও তদ্রূপ যেন দেখিতে লাগিলেন, অন্তঃপুরে গোলরুক একজন ভৃত্যের প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া তাহার সহিত বিহার করিতেছেন। অমনি নরপতির অন্তর ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তিনি অবিলম্বে কিঙ্করকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "এই মুহূর্ত্তে গোলরুকের শিরশ্ছেদন করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর।"

আদেশ লঙ্ঘন করে, কাহার সাধ্য? কিঙ্কর রাজার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। অবিলম্বেই একটী সদ্যচ্ছিন্ন মুণ্ড করে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রভুর সমীপে উপনীত হইয়া কহিল, "ধর্ম্মাবতার! আপনার

আজ্ঞা প্রতিপালিত হইয়াছে।" রাজা তৎশ্রবণে একবার কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন, "উহাকে নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত কর। আমি কল্য তোমাকে তোমার সততার পুরস্কার প্রদান্ করিব।"

ভৃত্য আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। ভোজনান্তে সকলে স্ব স্ব আলয়ে গমন করিল। রাজাও নিদ্রাবশে সুখশয্যায় শয়ান হইলেন।

প্রভাতেই নরপতির নিদ্রাভঙ্গ হইল। সুরার প্রবল শক্তি তখন সমস্তই অপসারিত হইয়াছে। রাত্রিকালের দুর্ঘটনা তখন রাজার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তিনি পুনঃপুনঃ আত্মভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। বিলাপ করিতে করিতে কিঙ্করগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমার স্বর্ণপ্রতিমা গোলরুক কোথায়? তাহার বিরহে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। শীঘ্র তাহাকে আনয়ন করিয়া আমার জীবন রক্ষা কর।"

কিঙ্করগণ সানুনয়ে উত্তর করিল, "ধর্ম্মাবতার! আপনার আদেশে কল্যই নিশিযোগে গোলরুকের মুণ্ড কর্ত্তিত হইয়াছে। অবশেষে শবদেহ নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এখন আর উপায় নাই, আর এ জীবনে গোলরুকের দর্শন লাভ হইবে না।"

কিঙ্করমুখে এই দারুণবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নরপতির হৃদয় শোকে অধীর হইয়া উঠিল। তিনি হাহাকার করিয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে লাগিলেন। তিনি আত্মভৎর্সনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! আমি কি কুকর্ম্ম করিয়াছি? কেন আমি গরলসম মদিরা পান করিলাম? হা বিধে! কি দোষে রত্ন প্রদান করিয়া আবার হরণ করিলে? এইরূপ বিলাপ করত নির্জ্জনে বসিয়া অবিরল ধারে রোদন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে মন্ত্রী তথায় সমুপনীত হইলেন। তাঁহাকে সন্দর্শন করিবামাত্র রাজার শোকানল দ্বিগুণতর সংবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মন্ত্রীবর! আমার আর জীবনধারণে বাসনা নাই; বস্তুত আর অধিকদিনও জীবিত থাকিব না। আমার সময় নিকটবর্ত্তী। হায়! কেন আমি তোমার নন্দিনীকে আমার গৃহে আনয়ন করিয়াছিলাম? তাহার বিরহে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি স্বীয় নির্ব্বুদ্ধিতা দোষে স্বর্ণপ্রতিমাকে অগাধসলিলে বিসর্জ্জন করিলাম।"

এই প্রকারে দুইমাস সমতীত হইল। নরপতি অনাহারে অনিদ্রায় দিন-যামিনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কদাচিৎ কোন সময়ে অনুরোধে কিঞ্চিন্মাত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। মুখে দিবানিশি হাহা-কার শব্দ। জীবন পরিত্যাগ করাই তাঁহার একমাত্র সঙ্কল্প হইল। তাঁহাকে এইরূপ শোকবিহ্বল দেখিয়া মন্ত্রী একদা পুনরায় তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। করপুটে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! আর কতদিন এরূপ শোকভারে আক্রান্ত থাকিবেন? স্বীয় দেহ রক্ষা করাই সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম। আপনার এই অবস্থা দেখিয়া সকলেই ম্রিয়মাণ হইয়াছেন, প্রজা-বর্গের দুঃখের পরিসীমা নাই। এরূপ অবস্থায় আর কিছুদিন যাপন করিলে রাজ্য অরাজক হইয়া পড়িবে। ধৈর্য্য ধারণ করুন্। আমি পিতা হইয়াও কন্যার শোক বিস্মৃত হইয়াছি। কি করি, মানবধর্ম্ম স্মরণ করিয়া শোকে অধীর হওয়া সমুচিত নহে। যিনি এই জগতের সৃষ্টিস্থিতি সংহারের একমাত্র কর্ত্তা, যাঁহার ইচ্ছায় চন্দ্র সূর্য্য অহরহঃ শূন্যমার্গে পরিভ্রমণ করিতেছেন, যাঁহার মহিমার ইয়ত্তা করা মনুষ্যের সাধ্য নহে, তাঁহার ইচ্ছাবশেই সমস্ত সঙ্ঘটিত হয়। তিনি যখন যে ভাবে রাখেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা ধীমানের কর্ত্তব্য। প্রকৃত লোকেই বিষাদে অভিভূত হয়। আপনি রাজ্যেশ্বর, আপ-নার দৃষ্টান্ত দেখিয়া সকলে সুশিক্ষা গ্রহণ করিবে। প্রাকৃতজনের ন্যায় শোকে অধীর হওয়া আপনার ন্যায় মহানুভবের কর্ত্তব্য নহে।"

নরপতি মন্ত্রীর প্রবোধবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "মন্ত্রীবর! তুমি যতই প্রবোধ প্রদান কর, কিছুতেই কোন ফল দর্শিবে না। আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, তুমি সুখে রাজ্যশাসন কর। যদি তোমার অভিলাষ না হয়, অন্য কোন উপযুক্ত লোকের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ কর। আমার সেবা না করিয়া সেই ব্যক্তির সেবায় তৎপর হও। আমি জগৎ শূন্যময় দেখিতেছি, পৃথিবীর কোন বস্তুতেই আমার আবশ্যক নাই। রাজ্য সম্পত্তি সমস্তই আমার নিকট বিষবৎ বোধ হইতেছে। একমাত্র গোলরুক ব্যতিরেকে আমি আর কিছুমাত্র প্রার্থনা করি না। তুমি যাও, এস্থানে আর কি করিবে? আমি নির্জ্জনে হৃদয়মন্দিরে প্রাণপ্রতিমার রূপ ধ্যান করি।"

নরপতি এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত

হইলেন। ক্ষণকালমধ্যেই পুনরায় সংজ্ঞালাভ হইল। তখন মন্ত্রী বিনয়বচনে কহিলেন, "মহারাজ! অধৈর্য্য হইবেন না। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার উত্তর প্রদান করুন্। যদি এখন ঈশ্বরকৃপায় গোলরুক আপনার নিকট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আপনি তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন? আপনি তাহাকে কি রোষদৃষ্টিতে দেখেন কিম্বা প্রসাদনয়নে নেত্রপাত করিয়া তাহার প্রতি করুণাবিতরণ করেন?"

নরপতি সবিস্ময়ে চমকিতভাবে কহিলেন, "মন্ত্রীবর! আর তাপিত হৃদয়ে অগ্নি প্রজ্বালিত করিও না। আর কি আমার সেদিন উপস্থিত হইবে? আহা! ঈশ্বরের কৃপায় যদি পুনরায় গোলরুককে প্রাপ্ত হই, আমার মৃতদেহে পুনর্জীবন লাভ হয়। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তেমন সুখের দিন উপস্থিত হইলে আমি তাহাকে বিবাহ করিয়া পরম সুখী হই। তাহাকে হৃদয়ের ঈশ্বরী করিয়া সযত্নে প্রতিপালন করি।"

মন্ত্রী রাজার শপথ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "নরনাথ! ধৈর্য্যধারণ করুন, আপনি পুনরায় গোলরুককে প্রাপ্ত হইবেন।" অমাত্য এই বলিয়াই কন্যাকে সম্বোধন করিলেন। গোলরুক অন্তরালে দণ্ডায়মান ছিলেন, পিতা আহ্বান করিবামাত্র সম্মুখে সমুপনীত হইলেন। গোলরুককে সম্মুখে দর্শন করিবামাত্র নৃপতির হৃদয় আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিল। তিনি নিস্পন্দপ্রায় হইয়া পড়িলেন। সহসা অত্যন্ত আনন্দে উন্মত্ত হইয়া অকস্মাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন।

মন্ত্রী ব্যস্তসমস্তভাবে সুশীতল গোলাপ বারি আনয়ন করিয়া রাজার চেতনাসঞ্চার করিলেন। অবিলম্বেই নরপতির জ্ঞানোদয় হইল। তিনি মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমাত্যবর! শীঘ্র বল, কিরূপে স্বর্ণপ্রতিমা গোলরুক পুনর্জ্জীত হইলেন?"

তখন মন্ত্রী করযোড়ে কহিলেন, "নরনাথ! সমস্তই আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি গোলরুকের বধসাধনার্থ ঘাতুকের প্রতি আদেশ প্রদান করিলে আমি তৎক্ষণাৎ ঘাতুকের নিকট গমন করি, এবং তাহাকে বহু অর্থ দিয়া তনয়ার প্রাণ ভিক্ষা চাই। আমি ঘাতুককে আরও বলিলাম যে, মহীপতি ক্রোধবশে গোলরুকের শিরশ্ছেদ করিতে আজ্ঞা

প্রদান করিয়াছেন বটে, কিন্তু কল্য পুনরায় শোকে অধীর হইয়া তোমারই নিকট গোলরুককে প্রার্থনা করিবেন। অতএব তুমি কারাগৃহে গমন পূর্ব্বক একজন দুষ্টা বন্দিনীর জীবন ধ্বংস করিয়া গোলরুকের পরিবর্ত্তে তাহারই মুণ্ড রাজার নিকট লইয়া যাও! ঘাতুক আমার বাক্য অবহেলা করিল না। আমি যেরূপ পরামর্শ প্রদান করিলাম, সে তদনুসারেই কার্য্য সম্পাদন করিল। আমি কন্যাকে লইয়া গোপনে রাখিয়াছিলাম। আপনি মনে মনে নিশ্চয় স্থির করিলেন যে, গোলরুক প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে।

মন্ত্রীর বচন শ্রবণ করিয়া নরপতির আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি মন্ত্রীকে বহুমূল্য দ্রব্যাদি পুরস্কার প্রদান করিলেন। অবশেষে শুভ লগ্নে গোলরুকের পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বেশ্বরী করিয়া রাখিলেন। বহুদিন গোলরুকসহ যাপনান্তে নরপতি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

মন্ত্রী এইরূপে উপন্যাস সমাপ্ত করিলে পারস্যনাথের অন্তরে প্রবোধের উদয় হইল। তিনি মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মন্ত্রীবর! তোমার উপদেশে আমি যার পর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছি। আমি অদ্য নুরজিহানের বধদণ্ড স্থগিত রাখিলাম। বিশেষ বিবেচনা না করিয়া, বিশেষ প্রমাণ না লইয়া এ কার্য্যে হস্তার্পণ করিব না।" মহীপতি এই বলিয়া সকলকে বিদায় প্রদান পূর্ব্বক সভাভঙ্গ করিয়া অনুচরগণ সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় যাত্রা করিলেন।

পারস্যনাথ অনুচরগণ সহ সমস্ত দিবা কাননে কাননে পর্য্যটন পূর্ব্বক মৃগ শীকার করিতে লাগিলেন। চতুরঙ্গ দলের কোলাহলে বনস্থলী নিনাদিত হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিক হইতে হিংস্র শ্বাপদগণ পলায়ন করিতে লাগিল।

ক্রমে দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। সন্ধ্যা সমাগত হইল। তখন মহীপতি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। এদিকে নুরজিহানের বধদণ্ড স্থগিত আছে শুনিয়া মহিষীর অন্তর ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। তিনি সরোষে পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আর আমি আপনাকে পুনঃপুনঃ নুরজিহানকে বধ করিতে অনুরোধ করিব না। আপনি নারীজাতির বাক্য অবহেলা করিলেন, কিন্তু সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন, আপনাকে ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইতে হইবে। মহারাজ!

ভাবীবক্তা মূসা যেমন ইজরালগণকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, আমিও এক সময়ে আপনাকে সেইরূপ তিরস্কার করিব।"

পারস্তনাথ মহিষীর বচন শ্রবণ পূর্ব্বক সবিস্ময়ে কহিলেন, "প্রিয়তমে! তুমি যে ইজরালগণের তিরস্কারের কথা উল্লেখ করিলে, তাহা সবিস্তার বর্ণন পূর্ব্বক আমার কৌতূহল নিবারণ কর। উহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে।" তখন মহিষী রাজার বচনে সমুৎসাহিত হইয়া উপন্যাস বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

আয়াদনগরের রাজার ইতিবৃত্ত।

পূর্ব্বে যৎকালে ভাবীবক্তা মূসা ধরাতলে য়িহুদীধর্ম্ম প্রচার করেন, তখন আয়াদনগরে আউজি ইবানা নামে মহাবলপরাক্রান্ত নিশাচর তুল্য দুর্দ্দান্ত নরপতি বাস করিতেন। তাঁহার ভীষণ আকৃতি দর্শন করিলেই ভয়ে মূর্চ্ছিত হইতে হয়। তাঁহার নখ সকল এত বৃহৎ ছিল যে, তীক্ষ্ণধার কুঠার দ্বারা নখ কর্ত্তন করিতে হইত। সেই পরিমাণে যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গই বিকটাকার ও বৃহৎ ছিল।

এক সময়ে মূসা চতুরঙ্গ সেনা সহকারে আয়াদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আয়াদরাজ বিধর্ম্মী ছিলেন, একপ্রকার নাস্তিক বলিলেই হয়। তাহাকে ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত করাই মূসার একমাত্র উদ্দেশ্য। মূসা ক্রমে ক্রমে আয়াদ-নগরের সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রান্তর মধ্যে শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

এদিকে আয়াদরাজ, মূসার আগমন বার্ত্তা শ্রবণমাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। অবিলম্বেই চতুরঙ্গ সৈন্য সহকারে সজ্জিত হইয়া প্রান্তরে সমুপ-স্থিত হইলেন। তাঁহার বিকট আকৃতি দর্শন করিয়াই মূসার সমরাশা বিদূরিত হইল। তিনি পলায়ন পূর্ব্বক নিজ-শিবিরে আগমন করিয়া আয়াদরাজের সহিত সন্ধি সংস্থাপনার্থ দ্বাদশজন বিজ্ঞবর পণ্ডিতকে তৎসকাশে প্রেরণ করিলেন। পণ্ডিতগণ আয়াদরাজের সভায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নরপতি তীক্ষ্ণ কুঠার দ্বারা স্বীয় নখ কর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার ভয়াবহ

আকৃতি দর্শনে পণ্ডিতগণ বিহ্বলপ্রায় হইয়া পড়িলেন, তাঁহাদিগের মুখে একটীও বাক্য নির্গত হইল না, তাঁহারা চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। আয়াদনাথ পণ্ডিতগণকে দেখিয়া এরূপ বিকট হাস্য করিলেন যে, সেই বিকট হাস্যে সভাস্থলী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তিনি পণ্ডিতগণকে সামান্য ক্ষুদ্র জীব বোধে ধরিয়া স্বীয় জামার পকেটে রাখিয়া দিলেন, এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আহা! যদি এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু কয়েকটীর কথা কহিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে আমার শিশু সন্তানেরা ইহাদিগকে লইয়া নানাপ্রকার ক্রীড়া করিতে পারিত। আয়াদরাজ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া বিকটবেশে সমরভূমে গমন করিলেন। ক্ষণকাল পরে পকেট হইতে পণ্ডিতগণকে তথায় পরিত্যাগ করিলে তাঁহারা প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন। রাজার বিকট আকৃতি দর্শনে ইজ্রাল সৈন্যগণও পলায়ন করিতে লাগিল। তখন সৈন্যসীমন্তিনীগণ নিজ নিজ পতিকে ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক তিরস্কার করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা কিছুতেই কর্ণপাত করিল না, তাহারা স্ব স্ব ভার্য্যাগণের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক পলায়ন করিল, কেহ কেহ প্রাণভয়ে ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তখন রমণীগণ মূসাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মহাশয়! এই সকল কাপুরুষগণকে ধিক্! আপনি স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন্, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন।"

অনন্তর মূসা অনন্যোপায় হইয়া একাকী আয়াদরাজের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। আয়াদরাজ একটী বৃহৎ পর্ব্বতের চূড়া উত্তোলন পূর্ব্বক মূসার অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। সেই পাষাণখণ্ড মূসার গাত্রোপরি নিক্ষিপ্ত হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেন সন্দেহ নাই। এদিকে জগদীশ্বর মূসাকে বিপদগ্রস্ত দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহার সাহায্যার্থ দূত প্রেরণ করিলেন। স্বর্গীয় দূত তৎক্ষণাৎ পক্ষীরূপ ধারণ করিয়া চঞ্চুপুটে শিলাখণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করিল। তখন ঈশ্বরের অনুগ্রহে মূসার শরীর সপ্ততিহস্ত পরিমিত দীর্ঘ হইয়া উঠিল, স্বর্গীয় দূত অলক্ষিতে মূসার হস্তে এক প্রকাণ্ড গদা প্রদান করিল। মূসা সেই গদা লইয়া অতুল সাহসে সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ষণকাল মধ্যেই দুর্দান্ত আয়াদরাজ হীনবল হইয়া পড়িলেন। বহুক্ষণ সংগ্রামের পর মূসা তাহার প্রাণবিনাশ করিলেন।

আয়াদরাজ নিহত হইলে ইজ্রাল সৈন্যগণ সাহসে ভর করিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক করযোড়ে মূসাকে অভিবাদন করত কহিল, "প্রভো! অনুমতি করুন, আপনার কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে।" মূসা তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "তোমাদিগকে ধিক্, স্ত্রীজাতির অন্তরে যেরূপ সাহস আছে, তোমাদিগের হৃদয়ে তাহার শতাংশের একাংশও লক্ষিত হয় না। তোরা যেরূপ আমার আজ্ঞা অবহেলা করিয়া পলায়ন করিয়াছিলি, তাহার উপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হইবি। তোরা অদ্য হইতে চত্বারিংশৎবর্ষ পর্য্যন্ত বিষাদিতমনে তাহেজোকি অরণ্যে ভ্রমণ করিবি সন্দেহ নাই। মূসা সৈন্যগণকে এইরূপে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

মহিষী এইরূপে উপন্যাস বর্ণন করিয়া কহিলেন,"মহারাজ! আপনাকেও ইজ্রালগণের ন্যায় পরিণামে মহাদুঃখে নিপতিত হইতে হইবে। আপনি প্রত্যহ নুরজিহানের বধসাধনে প্রতিজ্ঞা করেন, কিন্তু যামিনী প্রভাতে মন্ত্রীগণের কুপরামর্শে বিস্মৃত হইয়া যান। এরূপে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা আপনার ন্যায় মহাত্মার কর্ত্তব্য নহে। আমি আপনারই মঙ্গলের জন্য পুনঃপুনঃ মিনতি প্রকাশ করি।"

মহিষীর বাক্যে নরপতির হৃদয় ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল। তিনি প্রভাতেই নুরজিহানের বধসাধনে প্রতিজ্ঞা করিয়া মহিষীসহ সুখশয্যায় শয়ান হইলেন।

যামিনী প্রভাতে নরবর সভামঞ্চে সমাসীন হইয়া নিশাকালের প্রতিজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক পুত্রের বধ সাধনার্থ ঘাতুকের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। তখন অষ্টমমন্ত্রী করপুটে কহিলেন, "মহীশ্বর! আপনার ন্যায় মহাত্মার হৃদয় হইতে ধৈর্য্য বিচ্যুত হয়, ইহা যার পর নাই দুঃখের বিষয়। ক্ষণকাল ধৈর্য্যধারণ করুন। বিনাদোষে সহসা পুত্রবধরূপ মহাপাতকে পরিলিপ্ত হইবেন না। আমি পদ্মনাভ নামক এক ব্রাহ্মণের ইতিবৃত্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সেই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া তৎপরে আপনার যাহা অভিরুচি হয় করিবেন।" মন্ত্রীবর এই বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে উপন্যাস বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

যুবা হাসান ও পদ্মনাভ নামক জনৈক বিপ্রের কাহিনী।

পূর্ব্বকালে দামাস্কাস নগরে হাস্যান নামে একটী যুবক চূর্ণদ্রব্যের ব্যবসায় করিতেন। হাসানের পিতা পুত্রের উপজীবিকার জন্যই ঐ দোকান করিয়া দিয়াছিলেন। হাসান রূপে, গুণে ও স্বভাবে নগরের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার ন্যায় সুমধুর বংশীবাদক ও সুগায়ক তৎকালে আর কেহই ছিল না। নগরীর যাবতীয় লোকেই তাঁহার দোকানে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণ করিত এবং তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিত। হাসান অভ্যাগত লোকসমূহকে মধুর সম্ভাষণে এরূপ প্রীত করিতেন যে, তাঁহারা সামান্যমাত্র দ্রব্য ক্রয় করিয়া তাঁহাকে তাহার চতুর্গুণ মূল্য প্রদান করিতেন। এইরূপে হাসানের পিতা পুত্রের গুণে বহু অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

একদা পদ্মনাভ নামে একটী ব্রাহ্মণ হাসানের দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাসানের সুশীলতা দর্শনে এবং তাঁহার সংগীত শ্রবণে ব্রাহ্মণের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তিনি হাসানের হস্তে একটী রৌপ্যমুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন। এই প্রকারে সেই বিপ্রবর প্রত্যহ হাসানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন পূর্ব্বক এক একটী রজতমুদ্রা অর্পণ করিয়া স্বীয় আবাসে প্রস্থান করেন।

কতিপয় দিবস অতীত হইলে হাসান একদা তাঁহার পিতার নিকট ঐ ব্রাহ্মণের বিষয় নিবেদন করিলেন। তখন হাসানের পিতা বিস্মিত ও সন্দিগ্ধ হইয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি সরলহৃদয় বলিয়াই সকলকে সরল বিবেচনা করিয়া থাক, কিন্তু বিশ্বপাতার এই অসীম ব্রাহ্মাণ্ডতলে কে কোন্ অভিপ্রায়ে বিচরণ করে, তাহা বোধগম্য করা অতীব দুরূহ। আমার বোধ হইতেছে, সেই ব্রাহ্মণের হৃদয়ে অবশ্য কোন নিগূঢ় অভিসন্ধি আছে, নতুবা সে ব্যক্তি প্রত্যহ অকাতরে এরূপ অর্থ বিতরণ করিবে কেন? যাহা হউক, কল্য সেই বিপ্র দোকানে সমুপস্থিত হইলে তুমি তাঁহাকে একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিও। আমার আবাসে আসিলে আমি

পরম সুখী হইব, তাঁহাকে একথাও বলিও। আমি ক্ষণকাল আলাপ করিলেই তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিব।” হাসান পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পূর্ব্ববৎ দোকানে প্রস্থান করিলেন।

পরদিবস বিপ্রবর পূর্ব্ববৎ দোকানে সমুপস্থিত হইলে হাসান নানাবিধ কথোপকথনের পর কহিলেন, “মহাশয়! আমার পিতা আপনার সৌজন্যের কথা শ্রবণ করিয়া সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। আপনি একবার কৃপা করিয়া আমাদিগের আবাসে পদার্পণ করিলে তিনি পরমসুখী হন।”

পদ্মনাভ হাসানের বাক্যে সম্মত হইলে হাসান তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া পিতৃসকাশে উপনীত হইলেন। হাসানের পিতা যথোচিত অভ্যর্থনা সহকারে পদ্মনাভের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। বিপ্রবরের অমায়িকতা ও সৌজন্য দর্শনে হাসানের পিতা যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার অন্তরে কোনরূপ দুরভিসন্ধিই স্থান পায় না। তিনি প্রকৃতিসিদ্ধ মহত্ত্বগুণে হাসানের গুণের বশবর্ত্তী হইয়াছেন। অনন্তর নানাবিধ কথাপ্রসঙ্গের পর হাসানের পিতা বিপ্রবরকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে পদ্মনাভ কহিলেন, “মহাশয়! আমার নাম পদ্মনাভ, আমি বিদেশী; কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে আমাকে কিছুদিন এই নগরীতে অবস্থিতি করিতে হইবে।”

হাসানের পিতা বিপ্রবরের পরিচয় পাইয়া সবিনয়ে কহিলেন, “আপনার যেরূপ গুণ ও অমায়িকতা, তাহাতে আপনার সহিত একত্রাবস্থানে সজ্জন ব্যক্তিমাত্রেরই বাঞ্ছনীয়। আমার অভিলাষ, আপনি যতদিন এই নগরীতে থাকিবেন, আমার আবাসেই অবস্থিতি করুন্। এখানে আপনার কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হইবে না। আমরা আপনার অধীন।”

হাসানের পিতার সৌজন্য দর্শনে বিপ্রবরের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া সেই বাটীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। হাসানের ও হাসানের পিতার গুণে তাঁহার প্রীতি দিনদিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল।

একদা পদ্মনাভ হাসানকে জনান্তিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “বৎস! আমি তোমার গুণের একান্ত পক্ষপাতী, আমি তোমাকে প্রাণাপেক্ষাও

অধিক স্নেহ করি। আমি কতকগুলি গুপ্তবিদ্যা অবগত আছি, আমার অভিলাষ, তোমাকে সেই সমস্ত বিদ্যা প্রদান করি। অচিরে তোমাকে জগতে সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী করিয়া চিরসুখী করিব, ইহাই আমার একান্ত বাসনা। যদি তুমি আমার সহিত গমন কর, আমি তোমাকে অতুল গুপ্ত-ধনের অধিকারী করিব।"

হাসান বিপ্রবরের বচন শ্রবণ করিয়া সবিনয়ে কহিলেন, "মহাশয়! আপনি আমার একমাত্র হিতৈষী, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, কিন্তু আমি পিতার অধীন, পিতার বিনা অনুমতিতে কোন কার্য্য করিতে বা কোন স্থানে গমন করিতে সক্ষম হই না। যদি পিতা অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি এই মুহূর্ত্তেই আপনার আদেশে সম্মত হইতে পারি।"

তখন পদ্মনাভ হাসানের পিতার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিলে হাসানের পিতা অবিচারিতমনে পুত্রকে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। হাসানও পিতার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সানন্দে পদ্মনাভের সহিত বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

ক্রমে তাঁহারা উভয়ে নগর অতিক্রম করিয়া একটী জনশূন্য প্রান্তর মধ্যে উপনীত হইলেন। তথায় একটী পুরাতন ভগ্নবাটী তাঁহাদিগের নেত্রপথে নিপতিত হইল। তখন পদ্মনাভ কহিলেন, "বৎস! এই কূপের মধ্যে অতুল ধন গুপ্ত আছে, তোমাকে সেই সমস্ত অর্পণ করাই আমার উদ্দেশ্য।

হাসান কহিলেন, "মহোদয়! কূপের অভ্যন্তরে অগাধ জলরাশি দৃষ্ট হইতেছে, কিরূপে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিব? কিরূপেই বা সেই ধনরাশি প্রাপ্ত হইব?"

পদ্মনাভ কহিলেন, "বৎস! বিস্মিত হইও না। ঈশ্বর যাহার প্রতি সদয় হন, তাহার অসাধ্য জগতে কিছুই নাই। ঐশী শক্তি প্রভাবে সমুদয় অসাধ্য কার্য্যই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।" বিপ্রবর এই বলিয়া একখানি কাগজে একটী মন্ত্র লিখিয়া সেই কূপের অভ্যন্তরে নিক্ষেপ করিলেন। পত্রখানি নিক্ষিপ্ত করিবামাত্র জলরাশি বিশুষ্ক হইয়া গেল। তখন তাহার অভ্যন্তরে একটী সোপানশ্রেণী দৃষ্ট হইল। পদ্মনাভ ও হাসান উভয়ে সেই সোপানাবলী অবলম্বন পূর্ব্বক কূপগর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন। কিয়দ্দূর গমনান্তে

দেখিলেন, একটী বৃহৎ তাম্রকপাট লৌহ কুঞ্চিকাতে সংবদ্ধ রহিয়াছে। পদ্মনাভ সেস্থানেও একখানি কাগজে একটী মন্ত্র লিখিয়া সেই কবাটে স্পর্শ করাইলেন, অমনি তাম্রকবাট সমুদ্ঘাটিত হইয়া গেল। তাঁহারা উভয়ে সেই দ্বার দিয়া একটী গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র দেখিলেন, এক ভীষণকায় ইথোপীয়া এক প্রকাণ্ড শ্বেতবর্ণ পাষাণ হস্তে করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তদ্দর্শনে হাসানের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। তখন পদ্মনাভ একটী মন্ত্র পাঠ করিলেন। মন্ত্রের বর্ণাবলী কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র ইথোপিয়া ভূতলে অচেতন হইয়া পড়িল।

তখন পদ্মনাভ হাসানকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সে গৃহ অতিক্রম করিয়া যেমন অপর একটী গৃহের দ্বারদেশে উপনীত হইযাছেন, অমনি দুইটী মহাবল শার্দ্দূল তাঁহাদিগের নেত্রপথে নিপতিত হইল। ব্যাঘ্রদ্বয়ের বদনাভ্যন্তর হইতে অনবরত অগ্নিশিখা বহির্গত হইতেছে। তদ্দর্শনে হাসান প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইলেন। পদ্মনাভ তদ্দর্শনে প্রবোধ-বচনে তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া পুনরায় একটী মন্ত্র পাঠ করিলেন। মন্ত্র শ্রবণমাত্র ব্যাঘ্রদ্বয় অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন পদ্মনাভ হাসানকে লইয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই গৃহে নানাবিধ রত্ন বিরাজমান রহিয়াছে। 'গৃহের মধ্যভাগে একটী সুবৃহৎ চুনি আছে, তাহার দীপ্তি সূর্য্যকিরণ অপেক্ষাও সমুজ্জ্বল। গৃহমধ্যে ছয়টী উচ্চবংশীয় নরমূর্ত্তি ও একটী পরমা সুন্দরী নারীর মোহিনী মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। পদ্মনাভ সে গৃহ অতিক্রম করিয়া আর একটী কক্ষে উপনীত হইলেন। সেই প্রকোষ্ঠের শোভা দর্শন করিয়া হাসান বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। গৃহের মধ্যে হীরক, পান্না, চুনি, স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি মুক্তা, প্রবাল স্তূপ স্তূপে সজ্জীকৃত রহিয়াছে। একটী রজতসিন্দুকের অভ্যন্তরে একটী রাজার মৃতদেহ বিদ্যমান। তাঁহার শিরোদেশে স্বর্ণ-মুকুট শোভা পাইতেছে। সিন্দুকের উপরিভাগে একখানি সুপ্রশস্ত স্বর্ণফলক রহিয়াছে। তাহাতে স্বর্ণাক্ষরে নিম্নলিখিত কবিতাটী লিখিত আছে;—

"যাবত সংসার ধামে বাঁচে জীবগণ।
মোহবশে ততকাল থাকে অচেতন॥

যখন দুরন্ত কাল ধরে আসি কেশে।
তখন চেতনা পায় যাতনার বশে ॥
এই যে বিপুল ধন করিনু অর্জ্জন।
কোথায় রহিল এবে সব অকারণ ॥
তড়িতের তুল্য এই ক্ষণিক সংসার।
তাই বলি ওরে জীব কেন অহঙ্কার ॥
দিবানিশি চিন্তা কর চিন্তামণি ধনে।
আপন কল্যাণ বাঞ্ছা যদি থাকে মনে ॥"

কবিতাটী পাঠ করিলেই হৃদয়ে জ্ঞানের সঞ্চার হইয়া থাকে। হাসান কবিতা পাঠ করিয়া সবিস্ময়ে পদ্মনাভকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! এই যে সিন্দুকের মধ্যে মৃতদেহ দৃষ্ট হইতেছে, ইনি কে?"

পদ্মনাভ কহিলেন, "বৎস! ইনি পূর্ব্বে তোমাদিগের মিসরেরই অধীশ্বর ছিলেন। মহীপতি পদার্থবিদ্যায় এবং রসায়নবিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শিতালাভ করিয়াছিলেন। নানাবিধ গুপ্তবিদ্যাপ্রভাবে এই নির্জ্জন স্থানে আসিয়া স্বর্ণ-পুরী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অতুল রত্নরাজি সঞ্চয় করিয়া পরম সুখে বাস করিয়া-ছিলেন। বৎস! ঐ যে পশ্চিমদিকে কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা দর্শন করিতেছ, উহার গুণ শ্রবণ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইবে। ঐ মৃত্তিকা শিশিরসংসিক্ত হইলে উহা পরিণামে পারদে পরিণত হইয়া থাকে। গৃহের কোণে ঐ যে রৌপ্যময় পাত্র অবলোকন করিতেছ,উহার অভ্যন্তর বিমল সলিলে পরিপূর্ণ। কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকার কিয়দংশ ঐ জলে ভিজাইয়া রাখিলে অত্যল্প দিনের মধ্যেই উহা স্বর্ণাদি ধাতুতে পরিণত হয়। আর ঐ মৃত্তিকা যে কোন সামান্য প্রস্তরে স্পর্শ করাইবে, তাহা তৎক্ষণাৎ বহুমূল্য পাষাণে পরিণত হইবে। বৎস! তুমি এই মৃত্তিকা লইয়া গেলে সমস্ত মিসরনগরী হীরকমণ্ডিত করিতে পার! বৎস! মৃত্তিকার আরও কয়েকটী অত্যদ্ভুত গুণ আছে শ্রবণ কর। ভূতগ্রস্ত রোগীই হউক আর যে কোন রোগেই আক্রান্ত হউক্ না কেন, এই মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে রোগী সমস্ত রোগ হইতে পরিত্রাণ লাভ করে, তাহার দেহে ব্যাধির চিহ্নমাত্র পরি-

লক্ষিত হয় না। এই মৃত্তিকা দ্বারা চক্ষে অঞ্জন প্রদান করিলে দৈত্যগণ নিরন্তর তাহার আজ্ঞাবহ হইয়া থাকে। বৎস! এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি তোমাকে কত ধনের অধিকারী করিলাম।"

হাসান পদ্মনাভের স্নেহপূর্ণ বাক্য শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, "প্রভো! আপনার দয়া অসীম। এখন যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে আমি এই ধনের কিঞ্চিৎ লইয়া জনকজননীকে প্রদান করি।"

পদ্মনাভ কহিলেন, "বৎস! তুমি যত ধন লইতে পার, অবিলম্বে গ্রহণ কর। আমি তোমাকেই এই অতুল ধনের অধিকারী করিব।"

তখন হাসান আনন্দহৃদয়ে পদ্মনাভকে ধন্যবাদ দিয়া ইচ্ছানুসারে নানাবিধ রত্ন গ্রহণ করিলেন। অনন্তর উভয়ে পুনরায় তথা হইতে প্রত্যাবর্তন পূর্ব্বক কূপ হইতে সমুত্থিত হইলেন। তাঁহারা যেমন কূপ হইতে উঠিয়াছেন, অমনি সেই কূপ পুনরায় অগাধজলে পরিপূর্ণ হইল। তদ্দর্শনে হাসানের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। পদ্মনাভ হাসানকে বিস্ময়ান্বিত দেখিয়া কহিলেন, "বৎস! তোমার মুখের আকার দেখিয়াই বিস্ময়ের চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। জগতে—বিধাতার নির্ম্মিত সংসারে কিছুই আশ্চর্য্য নহে। ঐশী শক্তির প্রভাবে গুপ্তবিদ্যা দ্বিবিধ,—অক্ষরাত্মক আর গ্রহাত্মক। পরস্পর অক্ষরবিন্যাসের দ্বারা যে পদ হয়, তাহাকেই অক্ষরাত্মক কহে; ইহারই নাম মন্ত্র। আর গ্রহগণের পরস্পর সংযোগাদি দ্বারা যে ফল স্থির করা যায়, তাহার নাম গ্রহাত্মক। এই উভয়ের মধ্যে মন্ত্রই সর্ব্বপ্রধান। মন্ত্রের প্রতি অক্ষরে অক্ষরে স্বর্গীয় দূত অধিষ্ঠান করে; সুতরাং ঐশী শক্তি প্রভাবেই সকল কার্য্য সাধিত হয়।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। গৃহে প্রত্যাগমন করিলে হাসানের নিকট অমূল্য অসংখ্য রত্নরাজি দেখিয়া তাঁহার জনকজননীর বিস্ময় ও আনন্দের পরিসীমা রহিল না। হাসানের পিতা তদবধি চূর্ণ দ্রব্যের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া পরমসুখে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

হাসানের বয়ঃক্রম যখন পাঁচ বৎসর, তখন তাঁহার জননী পরলোক গমন করেন। হাসানের পিতা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। হাসান বিমা

তার যত্নে প্রতিপালিত; বিমাতাকেই হাসান স্বীয় গর্ভধারিণীর ন্যায় জ্ঞান করিতেন। হাসানের বিমাতা অধর্ম্মপরায়ণা, পাপিষ্ঠা, নরপিশাচী। হাসান যে অতুল রত্নরাজি আনিয়াছেন, তদ্দ্বারা পরমসুখে আজীবন সকলেই সুখ-স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিতে পারিতেন; কিন্তু হাসানের বিমাতার হৃদয়ে দারুণ লোভের সঞ্চার হইল, অন্তরে কুপ্রবৃত্তির উদয় হইল। তিনি একদিন হাসানকে নির্জনে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি অতুল ধনরাশি আনয়ন করিয়াছ সত্য, কিন্তু ইহা ক্রমাগত ব্যয় হইলে আর কতদিন চলিবে? এখন আমার বাক্য শ্রবণ কর, আমি তোমার চিরমঙ্গলের জন্য একটী সুযুক্তি স্থির করিয়াছি। পদ্মনাভ তোমাকে পুত্র অপেক্ষাও অধিক স্নেহ করেন। তুমি তাঁহার নিকট হইতে যাবতীয় বিদ্যা অভ্যাস করিতে যত্নবান্ হও। তুমি সমস্ত মন্ত্র শিক্ষা করিলে আমরা অচিরে পদ্মনাভকে নিহত করিব, তাহা হইলে আমাদিগের আর কোন চিন্তাই থাকিবে না। আমরা নির্ব্বিঘ্নে প্রয়োজনানুসারে যখন ইচ্ছা, সেই সমস্ত ধনরত্ন আনয়ন করিতে পারিব। আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, জগতে কেহই চিরদিন জীবিত থাকে না, পদ্মনাভও বৃদ্ধ হইয়াছেন, কোন্ সময়ে কালের করাল কবলে কবলিত হইবেন, কে বলিতে পারে? এই সময়ে সতর্ক হইয়া নিজের মঙ্গলের উপায় করা তোমার সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।"

বিমাতার দুরভিসন্ধি শ্রবণ করিয়া হাসানের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তিনি বিহ্বলপ্রায় হইয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া পরিশেষে কহিলেন, "জননি! আপনি এরূপ কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইবেন না। আমি যে অতুল ধন আনয়ন করিয়াছি, রাজভাণ্ডারেও তত ধন আছে কি না সন্দেহ। যদিও ইহা নিঃশেষ হয়, তাহাতেই বা চিন্তার বিষয় কি আছে? আমি প্রার্থনা করিলে বিপ্রবর আমাকে পুনরায় তথায় লইয়া যাইবেন, আমি পুনরায় স্বেচ্ছানুসারে রত্নরাজি আনয়ন করিতে পারিব। মাতঃ! আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না, লোভের বশবর্ত্তী হইবেন না। আমি যে কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা দর্শন করিয়া আসিয়াছি, তাহার গুণবিষয়ও আপনি শ্রবণ করিয়াছেন। আমি সেই মৃত্তিকা আনিয়া আপনাকে প্রদান করিব। তাহা হইলে আর কোন কালে দুঃখের হস্তে পতিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

জননি! যিনি দিবানিশি আমাদিগের মঙ্গল কামনা করিতেছেন, যাঁহার প্রসাদে আমরা চিরজীবনের সুখশান্তিলাভ করিতেছি, আপনি কিরূপে তাঁহাকে নিহত করিতে অভিলাষ করিলেন? আমা দ্বারা এরূপ পাপানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইবে না।”

হাসানের বিমাতা পুত্রের এই সকল বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক অধীর হইয়া নানাবিধ প্রলোভন প্রদর্শন করত পরিশেষে কহিলেন, “বৎস! তুমি বালক, অদ্যাপি তোমার বুদ্ধিশক্তির তীক্ষ্ণতা জন্মে নাই, সংসারের গতিক্রিয়া অনুভব করা তোমার সাধ্য নহে। তোমার পিতা আমার পরামর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তুমি বালক হইয়া আমার কথায় অবহেলা করিও না, আমার কথায় অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে তোমার সুখের পথ কণ্টকাকীর্ণ হইবে সন্দেহ নাই।”

বিমাতার প্রলোভন বাক্যে হাসানের হৃদয় বিমোহিত হইয়া গেল, তাঁহার বুদ্ধিশক্তি তিরোহিত হইল, অন্তরে কুপ্রবৃত্তির সঞ্চার হইল। তিনি ধীরে ধীরে পদ্মনাভের নিকট উপস্থিত হইয়া বিনীতবচনে বিদ্যা শিক্ষার প্রার্থনা করিলেন। পদ্মনাভ হাসানকে পুত্রাপেক্ষাও অধিক স্নেহ করিতেন। কিরূপে হাসানের চিরমঙ্গল সাধিত হইবে, তাঁহার হৃদয়ে এই চিন্তাই দিবা-নিশি জাগরূক ছিল। তিনি হাসানের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া সস্নেহে কহিলেন, “বৎস! জগতে তোমাকে অদেয় কি আছে? আমি তোমার জন্য জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত নাই।” এই বলিয়া বিপ্রবর সানন্দে হাসানকে যাবতীয় গুপ্তবিদ্যা প্রদান করিলেন। মন্ত্রবিদ্যা লাভ করিয়া হাসানের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। হাসানের বিদ্যালাভের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার দুশ্চারিণী পাপীয়সী বিমাতা অতুল আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

অনন্তর একদা হাসানের পিতা, হাসানের বিমাতা ও হাসান তিনজনে পদ্মনাভের অজ্ঞাতসারে সেই গুপ্ত ধনাগারে যাত্রা করিলেন। হাসান কূপের নিকটবর্ত্তী হইয়া একখানি পত্রিকা তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিবামাত্র তাহার জলরাশি বিশুষ্ক হইয়া গেল, তখন তাঁহারা তিন জনে সেই কূপের অভ্যন্তরে

প্রবেশ পূর্ব্বক একটী তাম্রকপাটবদ্ধ গৃহের নিকটবর্ত্তী হইলেন। হাসান সেই স্থানে একটী মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র দ্বার সমুদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। তাঁহারা যেমন তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, অমনি ভীষণকায় ইথোপিয়া প্রবলবেগে তাহাদিগের পুরোবর্ত্তী হইল। তখন হাসান আর একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র সেই দুর্দ্দান্ত ইথোপিয়া অচেতন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। হাসান জনক-জননীকে সমভিব্যাহারে লইয়া একটী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র ভীষণকায় দুইটী ব্যাঘ্র মুখব্যাদান করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। হাসান তদ্দর্শনে যেমন আর একটী মন্ত্র পাঠ করিয়াছেন, অমনি ব্যাঘ্রদ্বয় কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন তাঁহারা তিন জনে রত্ন-ভাণ্ডারে প্রবেশ করিলেন। রত্নরাজি নিরীক্ষণ করিয়া হাসানের জনক-জননীর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা ইচ্ছানুসারে বহুমূল্য রত্ন রাশি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। হাসান কৃষ্ণ মৃত্তিকারাশি গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা বহুভার রত্নরাজি সংগ্রহ পূর্ব্বক স্কন্ধে করিয়া যেমন বহির্গমনের উপক্রম করিয়াছেন, অমনি তিনজন ভীষণাকার মহাবল দৈত্য বিকটবেশে তাঁহাদিগের সম্মুখবর্ত্তী হইল। তখন তাঁহারা প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। হাসানের হৃদয়ে থর থর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়া নানাবিধ মিনতি সহকারে দৈত্যগণের স্তব করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহারা নিরস্ত হইল না। তখন হাসান আপনাকে ধিক্কার দিয়া জননীকে তিরস্কার পূর্ব্বক কহিলেন, "পাপীয়সি! তোর দুরভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা অকলে ভীষণ দৈত্যের হস্তে বিনিপতিত হইলাম। হায়! কেন আমরা তোর কুমন্ত্রণাজালে বিমোহিত হইয়াছিলাম? নিশ্চয়ই ধর্ম্মশীল পদ্মনাভ আমাদিগের দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া আমাদিগের বিনাশার্থ এই দৈত্যগণকে প্রেরণ করিয়াছেন। হায়! আমি না বুঝিয়া যেরূপ দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, এখন তাহার সমুচিত ফল প্রাপ্ত হইলাম।"

হাসান এইরূপ কাতরস্বরে বিলাপ করিতেছেন, ইত্যবসরে কে যেন অলক্ষিত অবস্থায় থাকিয়া জলদগম্ভীরস্বরে কহিলেন, "দুরাত্মগণ! তোরা আমাকে নিহত করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইবি মনে করিয়াছিলি,

এখন তাহার সমুচিত ফল ভোগ কর্! আমি ইউইহদেবের অনুগ্রহে ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকাল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করি।”

আকাশবাণী শ্রবণমাত্র হাসান বুঝিতে পারিলেন যে, মহাত্মা পদ্মনাভ, অদৃশ্যভাবে অবস্থিত হইয়াই এইরূপ তিরস্কার করিতেছেন। তখন হাসান কাতরস্বরে মুক্তকণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ফল দর্শিল না। দেখিতে দেখিতে দৈত্যত্রয় ভীষণবেগে আক্রমণ পূর্ব্বক তিন জনেরই প্রাণবিনাশ করিল।

মন্ত্রীবর এইরূপে উপন্যাস সমাপ্ত করিয়া কহিলেন, “মহারাজ! স্ত্রীবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইলে পদে পদে এইরূপে বিপদজালে জড়ীভূত হইতে হয়। আপনি বিশেষ প্রমাণ না পাইয়া সহসা পুত্রবধরূপ পাতকে নিমগ্ন হইবেন না।”

মন্ত্রীর উপদেশে নরপতির হৃদয়ে জ্ঞানসঞ্চার হইল। তিনি সেদিন পুত্র বধে ক্ষান্ত হইয়া সভাভঙ্গ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ মৃগয়াযাত্রা করিলেন। প্রদোষে গৃহে সমাগত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে মহিষী সরোষে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “নরনাথ! যদি আমাকে অবিশ্বাস হয়, আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করাই যদি আপনার দৃঢ় সংকল্প হয়, তবে প্রতিদিন রজনীযোগে পুত্রবধে প্রতিজ্ঞা করিবার আবশ্যক কি?”

নরপতি মহিষীকে ক্রোধপরায়ণা দেখিয়া মধুরস্বরে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, “প্রিয়তমে! আমি তোমাকে বা তোমার বাক্য অবহেলা করি না। তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, আমার একটীমাত্র পুত্র। বিশেষ কোন প্রমাণ না পাইয়া অকস্মাৎ তাহাকে নিহত করিলে আমাকে পরিণামে পরি-তাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে।”

মহিষী রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “নাথ! আপনার পুত্র যে সম্পূর্ণ অপরাধী, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সে অচিরে আপ-নার জীবনধন বিনষ্ট করিবে সন্দেহ নাই। কোন বিষয়ের বিচার করিতে হইলে সাক্ষীর আবশ্যক সত্য, কিন্তু সকল স্থানে সাক্ষীর সংঘটন হয় না, অনেক সময়ে অনুভব দ্বারা অপরাধ নির্ণয় করিতে হয়। যখন যুবরাজের শিক্ষক পলায়ন করিয়াছেন, তখন নিঃসন্দেহই তাহার অপরাধ সপ্রমাণ

হইতেছে। যাহা হউক, আমি আপনার নিকট একটী উপাখ্যান বর্ণন করি-তেছি, শ্রবণ করুন্। তাহা হইলেই আপনার অন্তরের যাবতীয় সন্দেহ বিদূরিত হইবে।” মহিষী এই বলিয়া উপন্যাসবর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

আকসিদ নরপতির কাহিনী।

পূর্ব্বকালে মিসর নগরী পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শোভাময়ী ছিল। তৎ-কালে আকসিদ নামে ধর্ম্মপরায়ণ এক নরপতি রাজত্ব করিতেন। তিনি সুশাসনে রাজ্যপালন করিয়া প্রায় শতাধিকবর্ষ বয়ঃক্রম অতিবাহিত করেন। শেষ দশায় উৎকট রোগে অভিভূত হইলে যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, আসন্নকাল নিকটবর্ত্তী, তখন তাঁহার পুত্রত্রয়কে ও মন্ত্রীগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “বৎসগণ! অমাত্যবর্গ! ইহলোক পরিত্যাগ করিতে আর আমার অধিক বিলম্ব নাই। আমি স্বচক্ষে আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন দর্শন করিতে বাসনা করি। তোমরা অবিলম্বে তাহার অনুষ্ঠান কর। আমি জীবিতাবস্থায় সমাধিপ্রাসাদে গমন করিব। অবিলম্বে আমার অধীনস্থ রাজগণকে এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান প্রজাবর্গকে নিমন্ত্রণ কর।”

রাজার আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল। মন্ত্রীগণ অবিলম্বে চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে রাজপুরী জনাকীর্ণ হইয়া পড়িল। একটী শবাধার সিন্দুক আনীত হইল, উহা বহুমূল্য বসন ও নানাবিধ হীরকাদিতে বিমণ্ডিত। চারিটী রাজকুমার সেই সিন্দুকের চতুর্দ্দিকে চারিটী শ্বেত ছত্র ধারণ করিলেন। বৃদ্ধ নরপতির শিরোমুকুট তাহার উপরে সংস্থাপিত হইল। জনকয়েক সভ্য কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা খনন পূর্ব্বক সিন্দুকের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিলেন। নরপতির আদেশে কতিপয় অনুচর তাঁহাকে ধরিয়া উত্তোলন করিলে তিনি অতিকষ্টে উপবেশন করিয়া করে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, “বসুন্ধরে! যে সকল ব্যক্তি উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সুকীর্ত্তি সঞ্চয়ে যত্ন না করে, তুমি কৃপা করিয়া তাহাদিগকে স্থান প্রদান করিও।” নরপতি এই বলিয়া পুনরায় শয়ন

করিলেন। অমাত্যমণ্ডলী ও প্রজাগণ ভাবী রাজশোক স্মরণ করিয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে রাজার আদেশে অসংখ্য অসংখ্য চতুরঙ্গ সেনা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইল। সহস্র কাফ্রী দাসগণ ও বহুসংখ্যক অন্তঃপুরমহিলারা কৃষ্ণ বসন পরিধান পূর্ব্বক আগমন করিল। তখন নরপতির আদেশে চারিজন নৃপকুমার শবসিন্দুক বহন করিয়া সমাধি-প্রাসাদে গমন করিলেন। বৃদ্ধ নরপতিও সিন্দুকের উপরিভাগে সমাসীন রহিলেন। যে বাটীতে সমাধি হইবে, পূর্ব্ব হইতেই সেই প্রাসাদ নানাবিধ হীরকাদিতে সমলঙ্কৃত হইয়াছিল। তথায় উপস্থিত হইলে রাজা মন্ত্রীগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "তোমরা আমার আদেশে চারিটী সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। একটী চিকিৎসালয়, একটী বিশ্ব-বিদ্যালয়, একটী পান্থশালা ও একটী নারীস্নানাগার সংস্থাপন করিও। চিকিৎসালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মাসিক দ্বাদশলক্ষ বিংশতি সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিবে। পান্থশালায় প্রত্যহ যেন ত্রিশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হয় আর স্নানাগারে প্রতিমাসে নয় সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিবে। যে সকল দরিদ্র মুসলমান পীড়িত হইবে, বিনাব্যয়ে সযত্নে চিকিৎসালয়ে যেন তাহাদিগের চিকিৎসা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য, নাটক, ভূগোল, জ্যোতিষ, পদার্থ বিদ্যা, আয়ুর্ব্বেদ ও ধনুর্ব্বিদ্যা প্রভৃতির শিক্ষা হইবে। পান্থশালায় শ্রান্ত পথিকগণ আশ্রয় পাইবে, বহুসংখ্যক কাফ্রী রমণীকে পান্থশালার কিঙ্করী নিযুক্ত করিও। যে সকল রমণীর পতিবিয়োগ হইয়াছে, অথবা যাহারা স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা, তাহারা যতদিন অন্য পতি গ্রহণ না করে, তাবৎ স্নানাগারে সযত্নে প্রতিপালিত হইবে।" রাজা মন্ত্রীগণের প্রতি এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া কুমারত্রয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎসগণ! তোমরা চিরদিন যাহাতে পরমসুখে অবস্থিতি করিতে পার, আমি তাহার উপায় করিয়া রাখিয়াছি। আমার শয়ন-গৃহের শয্যার বামপার্শ্বে বহুসংখ্যক অমূল্য রত্ন ভূগর্ভে নিহিত আছে, তোমরা তাহা উত্তোলন পূর্ব্বক সমভাগে বণ্টন করিয়া লইবে।" বৃদ্ধ মহীপতি এই বলিয়া দীনদুঃখী ও অভ্যাগত ফকিরগণকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন। একজন প্রধান সভ্য কোরাণ আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে কতিপয় অধ্যায় পাঠ করিলে নরপতি তাঁহাকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করিলেন। এইরূপে

সমস্ত কার্য্য পরিসমাপ্ত হইলে ক্ষণকালের মধ্যেই বৃদ্ধ মহীপতি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিলেন।

রাজার মৃত্যুর পর সকলেই তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত রহিলেন। এদিকে কনিষ্ঠ কুমার লোভের বশবর্ত্তী হইয়া গোপনে পিতার গৃহে গমন পূর্ব্বক ভূমিখাত রত্নরাজি উত্তোলন করিয়া আত্মসাৎ করিলেন।

রাজার পারলৌকিক ক্রিয়া সমাধা হইবার পর জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম কুমার কনিষ্ঠ সহোদরকে সমভিব্যাহারে লইয়া পিতার গৃহে গমন পূর্ব্বক সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে সমস্ত স্থান অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কুত্রাপি পিতৃকথিত রত্নরাজি প্রাপ্ত হইলেন না। তখন যার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইয়া কনিষ্ঠ সহোদরকে কহিলেন, "ভ্রাত! তুমিই সমস্ত ধন আত্মসাৎ করিয়াছ সন্দেহ নাই। কেন বৃথা আমাদিগকে পিতৃধনে বঞ্চিত কর?"

ভ্রাতৃগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কনিষ্ঠ কুমার কপট ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন। সুতরাং পরস্পর নানাবিধ বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মধ্যম কুমার কহিলেন, "ভ্রাতৃগণ! বিবাদের প্রয়োজন নাই, আইস, আমরা কাজীকে আহ্বান করিয়া তাঁহার উপর সমস্ত ভার অর্পণ করি। তিনি বিলক্ষণ চতুর ও কার্য্যদক্ষ, তিনি বিচার করিয়া যাহা হয় মীমাংসা করিয়া দিবেন।"

অনন্তর তিন সহোদরে একত্র হইয়া কাজীকে আহ্বান পূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে কাজী কহিলেন, "যুবরাজগণ! আমি বিচারের অগ্রে আপনাদিগের নিকট একটী উপাখ্যান কীর্ত্তন করিব। মন দিয়া শ্রবণ করুন।" কাজী এই বলিয়া উপন্যাস বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

"কোন সম্ভ্রান্ত সওদাগরের একটী পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যা যৌবনপথে পদার্পণ করিলে তাহার রূপের ছটা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। তত্রত্য একটী যুবকের সহিত যুবতীর গোপনপ্রেম জন্মে। তাহারা পরস্পর মনে মনে স্থির করিয়াছিল যে, তাহারা উভয়েই পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ হইয়া চিরসুখে সুখী হইবে; কিন্তু বিধাতা তাহাদিগের মনসাধ বিফল করিয়া দিলেন। সুন্দরীর পিতা একটী সম্ভ্রান্ত ধনীর পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ

সম্বন্ধ স্থির করিলেন। পরিণয়ের দিনও নিরূপিত হইল। যেদিন বিবাহ হইবে, সেই দিন প্রভাতে যুবতীর সহিত যুবকের সাক্ষাৎ হয়। তখন যুবতী রোদন করিতে করিতে কহিল, 'প্রিয়তম! জগদীশ্বর আমাদিগের প্রতি বাম। এত দিন যে আশা আমাদিগের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, আজি তাহা একেবারে সমুৎপাটিত হইল। অদ্য রজনীতেই আমার বিবাহ হইবে। আর আমি তোমার চরণ সেবা করিতে পারিব না। অদ্য হইতে আমি অপরের অধীনী হইব।"

"যুবতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া যুবকের হৃদয় বিহ্বল হইয়া উঠিল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, অবিরল অশ্রুধারে একটীও বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। তদ্দর্শনে যুবতী প্রিয়তমকে সান্ত্বনা করিয়া কহিল, 'নাথ! বৃথা শোকে প্রয়োজন কি? আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্য রজনীযোগে যেরূপে পারি, তোমার গৃহে গমন করিয়া তোমার সহিত বিহার করিব।" যুবতী এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিলে কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর যুবক বিষাদিতমনে স্বগৃহে প্রস্থান করিল।

ক্রমে রজনী সমাগত। বিবাহোৎসবে যুবতীর পিতৃগৃহ কোলাহলময় হইয়া উঠিল। যথাকালে বিবাহক্রিয়া সমাধা হইলে যুবকযুবতী বাসরগৃহে প্রবেশ করিল। তখন যুবক নববধূর হৃদয়ে প্রীতি সমুৎপাদনের জন্য নানা-বিধরূপ প্রেমালাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রমণীর মুখে বাক্যমাত্র বিনির্গত হইল না। সে একান্তে অধোবদনে উপবেশন পূর্ব্বক অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে পতির বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তিনি মধুরবচনে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'প্রিয়তমে! এই সুখের রজনীতে তোমার ঈদৃশ ভাব দর্শনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যদি আমাকে পতিত্বে বরণ করিতে তোমার অনিচ্ছা ছিল, তবে বিবাহের পূর্ব্বে এ কথা প্রকাশ কর নাই কেন? তাহা হইলে আমি কখন তোমার হৃদয়ে বেদনা প্রদান করিতাম না। যাহা হউক, তোমার মনোভাব প্রকাশ করিয়া আমার উৎকণ্ঠা বিদূরিত কর।'

"যুবতী পতির বাক্য শ্রবণ করিয়া ধীরে ধীরে মধুরবচনে কহিল, 'নাথ। আমি কিরূপে নিজমুখে আমার মনোভাব ব্যক্ত করিয়া তোমার হৃদয়ে ক্লেশ

প্রদান করিব ? কিন্তু না বলিয়াও থাকিতে পারিতেছি না। আমি তোমাকে পতিত্বে স্বীকার করিতে অনভিলাষিণী নহি, কিন্তু একটী যুবকের সহিত আমার প্রেমসঞ্চার হইয়াছিল, আমি অদ্য রজনীযোগে তাহার গৃহে গমনের প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হইল, এই জন্যই আমার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইতেছে। যদি আমি অদ্য রজনীতে তাহার গৃহে গমন করিতে পাই, তাহা হইলে কল্য হইতে আমি একান্ত মনে তোমার চরণ সেবা করিয়া সুখী হইব।'

"নবপতি যুবতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল মৌনভাবে অবস্থান পূর্ব্বক কহিলেন, 'প্রিয়তমে! তোমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দর্শনে আমি পরম প্রীতিলাভ করিলাম। আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি অবিলম্বে তোমার প্রিয়সকাশে গমন কর, আমি তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত নহি, কিন্তু সাবধান, ভবিষ্যতে এরূপ প্রতিজ্ঞা আর কখন করিও না।'

"যুবতী পতির বাক্যে স্বীকৃত হইল। পতির সৌজন্য দেখিয়া তাহার হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। এদিকে পতি স্বয়ং নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া দিয়া অন্যের অজ্ঞাতসারে পত্নীকে বাটী হইতে বিদায় প্রদান করিলেন। রমণী প্রিয়-সমাগমের আশায় পুলকিত হইয়া গজেন্দ্রগমনে পথবাহন করিয়া চলিল। কিয়দ্দূর গমন করিবামাত্র একটী তস্কর তাহার নিকটবর্ত্তী হইল। রমণীর গাত্রে বহুমূল্য আভরণ শোভা পাইতেছিল, তদ্দর্শনে তস্করের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। সে মনে মনে কহিতে লাগিল, 'আহা! আজি কি সুপ্রভাত! বিধাতার কৃপায় আজি আমি অতুল ধনের অধিকারী হইব।' মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া রমণীর নিকটবর্ত্তী হইল। সুন্দরীর রূপরাশি দর্শনে তস্করের হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। সে মনে মনে কহিতে লাগিল, 'আহা! বিধাতা জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য্যরাশি একত্র করিয়াই এই রমণীরত্নের সৃজন করিয়াছেন। এক্ষণে ইহার বসনভূষণ অপহরণ করিব কিম্বা ইহার রূপরাশি ও যৌবন হরণে যত্নবান্ হইব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।' তস্কর মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া কহিল, 'সুন্দরি! তুমি একাকিনী এই নিশীথে কোথায় গমন করিতেছ? কিরূপেই বা একাকিনী গৃহ হইতে বহির্গত হইলে?'

"যুবতী তস্করের বাক্য শ্রবণ করিয়া আদ্যোপান্ত যাবতীয় ঘটনা প্রকাশ করিল। তখন তস্করের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তাহার অন্তরে জ্ঞানের সঞ্চার হইল। সে মনে মনে চিন্তা করিল যে, পতি হইয়া আপন পত্নীর মনস্তুষ্টির জন্য অপর পুরুষের নিকট প্রেরণ করিয়াছে, এরূপ সৌজন্য জগতীতলে অতীব বিরল। হায় আমাকে ধিক্! আমি আর এরূপ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব না। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া যুবতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, 'সুন্দরি! তোমার পতির সৌজন্য শ্রবণে আমি যার পর নাই বিস্মিত হইয়াছি, আমার হৃদয়ের অন্ধকার দুরীভূত হইল। আমি তস্কর, কিন্তু আমি তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ করিব না। চল, আমি তোমাকে সমভিব্যাহারে করিয়া তোমার প্রেমাধারের গৃহে রাখিয়া আসি।' তস্কর এই বলিয়া রমণী সহ তাহার প্রিয়তমের আলয়ের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত গমন করত পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইল। রমণী দ্বারদেশে করাঘাত করিবামাত্র দ্বার সমুদ্ঘাটিত হইয়া গেল। যুবক যুবতী পরস্পর পরস্পরের দর্শনে আনন্দনীরে নিমগ্ন হইল। তখন যুবতী যুবককে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'প্রিয়তম! আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, রজনীযোগে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সুখী হইব, সে প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ হইল। এখন আইস, উভয়ে সুখশয্যায় শয়ন করিয়া বিহার করি।'

"যুবক কহিল, 'প্রিয়তমে! তুমি কি প্রকারে পতিসকাশ হইতে আগমন করিলে, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে।'

"যুবতী পতির সৌজন্যের কথা সমস্ত প্রকাশ করিল। তচ্ছ্রবণে যুবকের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। সে কহিল, 'প্রিয়তমে! নিজের প্রিয়তমার প্রীতিসাধনার্থ তাহাকে তাহার উপপতির নিকট প্রেরণ করে, জগতে এমন সরলহৃদয় কে আছে? আমি তোমার পতির সরলতার বিষয় শ্রবণ করিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলাম। তিনিই ধন্যবাদের যথার্থ পাত্র।' যুবতী প্রিয়তমের এইবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, 'প্রিয়তম! পথিমধ্যে আর একটী ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তাহা শ্রবণ করিলে তোমার আরও অধিকতর বিস্ময় জন্মিবে।' এই বলিয়া তস্করের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিল।

তখন যুবক বিস্ময়ে হতজ্ঞানপ্রায় হইয়া পড়িল, তাহার হৃদয়ে জ্ঞানের আবির্ভাব হইল, মনে মনে আপনাকে ও আপনার কুপ্রবৃত্তিকে ধিক্কার দিতে লাগিল। অবশেষে যুবতীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'সুন্দরি! তুমি অবিলম্বে গৃহে গমন কর। আমি তোমাকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসি, তোমাকে না দেখিলে আমার নয়নে অবিরলধারে অশ্রুপাত হয়, তোমার বাক্যসুধা কর্ণকুহরে প্রবেশ না করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, সকলই সত্য, কিন্তু তোমার পতির সৌজন্য দর্শনে ও তস্করের ধর্ম্মভাব দেখিয়া আমার হৃদয়ে জ্ঞানসঞ্চার হইল। আমি কেন অধর্ম্মাচরণে লিপ্ত থাকিয়া চিরকলঙ্কে কলঙ্কিত হইব? তোমার বিরহে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ, তথাপি আমি আর তোমার সতীত্ব নাশ করিতে পারিব না।' যুবক এই বলিয়া যুবতীকে সমভিব্যাহারে করত তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া স্বয়ং পুনরায় স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল। রমণী পতিসকাশে গমন পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিয়া চিরদিন স্বামীর আদরিণী হইয়া রহিল।"

কাজী উপাখ্যান সমাপ্ত করিয়া কহিলেন, "কুমারগণ! আপনাদিগের বিবেচনায় যুবতীর পতি, যুবতীর উপপতি ও তস্কর এই তিনজনের মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?"

জ্যেষ্ঠকুমার কহিলেন, "যুবতীর পতির সৌজন্য শ্রবণে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করি।" মধ্যমকুমার কহিলেন, "মহাশয়! যুবতীর উপপতিই সর্ব্বাংশে প্রধান।" অবশেষে কনিষ্ঠ নন্দন কহিলেন, "আমার বিবেচনায় তস্করই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কেন না, যে চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া, দস্যুবৃত্তি করিয়া, পরদ্রব্য লুঠ করিয়া, লোকের জীবন বিনাশ করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করে, সে যখন অধর্ম্মভয়ে যুবতীর সতীত্ব হরণে ও বসনভূষণ লুণ্ঠনে বিরত হইল, তখন তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই হইতে পারে না।"

কাজী কনিষ্ঠ কুমারের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সবিস্ময়ে তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "কুমার! আপনিই সমস্ত পিতৃধন আত্মসাৎ করিয়াছেন সন্দেহ নাই; অতএব সমস্ত বহির্গত করত সহোদরগণকে সমভাগ প্রদান করুন্; নতুবা জনসমাজে লজ্জিত হইতে হইবে।"

কাজীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কনিষ্ঠ কুমারের লজ্জার পরিসীমা রহিল না।

তিনি অধোবদনে অবস্থিতি পূর্ব্বক অপরাধ স্বীকার করিলেন এবং অবিলম্বে ধন বহির্গত করত ভ্রাতৃগণকে বণ্টন করিয়া দিলেন।

মহিষী কান্জাদা পারস্যনাথের নিকট এই প্রকারে উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন, "রাজন্! আপনি মোহবশে আভিভূত হইয়া নুরজিহানকে পুনঃপুনঃ ক্ষমা করিতেছেন। আপনাকে অচিরেই বিপদজালে জড়ীভূত হইতে হইবে। আপনার অমূল্য জীবনধন অকালে অতল জলে নিমগ্ন হইবে, এই জন্যই ভাবী দুঃখ স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, এই জন্যই আমি পুনঃপুনঃ আপনাকে অনুরোধ করি। আপনি যখন পুনঃপুনঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াও তাহা লঙ্ঘন করিতেছেন, তখনি আর এবিষয়ে আপনাকে উত্তেজিত করিব না।"

মহিষীর উত্তেজনায় রাজার অন্তর সমুত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রভাতেই পুত্রের বধ সাধনে প্রতিজ্ঞা করিয়া মহিষী সহ নিশাযাপন করিলেন। রজনী প্রভাতে মহীপতি সভাতলে সমাসীন হইয়া রোষভরে ঘাতুকের প্রতি নুরজিহানের বধসাধনে আদেশ করিলে নবম মন্ত্রী করপুটে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! সহসা পুত্রবধ পাতকে পরিলিপ্ত হওয়া আপনার ন্যায় মহাত্মার সমুচিত নহে। আমি এই পত্রিকাখানি আপনার করে সমর্পণ করিতেছি, এই খানি পাঠ করিলেই আপনি সমস্ত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।" মন্ত্রীবর এই বলিয়া নরপতির হস্তে একখানি পত্রিকা প্রদান করিলেন। পত্রিকা খানিতে এইরূপ লেখা ছিল :—

"মহারাজ! আমি বহুদিন হইতে জ্যোতির্ব্বিদ্যায় পারদর্শী। আমি নুরজিহানের জন্মকোষ্ঠী গণনা করিয়া দেখিয়াছি, তাহার প্রতি কুগ্রহের দৃষ্টি পড়িয়াছে। সেই গ্রহবশে চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত নুরজিহানের সমূহ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। সেই বিপদের দিন প্রায় অতীত হইয়াছে। আপনি কৃপা করিয়া একদিন তাহার জীবনদণ্ড স্থগিত রাখুন।"

পত্রখানি পাঠ সমাপ্ত হইলে নবমমন্ত্রী পুনরায় করযোড়ে কহিলেন, "নরনাথ! আমি একটী উপাখ্যান বর্ণন করিতেছি, তাহা শ্রবণ করিলেই আপনার হৃদয়ের মোহ অপসারিত হইবে।" মন্ত্রীবর এই বলিয়া উপন্যাস বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

কার্জ্জিম-রাজপুত্র ও জার্জ্জিয়া রাজনন্দিনীর কাহিনী।

পূর্ব্বকালে কার্জ্জিম দেশে এক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি বাস করিতেন। তাঁহার শাসনগুণে সকলেই তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিল। রাজা সকল সুখে সুখী ছিলেন বটে, কিন্তু নিঃসন্তান হওয়াতে রাজ্যভোগ তাঁহার নিকট বিষময় বোধ হইত। তিনি কতিপয় উদাসীনের পরামর্শে দেবারাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। নিরন্তর কায়মনে বহু অর্থব্যয়ে যাবতীয় দৈব কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কালসহকারে বিধাতার কৃপায় রাণীর গর্ভসঞ্চার হইল। তিনি যথাকালে একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। রাজার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। রাজ্য উৎসবে পরিপূর্ণ হইল। মহীপতি দীনদুঃখী অনাথগণকে ভূরিপরিমাণে অর্থ বিতরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর নরনাথ কতিপয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌কে আনয়ন পূর্ব্বক কুমারের জন্মকোষ্ঠী প্রস্তুত করিতে অনুমতি করিলে তাঁহারা সযত্নে কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তখন মহীপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়গণ! আমার পুত্রের জন্মকোষ্ঠী গণনা করিয়া কিরূপ দেখিলেন, প্রকাশ করুন্।" গণকগণ কহিলেন, "মহারাজ! কুমার বিদ্বান, দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণসম্পন্ন, দাতা, অমায়িক ও সরল-প্রকৃতি হইবেন। জগতীতলে কুমারের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী নরপতি আর কেহই থাকিবে না। ইহাঁর কীর্ত্তিপতকা মেদিনীর সর্ব্বত্রই উড্ডীয়মান হইবে, কিন্তু ত্রিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত নানাবিপদে নানাক্লেশে নিপতিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিবেন সন্দেহ নাই। ত্রিংশৎবর্ষ অতীত হইলে কুমার সমস্ত বিপদ হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া অশেষ সুখের অধিকারী হইবেন।"

জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের বাক্য শ্রবণ করিয়া নরপতির হৃদয় একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি সর্ব্বদা সতর্কতা সহকারে কুমারের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাকে নয়নের অন্তর করিতেন না। কুমারের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কুমার অত্যল্প দিনের মধ্যেই সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইলেন। যুদ্ধবিদ্যা ও ধনুর্ব্বিদ্যায়

তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। এই প্রকারে পঞ্চদশ বর্ষ সমতীত হইল, কোন বিপদের লক্ষণই দৃষ্ট হইল না।

একদা কুমারের জলবিহারে বাসনা হইলে নরপতি একখানি মনোহর তরণী সুসজ্জিত করিয়া দিলেন। চল্লিশজন সবলকায় যোদ্ধা কুমারের সমভিব্যাহারে রহিল। কুমার মনের আনন্দে তরণী আরোহণে সাগরগর্ভে বিহার করিতে লাগিলেন। ক্রমে বহুদূর অতিক্রান্ত হইল। কালের করালগতি প্রতিহত করিতে কেহই সমর্থ হয় না। বিধির অখণ্ডনীয় লিপি খণ্ডন কে করিতে পারে। দেখিতে দেখিতে একখানি তস্করতরী তাঁহাদিগের পুরোবর্ত্তী হইল। তস্করেরা সবেগে কুমারের তরণী আক্রমণ করিলে যোদ্ধাগণ সাহসে ভর করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইল। তস্করগণের সংখ্যা অধিক, বিশেষতঃ তাহাদিগের সমভিব্যাহারে নানাবিধ অস্ত্ররাজি বিদ্যমান ছিল। তাহারা অবিলম্বেই কুমারের অনুচরগণকে পরাভূত করিয়া বন্ধন করিয়া ফেলিল। কুমারকেও লৌহশৃঙ্খলে বন্দী হইতে হইল। দস্যুগণ তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া নিকটবর্ত্তী সামসাউসদ্বীপে বিক্রয় করত যথেচ্ছস্থানে প্রস্থান করিল।

সামসাউস দ্বীপের অধিবাসীরা নরমাংস ভক্ষণ করে। তাহাদিগের মুখের আকৃতি কুক্কুরের মুখের সদৃশ। তাহারা কুমারকে ও তাঁহার অনুচরগণকে একটী দুর্গন্ধপূর্ণ প্রকোষ্ঠ মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিল। প্রত্যহ এক একজনকে ধৃত করিয়া তাহার মাংস রন্ধন পূর্ব্বক তাহাদিগের নরপতিকে প্রদান করিতে লাগিল। নরপতি আহার করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, অনুচরগণ সেই প্রসাদ ভক্ষণ করে। এইরূপে কুমারের যাবতীয় অনুচরই নিহত হইল। যে দিন কুমারকে নিহত করিবে, তাহার পূর্ব্বদিন রাত্রিকালে কুমার একান্তে বসিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "হায়! যখন এই দুর্দ্দান্ত নিশাচরের হস্তে নিপতিত হইয়াছি, তখন আর জীবনের আশা নাই। যখন মরণই নিশ্চয়, তখন কাপুরুষের ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগ করা আমার ন্যায় রাজকুমারের পক্ষে যার পর নাই লজ্জাকর। আমি সাধ্যানুসারে দুরাত্মাগণের সহিত সম্মুখযুদ্ধ করিব। কুমার মনে মনে এইরূপ দৃঢ়সংকল্প হইয়া রহিলেন। পরদিন প্রভাতে একজন নিশাচর ভীষণবেগে আগমন করিয়া কুমারকে ধৃত করত রন্ধনাগারে লইয়া গেল। কুমার দেখিলেন, রন্ধনাগারের

এক পার্শ্বে একখানি সুতীক্ষ্ণ বৃহৎ ছুরিকা নিপতিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে সবেগে বন্ধন ছিন্ন করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে ছুরিকাখানি গ্রহণ পূর্ব্বক নিশাচরের প্রাণ বিনাশ করিলেন। নিশাচরের বিকট চীৎকারে আরও কতিপয় দুরাত্মা তথায় সমুপস্থিত হইল। কুমার তখন রণমদে উন্মত্ত, তিনি সেই অস্ত্রের সাহায্যে সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তখন অবশিষ্ট দুরাত্মারা ভয়ে পলায়ন পূর্ব্বক রাজসকাশে সমুপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলে, সামসাউসরাজ স্বয়ং বন্ধনাগারে প্রবেশ করিলেন এবং মধুরস্বরে কুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "যুবক ! আমি তোমার বীরত্ব দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি, আমি তোমার প্রাণদান দিলাম, আর তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই, তুমি ক্ষান্ত হও। তুমি কে, কাহার পুত্র, তোমার নিবাস কোথায়, সবিস্তার কীর্ত্তন কর।"

কুমার নরপতির মিষ্টবচনে শান্ত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ ! আমি কার্জিমরাজের একমাত্র পুত্র। দস্যুগণ আমাকে বন্দী করিয়া অনুচরগণ সহ এই দ্বীপে বিক্রয় করে। তদবধি আমি আপনার কারাগারে বন্দী অবস্থায় অতিবাহিত করিতেছি।"

নরপতি কুমারের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "বৎস ! আর তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। তোমার বীরত্ব দর্শন করিয়াই আমি অনুভব করিয়াছিলাম, তুমি কোন মহৎ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যাহা হউক, আমি তোমাকে পরম সুখী করিব। আমার পুত্র সন্তান নাই, একমাত্র কন্যা। তোমাকে জামাতা করিয়া তোমারই হস্তে আমার যাবতীয় রাজ্যভার সমর্পণ করিব।"

কুক্কুরমুখীর সহিত বিবাহ হইবে, কুক্কুরমুখীকে লইয়া চিরদিন আমোদ প্রমোদ করিতে হইবে, এই ভয়ে কুমারের হৃদয় ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি কহিলেন, "মহারাজ ! আপনার অনুগ্রহ আমার শিরোধার্য্য, কিন্তু আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইতে পারি না। আমি আপনার কন্যার উপযুক্ত পাত্র নহি, আপনি অন্য কোন রাজপুত্রের করে কন্যা সম্প্রদান করুন।"

কুমারের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজার অন্তর রোষে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

তিনি সগর্জ্জনে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "যদি তুমি বিবাহ করিতে অসম্মত হও, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তে তোমার জীবন দণ্ড হইবে। ঘাতুকের কঠিন হস্তে কুঠারাঘাতে তোমার জীবনলীলার শেষ করিব।"

প্রাণভয়ে কুমারের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। অগত্যা তিনি কন্যা গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন। সেই দিনেই রজনীযোগে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। কুমার মনের দুঃখ মনোমধ্যেই বিলীন করিয়া রাখিলেন। ঈশ্বরের কৃপায় কুক্কুরমুখীকে লইয়া আর বেশী দিন কষ্টভোগ করিতে হইল না। বিবাহের চারিদিবস পরেই রাজকুমারী উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

কুক্কুরমুখীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেন ভাবিয়া কুমারের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু বিধাতা যে তাঁহার অদৃষ্টে নূতন বিপদ সংঘটন করিয়াছেন, তখন তিনি তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। দম্পতীর মধ্যে একজনের মৃত্যু হইলে অপরকে সেই সঙ্গে কবরে নিক্ষিপ্ত হইতে হয়, সামসাউসদ্বীপের প্রণালীই এইরূপ। কুমার এই সংবাদ অবগত হইয়া ভয়ে বিহ্বলপ্রায় হইয়া উঠিলেন। জীবিত অবস্থায় কবরে গমন করিতে হইবে, এই ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অবিরল ধারে অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল।

এদিকে রাজার অনুচরগণ একটী শবসিন্দুক আনয়ন করত তাহার মধ্যে মৃত কুমারীকে ও জীবিত রাজকুমারকে সংস্থাপন পূর্ব্বক কবরমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিল। কতিপয় রুটী ও কিঞ্চিৎ জলও তন্মধ্যে প্রদত্ত হইল। কবরটী এত বৃহৎ যে, তাহার মধ্যে প্রায় শতাধিক লোক বিচরণ করিতে পারে। কবরটী পূর্ব্ব হইতেই খনন করা আছে, দেশের যে কেহ জীবন ত্যাগ করে, ঐরূপ অনুসারে তাহাকে উহার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। যখন সকলে কুমারকে ও মৃতা রাজনন্দিনীকে লইয়া কবরের নিকট উপস্থিত হইল, তখন সকলেই আমোদ আহ্লাদে নৃত্যগীত করিতে লাগিল। যাহারা অত্যল্প দিনমাত্র বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হইয়াছে, সেই সকল নবদম্পতীরা এক শ্রেণীতে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নলিখিত গানটী গাইতে আরম্ভ করিল :—

গীত।

প্রণয় পরমনিধি বিধাতা সৃজিল।
প্রকৃত প্রণয়সুখে অন্তর ডুবিল॥
যাবত রহিব ভবে, প্রেম-সিন্ধু-নীরে ডুবে,
একসঙ্গে রব দোঁহে হইয়ে অচল॥

সংগীত শ্রবণ করিয়া কুমারের মন আরও বিচলিত হইয়া উঠিল। অনন্তর অনুচরগণ কুমারকে কবরে নিক্ষেপ করিয়া কবরমুখে একখানি বিশাল প্রস্তর খণ্ড প্রদান পূর্ব্বক প্রস্থান করিল।

সকলে প্রস্থান করিলে কুমার ধীরে ধীরে শবাধার হইতে সমুত্থিত হইয়া বিষাদিতমনে কবরের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কতিপয় পদ অগ্রসর হইবামাত্র একটী দীপালোক তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল। তিনি সমুৎসাহিত হইয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, অদূরে একটী রমণী একটী জ্বলন্ত বর্ত্তিকা হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তখন তিনি ধীরে ধীরে যেমন আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন, অমনি রমণী সেই বর্ত্তিকা নির্ব্বাপিত করিয়া ফেলিল। তখন গাঢ় অন্ধকারে কুমার আর এক পদও অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলেন না। তিনি নির্ব্বেদ সহকারে বিলাপ করিয়া কহিলেন, "হায়! আমার অদৃষ্টে এই ছিল? হায় কার্জ্জিমরাজ! আপনার একমাত্র পুত্র আজি অনাথের ন্যায় জীবিতাবস্থায় কবরমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, আপনি তাহার কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত হইতে পারিতেছেন না।"

কুমারের এইরূপ খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া সেই রমণী কহিলেন, "যুবক! তুমি যদি কার্জ্জিমরাজার পুত্র হও, তাহা হইলে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই, এ দুঃসহ বিপদ হইতে অবশ্য পরিত্রাণ লাভ করিবে। এক্ষণে তুমি একটী প্রতিজ্ঞা করিলে আমি তোমার উদ্ধারের উপায় করিয়া দিব। যদি তুমি আমাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হও, তাহা হইলে আমিও তোমার পরিত্রাণের চেষ্টা করি।"

কুমার কহিলেন, "আমি এই পূতিগন্ধপূর্ণ কবরমধ্যে দেহ বিসর্জ্জন করিব, তাহাও শ্রেয়ঃ, তথাপি জীবনে কুক্কুরমুখীর প্রণয়ে বদ্ধ হইতে পারিব না।"

রমণী কুমারের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "যুবরাজ! আমাকে এখানকার অধিবাসিনী বিবেচনা করিও না। আমার রূপদর্শন করিলেই তুমি সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে। আমি জর্জ্জিয়াদেশের রাজকুমারী। আমার নাম দিলারাম। আমি জলবিহার বাসনায় সমুদ্রে ভ্রমণ করিতেছিলাম, সহসা প্রবল ঝটিকায় আমার তরণী ও অনুচরগণ জলগর্ভে নিমগ্ন হয়। আমি ও অবশিষ্ট কতিপয় অনুচর একখণ্ড কাষ্ঠফলক অবলম্বন পূর্ব্বক ভাসিতে ভাসিতে এই সামসাউসদ্বীপের উপকূলে সমুত্তীর্ণ হই। অত্রত্য নিশাচরগণ আমার অনুচরগণকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। একজন কুক্কুরাস্য আমাকে তাহার আশ্রয়ে লইয়া বলপূর্ব্বক আমার পাণিগ্রহণ করিল। পাণিগ্রহণের দুই দিবস পরেই সেই দুরাত্মার প্রাণবিনাশ হয়। দেশের প্রথানুসারে তাহার সহিত আমিও কবরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। আমি পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তিকা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। যখন নিতান্ত কষ্ট বোধ হয়, সেই সময় দীপ প্রজ্বালিত করিয়া দুই একপদ ভ্রমণ করি। তোমার পদশব্দ পাইয়া সভয়ে বর্ত্তিকা নির্ব্বাপিত করিয়াছি। যুবরাজ! কেন আমি জলবিহার বাসনায় সমুদ্রপথে যাত্রা করিয়াছিলাম, তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি আমাদিগের রাজবংশীয় কোন কুমারের সহিত গোপনে প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়াছিলাম। আমাদিগের উভয়েরই বাসনা ছিল, পরস্পর প্রণয়সূত্রে বদ্ধ হইব, কিন্তু পিতা তাহাতে বাদ সাধিলেন। হঠাৎ অন্য এক দেশের রাজমন্ত্রী পিতার নিকট আসিয়া নিবেদন করিলেন, 'মহারাজ! আমাদিগের মহীপতি আপনার কন্যার রূপরাশির কথা শ্রবণ করিয়া তাহার পাণিগ্রহণে অভিলাষ করিয়াছেন।' যুবরাজ! আমার পিতা শ্রবণমাত্র তাহাতেই সম্মত হইলেন। বিবাহের দিন স্থির হইল। এদিকে আমার প্রণয়াধার এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া সেইদিনেই জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। আমি তাঁহার শোকে একান্ত অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম। ততদিন যে প্রণয় গুপ্ত ছিল, সেই দিন তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। পিতা এই সমস্ত অবগত হইয়া আমার চিত্তবিনোদনার্থ জলবিহারে অনুমতি দিয়াছিলেন।

যুবরাজ! সেই জলবিহারই আমার এই অনন্ত দুঃখের—অনন্তযাতনার একমাত্র মূলীভূত করণ।"

কুমারীর বচন শ্রবণে কুমারের হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "যদি তুমি যথার্থ জর্জ্জিয়াদেশের রাজকুমারী হও, তাহা হইলে আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া পরম সুখী হইব।" রমণী কুমারের প্রতিজ্ঞা শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত করিলেন। তাঁহার রূপের ছটা দর্শন করিয়া কুমারের হৃদয় আনন্দবিস্ময়ে পরিপূরিত হইল। তিনি ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া কহিলেন, "সুন্দরি! তোমার রূপরাশি দর্শনে আমার মন বিমোহিত হইয়াছে। এক্ষণে কি উপায়ে আমরা পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি, তাহার উপায় বিধান কর।"

দিলারাম কহিলেন, "যুবরাজ! আমি এই কবরমধ্যে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমি বর্ত্তিকা হস্তে ভ্রমণ করিতে করিতে একখানি শ্বেতবর্ণ প্রস্তর দেখিতে পাই, সেই প্রস্তরোপরি আমার নাম খোদিত রহিয়াছে। পাঠ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম, ইত্যবসরে তোমার পদশব্দ শ্রবণ পূর্ব্বক বর্ত্তিকা নির্ব্বাপিত করিয়া ফেলিলাম। এক্ষণ আইস, আমরা তথায় গিয়া সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করি।" কুমারী এই বলিয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন, কুমারও কৌতূহলী হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ক্রমে প্রস্তরের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, তাহাতে লিখিত আছে যে, "জর্জিয়া দেশের রাজকুমারী ও কাজিমরাজের পুত্র উভয়ে এই প্রস্তর উত্তোলন করিলে একটী মনোহর পথ দেখিতে পাইবেন। সেই পথে গমন করিলে তাঁহাদিগের সুখের পরিসীমা থাকিবে না, তাঁহারা সমস্ত বিপদের হস্ত হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারিবেন।" এই সমস্ত পাঠ করিয়া কুমার-কুমারীর হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। অনন্তর কুমার কুমারীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রিয়তমে! মনে মনে আনন্দসঞ্চার হইতেছে সত্য, কিন্তু সে আনন্দ স্থিরভাবে অবস্থিত হইতেছে না। এই বিশাল প্রস্তর শতাধিক ব্যক্তিও উত্থাপিত করিতে সমর্থ নহে, আমি একাকী কিরূপে ইহা উত্তোলন করিব?" কুমারী যুবরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, "প্রিয়তম! ঐশী শক্তি প্রভাবে কোন্ কার্য্য অসাধ্য হইয়া থাকে?

যখন বিধাতার অনুগ্রহ হয়, তখন মনুষ্য যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হউক্ না কেন, সফলপ্রযত্ন হইয়া থাকে। তুমি যত্ন কর, অবশ্যই আমাদিগের মনোরথ সিদ্ধ হইবে।”

যুবরাজ কুমারীর বাক্যে সমুৎসাহিত হইয়া যেমন পাষাণে হস্ত প্রদান করিয়াছেন, অমনি তাহা উত্তোলিত হইল। তখন তাঁহাদের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা দেখিলেন, তন্মধ্যে দিব্য পারষ্কার প্রশস্ত পথ। তাঁহারা দ্রুতগতি সেই পথ দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। বহুদূর অতিক্রম করিলে একটী প্রান্তর তাঁহাদিগের নেত্রপথে নিপতিত হইল। একটী স্রোতস্বিনী কলকলরবে তথায় প্রবাহিত হইতেছে, নদীগর্ভে একখানি ক্ষুদ্র তরণীও ভাসিতেছে, কিন্তু নাবিক বা অন্য কোন লোকের সমাগম নাই। তখন তাঁহারা জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া সেই তরণীতে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। বহুদূর অতিক্রম করিলে দেখিলেন, আর একটী সংকীর্ণ ক্ষুদ্র নদী বৃহৎ নদী হইতে বহির্গত হইয়াছে। সেই নদীর পার্শ্বে দুইটী অত্যুচ্চ মনোহর পর্ব্বত বিরাজমান। কুমার কুমারী সহ তরণীযোগে সেই ক্ষুদ্রনদীতে প্রবেশ করিলেন। কিছুদূর অতিক্রম করিলে নদীতটের অনতিদূরে একটী মনোহর প্রাসাদ তাঁহাদিগের নয়নপথে নিপতিত হইল। তাঁহারা সেই স্থানে আশ্রয় লাভের আশায় অবতীর্ণ হইলেন। উভয়ে ধীরে ধীরে প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হইলেন। প্রাসাদের বাহ্যশোভা দর্শন করিয়াই তাঁহাদিগের হৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার হইল। তাঁহারা তোরণের সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, তোরণোপরি স্বর্ণাক্ষরে নিম্নলিখিত কবিতাটী লিখিত রহিয়াছে:—

অষ্টপদ জন্তু এক না করি নিধন।
প্রবেশ যদ্যপি করে পুরে কোন জন॥
অশেষ বিশেষে সেই যাতনা পাইবে।
অকালে কালের গ্রাসে পড়িতে হইবে।

কবিতা পাঠ করিয়া যুবকযুবতীর হৃদয়ে দারুণ ভয়ের সঞ্চার হইল। তাঁহারা পুরীমধ্যে প্রবেশের আশা পরিত্যাগ করিয়া নদীকূলে উপবেশন

পূর্ব্বক শ্রান্তিদূর করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর উভয়ে নানাবিধ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। কোথায় গমন করিবেন, কোথায় গেলে আশ্রয় লাভ হইবে, এই সকল বিষয় আন্দোলন করিতেছেন, ইত্যবসরে কুমার দেখিলেন, একটী কর্কট দিলারামের কটিদেশে বস্ত্রোপরি সংলগ্ন রহিয়াছে, সহসা দংশন করিয়া রমণীর জীবন বিনাশ করিতে পারে। তখন রাজপুত্র সচকিতে ত্বরিতস্বরে কহিলেন, "প্রিয়তমে! শীঘ্র সাবধানে গাত্রোত্থান কর, তোমার কটিদেশে একটী বিষধর কর্কট সংলগ্ন রহিয়াছে।" কুমারী যুবকের বাক্য শ্রবণমাত্র দণ্ডায়মান হইয়া যেমন বস্ত্র সঞ্চালন করিয়াছেন, অমনি কর্কটটী ভূতলে নিপতিত হইল। কুমার পদপেষণে তাহাকে নিহত করিলেন। এদিকে অকস্মাৎ সশব্দে প্রাসাদের তোরণদ্বার সমুদ্‌ঘাটিত হইল। তখন কুমার রমণীকে সম্বোধন করিয়া পুলকিতবদনে কহিলেন, "প্রিয়তমে! কর্কট নিহত হওয়াতেই প্রাসাদের দ্বার সমুদ্‌ঘাটিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। আইস, আমরা পুরীমধ্যে প্রবেশ করি।" কুমার এই বলিয়া কুমারীর কর ধারণ পূর্ব্বক পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, মনোহর উপবন, নানাবিধ তরুরাজি ফলভরে অবনত হইয়া পরম শোভা সম্পাদন করিতেছে, কিন্তু জনমানবের চিহ্ন নাই। কুমার ও কুমারী অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন, কতিপয় ফল ভক্ষণে অভিলাষী হইয়া বৃক্ষের নিকট গমন করিলেন। বৃক্ষতলে উপনীত হইয়া তাঁহাদিগের ফললাভের আশা বিদূরিত হইল, অধিকন্তু তাঁহারা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বৃক্ষোপরি যে সকল ফল শোভা পাইতেছে, তৎসমস্তই মণি, মুক্তা ও নানাবিধ রত্ন। নিকটে একটী রমণীয় সরোবর। কুমার দিলারামসহ সরোবর-তীরে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, উহার বিমল সলিলের অভ্যন্তরে রাশি রাশি রত্ন নিপতিত রহিয়াছে। এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া তাঁহারা যার পর নাই চমকিত হইয়া উঠিলেন। ক্রমে তাঁহারা প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে গমন করিতে লাগিলেন। যে গৃহে গমন করেন, সেই গৃহই মহামূল্য রত্নরাজিতে বিমণ্ডিত, কিন্তু কোন স্থানে জীবমাত্রের সঙ্গে তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল না। ভ্রমণ করিতে করিতে একটী পরম রমণীয় গৃহ তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। উহা রজতময় কবাটে সংবদ্ধ।

কুমার যেমন সেই কবাটে হস্তস্পর্শ করিয়াছেন, অমনি দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গেল, দেখিলেন, গৃহমধ্যে একটী অতি বৃদ্ধলোক একখানি কনকাসনে সমাসীন রহিয়াছেন। তাঁহার মস্তকে একটীমাত্রও কেশ নাই, ছয় গাছি শুভ্রশ্মশ্রু ভূতল স্পর্শ করিতেছে। নখ এত বৃহৎ যে, এক একটির পরিমাণ করিলে অর্দ্ধহস্তেরও অধিক হইবে। তাঁহার আকৃতি দর্শন করিলে যুগ-যুগান্তকালীন মহাপুরুষ বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি কুমার ও কুমারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে? কি জন্যই বা এস্থানে সমুপস্থিত হইয়াছ?"

কুমার বৃদ্ধের বচন শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া আপনার ও কুমারীর বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। তখন বৃদ্ধ কহিলেন, "তোমরা উভয়ে বিপদে পড়িয়া অবশেষে ভাগ্যবশে এ স্থানে সমাগত হইয়াছ। তোমাদিগকে দর্শন করিয়াই আমার হৃদয়ে স্নেহের সঞ্চার হইয়াছে। তোমরা পরমসুখে এই স্থানে অবস্থিতি কর, আমি তোমাদিগকে পুত্র-কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিব। এখানে তোমাদিগের কিছুমাত্র ক্লেশ হইবে না। অধিক কি, এখানে মৃত্যুরও অধিকার নাই। আমি সংক্ষেপে আমার আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্বে চীন সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলাম। কালবশে প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে আমি এই নির্জ্জনে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছি। মন্ত্রবলে যাবতীয় দৈত্য আমার আজ্ঞাবহ হইয়া রহিয়াছে। মন্ত্রবলে আমি ইচ্ছামৃত্যু লাভ করিয়াছি। কি রোগ, কি মৃত্যু, কেহই আমার অধিকারে প্রবেশ করিতে পারে না; কিন্তু মন্ত্রবলে অপঘাত মৃত্যু নিবারিত হয় না। যদি কেহ বিরোধ করিয়া আমাকে বিনষ্ট করে, তাহা হইলে মন্ত্রবলে আমি আত্মরক্ষা করিতে পারি না। এ পুরীমধ্যে সহসা কাহারও প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই, সে বিষয় তোরণদ্বারে লিখিত আছে, সমস্তই প্রত্যক্ষ করিয়াছ। আমি প্রায় সহস্রাধিক বর্ষ এই নির্জ্জনে নিরাপদে পরমসুখে বাস করিতেছি। তোমরা এইস্থানে সুখে অবস্থিতি কর। কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইলে তোমরাও মন্ত্রবিদ্যা প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে তোমরা কিঞ্চিৎ আহারাদি করিয়া বিশ্রামসুখ অনুভব কর।" চীনরাজ এই বলিয়া আহার প্রস্তুতের আদেশ করিলে তিনজন দৈত্য তিনখানি স্বর্ণপাত্রে নানা-

বিধ আহারীয় আনয়ন করিল। সেই গৃহেরই এক প্রান্তদেশে দুইটী প্রস্রবণ ছিল ; একটী হইতে অনবরত দুগ্ধ ও অপরটী হইতে অতি উপাদেয় সুরা বিগলিত হইতেছে। দৈত্যগণ স্বর্ণপাত্রে করিয়া সেই সুরা ও দুগ্ধ আনয়ন করিল। যুবক-যুবতী পরিতোষরূপে ভোজন করিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, চীনরাজের নথ অতি বৃহৎ, তিনি স্বয়ং আহার করিতে অসমর্থ। একজন দৈত্য বালকের ন্যায় তাঁহাকে আহার করাইয়া দিল। নানাবিধ কথাপ্রসঙ্গে আহার পরিসমাপ্ত হইল চীনরাজ সস্নেহ-বচনে কুমার ও কুমারীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "অদ্যই তোমরা উভয়ে পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হও, তাহা হইলেই আমি পরম সুখী হইব।" যুবকযুবতী পূর্ব্ব হইতেই প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া আছেন, এক্ষণে বৃদ্ধের অনুরোধে সেই দিন রজনীযোগে পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইলেন। যথাবিধি বিবহাক্রিয়া সমাধা হইল। যুবকযুবতী পরমসুখে সেই মায়াপুরীতে বাস করিতে লাগিলেন।

কাল সহকারে দিলারামের গর্ভে দুইটী যমজ পুত্র সমুৎপন্ন হইল। পুত্রের মুখারবিন্দ দর্শন করিয়া জনকজননীর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। চীনসম্রাট সস্নেহে তাহাদিগের লালনপালন করিতে লাগিলেন। শিশুদ্বয় পঞ্চবর্ষ বয়সে পদার্পণ করিলে চীনসম্রাট তাহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষার্থ দৈত্যকরে সমর্পণ করিলেন। দৈত্যগণের যত্নে বালকেরা অত্যল্প দিনের মধ্যেই নানাবিদ্যায় পারদর্শী হইল।

এইপ্রকারে কিয়দ্দিন সমতীত হইলে একদা দিলারাম মধুরবচনে পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "নাথ! বহুদিন হইল জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া কত যন্ত্রণা পাইয়া বিদেশে বিদেশে পরিভ্রমণ করিতেছি। এখন যদিও কোন বিপদের আশঙ্কা নাই, তথাপি এরূপ নির্জ্জনে বাস করা একান্ত সুকঠিন। বিশেষতঃ জনকজননীর পদদর্শনার্থ মন যার পর নাই উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। চল, আমরা স্বদেশে প্রস্থান করি। আমরা যে তরণীতে আগমন করিয়াছিলাম, সেখানি অদ্যাপি নদীকূলে অবস্থিত রহিয়াছে। সেই নৌকায় আরোহণ করিয়া আমরা অনায়াসে অভিলষিত স্থানে গমন করিতে পারিব।"

যুবরাজ পত্নীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "প্রিয়তমে! যাহা বলিলে, সকলই সত্য। জন্মভূমি দর্শনার্থ, পিতামাতার চরণ দর্শনার্থ আমারও অন্তর

যার পর নাই উদ্বিগ্ন হইয়াছে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, চীনরাজ আমাদিগকে অপত্যসম স্নেহ করেন, আমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে তিনি শোকে অধীর হইয়া নিশ্চয়ই প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন। তাঁহাকে দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিয়া কিরূপে আমরা প্রস্থান করিব?"

দিলারাম কহিলেন, "নাথ! আমরা কতিপয় দিন জন্মভূমিতে অবস্থান পূর্ব্বক পিতামাতাকে সান্ত্বনা করিয়া পুনরায় এইস্থানে আগমন কবিব। তুমি বৃদ্ধকে প্রবোধ প্রদান করিয়া সম্মতি গ্রহণ কর।"

যুবক প্রিয়তমার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক চীনরাজের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। দিলারামও সঙ্গে সঙ্গে অনুগামিনী হইলেন। যুবক সবিনয়ে বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আপনি আমাদিগকে সুতনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেছেন, আপনার আজ্ঞা ব্যতিরেকে আমরা কোন কার্য্যেই করিতে সাহসী হই না। বহুদিন হইল আমরা বিদেশে বিদেশে ভ্রমণ করিতেছি। স্বদেশ দর্শনে আমাদিগের একান্ত উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে। আমরা কিয়দ্দিন স্বদেশে অবস্থান পূর্ব্বক পুনরায় আসিয়া আপনার চরণবন্দনা করিব। এক্ষণ অনুমতি হইলে আমরা একবার স্বদেশে প্রস্থান করি।"

কুমারের বচন শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধের হৃদয় শোকে অধীর হইয়া উঠিল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, অবিরল অশ্রুধারে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল। ক্ষণকাল তিনি একটীমাত্রও বাক্য প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বাষ্পগদ্গদস্বরে কহিলেন, "বৎস! তোমরা স্বদেশে গমন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছ, আমি নিষেধ করিতে পারি না; কিন্তু তোমাদিগের বিরহে আমি তিলমাত্রও জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না। তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া জীবন ধারণ অপেক্ষা মরণই আমার পক্ষে সর্ব্বাংশে মঙ্গল।" বৃদ্ধ এই বলিয়াই মৌনাবলম্বন করিলেন। মন্ত্রবিদ্যাপ্রভাবে ইচ্ছাবশে যে মৃত্যুকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এখন ইচ্ছাপূর্ব্বক ঘন ঘন অন্তরে অন্তরে সেই মৃত্যুকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তিনি স্মরণ করিবামাত্র দুরন্ত কালও কালবেগে তাঁহার নিকট সমাগত হইল। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধ নিস্পন্দ ও নিশ্চল হইয়া নির্নিমেষনেত্রে ধরাশায়ী হইলেন। তদ্দর্শনে যুবকযুবতী হাহাকার করিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন।

বৃদ্ধ যেমন ভূপতিত হইয়াছেন, অমনি যুবকযুবতী চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, সে পুরী নাই, সে সরোবর নাই, সে উপবন নাই, সে গৃহ নাই, কিছুই নাই। তাঁহারা পুত্রদ্বয় সহ একটী মরুভূমিমধ্যে নিপতিত রহিয়াছেন, পার্শ্বে একটী স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে, তাঁহাদিগের সেই পূর্ব্ব তরণীখানি নদীকূলে নিবদ্ধ রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তাঁহাদিগের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহারা ঐন্দ্রজালিকী মায়া বলিয়া অনুভব করিলেন। আরও দেখিলেন, সেই মরুভূমিতে তাঁহাদিগের পুরোভাগে কতকগুলি নানাবিধ উপাদেয় ফল নিপতিত রহিয়াছে। তাঁহারা সেইগুলি নৌকায় তুলিয়া নৌকারোহণে সমুদ্রপথে যাত্রা করিলেন।

দিলারাম পতি সহ মায়াপুরী হইতে তরণীযোগে সমুদ্রপথে গমন করিতেছেন।

কুমার পুত্রকলত্র সহ ক্ষুদ্র নদী অতিক্রম পূর্ব্বক সাগরে প্রবিষ্ট হইলেন। মৃদুমন্দ বায়ুভরে তরণী ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিল। সহসা একদল জলদস্যু তাঁহাদিগের পুরোভাগে সমুপস্থিত হইল। তাহারা সবেগে কুমারের নৌকা আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ধৃত করিয়া আপনাদিগের নৌকায় আরোপিত করিল এবং কুমারের তরণীখানি জলগর্ভে মগ্ন করিয়া দিল। যখন তাহারা আক্রমণ করে, কুমার নিরস্ত্র হইয়াও তখন সাধ্যানুসারে তাহাদিগের সহিত সম্মুখযুদ্ধ করিতে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু পরিশেষে পরাভূত হইয়া বন্দী হইতে হইল। কুমার দস্যুগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমরা

আমাকে নিহত কর, তাহাতে আমি দুঃখিত নহি, কিন্তু বিনয় করি, আমার শিশু পুত্রদ্বয়কে বিনষ্ট করিও না এবং আমার প্রিয়তমার সতীত্ব হরণ করিয়া কলঙ্কিত হৃদয়ে আরও কলঙ্কের চিহ্ন বিন্যস্ত করিও না।" কুমার এই বলিয়াই অধোবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। দস্যুগণ কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া কুমারকে একটী দ্বীপে নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার পুত্রকলত্র লইয়া প্রস্থান করিল। দিলারাম ব্যাকুলহৃদয়ে রোদন করিতে করিতে দস্যুগণকে তিরস্কারস্বরে কহিতে লাগিলেন, "পাপিষ্ঠগণ! তোরা বিনা অপরাধে আমার স্বামীকে দ্বীপকূলে নিক্ষেপ করিলি, ঈশ্বর তোদের সমুচিত শাস্তি প্রদান করিবেন সন্দেহ নাই।" দস্যুগণ দিলারামের বাক্যে কর্ণপাতও করিল না। যাবৎ দস্যুগণের নৌকা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত না হইল, তাবৎ কুমার তৎপ্রতি নেত্রপাত করিয়া অবিরলধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দিলারামও একদৃষ্টে কুমারের দিকে চাহিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। দস্যুগণ তরণী লইয়া ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। তখন কুমার একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে উপবেশন করিলেন।

বিপদের উপর মহাবিপদ উপস্থিত। দস্যুরা যে স্থানে কুমারকে পরিত্যাগ করিয়া গেল, উহা কবন্ধগণের আবাসভূমি। কুমার কবন্ধরাজ্যের প্রান্তরে উপবিষ্ট। সহসা তিন চারি জন কবন্ধ দূর হইতে কুমারকে দেখিতে পাইয়া নাচিতে নাচিতে তথায় সমাগত হইল। তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র কুমার ভয়ে অভিভূত হইলেন। তাহাদিগের দেহ মস্তকহীন, স্কন্ধদেশে চক্ষু সংস্থাপিত, বক্ষঃদেশে একটী বৃহৎ গোলাকার গর্ত্ত, উহাই তাহাদিগের মুখের কার্য্য সাধন করে। তাহারা কুমারকে ধৃত করিয়া তাহাদিগের রাজার নিকট লইয়া গেল এবং নিবেদন করিল, "মহারাজ! এই ব্যক্তির আকৃতি অতি অদ্ভুত, আমরা ইহাকে ধৃত করিয়া লইয়া আসিয়াছি, আমাদিগের বোধ হয়, এ ব্যক্তি আমাদিগের বিপক্ষের গুপ্তচর, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।"

রাজা কিঙ্করগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সরোষগর্জ্জনে কুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুবক! তুমি কে? কিরূপে এই স্থানে সমাগত হইয়াছ? এ স্থানেই বা তোমার কি প্রয়োজন?"

কুমার কবন্ধরাজের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া আদ্যোপান্ত যাবতীয় ঘটনা প্রকাশ করিলে কবন্ধনরপতি মধুরস্বরে কহিলেন, "কুমার! তুমি রাজবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ, এখানে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। তুমি যে গুপ্তচর নও, তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছি। যাহা হউক, তোমাকে আমার একটী উপকার করিতে হইবে। আমার রাজ্যের নিকটবর্ত্তী একটী দ্বীপে কতকগুলি লোক বাস করে, তাহাদিগের আকৃতি মনুষ্যের ন্যায়, কিন্তু মুখ বিহঙ্গের মুখের সদৃশ। তাহাদিগের অঙ্গভঙ্গী ও স্বরও পক্ষীর ন্যায়। একদা তাহাদিগের কতিপয় ব্যক্তি এই দ্বীপের প্রান্তভাগে সমুদ্রকূলে আগমন পূর্ব্বক উপবেশন করিয়াছিল। আমার কতিপয় অনুচর তাহাদিগকে পক্ষী বোধে নিহত করিয়া ভক্ষণ করে। সেই জন্য তাহাদিগের রাজা ক্রোধপরবশ হইয়া অনেকবার আমাদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিবারেই পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছেন। আমি পরম্পরায় অবগত হইয়াছি, আমাদিগকে নিঃশেষে উৎসন্ন করিবার অভিপ্রায়ে সেই সকল পক্ষীমুখেরা যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে। তুমি তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া আমাকে নিষ্কণ্টক কর। তোমাকে দেখিয়াই প্রকৃত বীর বলিয়া অনুমিত হইতেছে, তুমি সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে নিশ্চয়ই আমার মনোরথ সুসিদ্ধ হইবে।"

কুমার কবন্ধরাজের বাক্যে তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইলেন। তিনি সেনাপতি-পদে অধিরূঢ় হইয়া সৈন্যগণকে সুকৌশলে শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। অত্যল্প দিনের মধ্যেই পক্ষীমুখেরা নৌকারোহণে সমুদ্রকূলে আগমন করিল। কুমার তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে সাগরতীরে সমুপস্থিত হইলেন। যখন পক্ষীমুখ-গণের অর্দ্ধেক সেনা সাগরতটে অবতীর্ণ হইয়াছে, কুমার সেই সময়ে সসৈন্যে প্রবলবেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। অস্ত্র-শস্ত্রাঘাতে পক্ষীমুখেরা ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল, যাহারা নৌকার উপরে অবস্থিত ছিল, কুমার তাহা-দিগকে নৌকাসহ জলগর্ভে মগ্ন করিয়া দিলেন। তাঁহার রণকৌশলে ভীত হইয়া অবশিষ্ট পক্ষীমুখেরা রণে ভঙ্গ প্রদান পূর্ব্বক পলায়ন করিল।

কুমার রণবিজয়ী হইয়া কবন্ধরাজসকাশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে কবন্ধপতি সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া যথোচিত পুরস্কার প্রদান করিলেন।

চতুর্দ্দিকে কুমারের সুখ্যাতি প্রচারিত হইল। সকলেই তাঁহার প্রতি পরম অনুরক্ত হইয়া উঠিল। এই প্রকারে কিয়দ্দিন অতীত হইলে কুমার নরপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আপনি কতিপয় রণতরী সুসজ্জিত করিয়া দিলে আমি সসৈন্যে পক্ষীমুখগণের রাজ্যে গমন পূর্ব্বক নগরী উৎসন্ন করিয়া আপনাকে চিরদিনের জন্য নিষ্কণ্টক করিতে পারি।" কবন্ধরাজ কুমারের বাক্যে পরম প্রীত হইয়া তৎক্ষণাৎ আদেশপ্রদান করিলেন, আদেশমাত্র রণতরী সুসজ্জিত হইতে লাগিল। নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে তরণী পরিপূরিত হইল। কুমার সসৈন্যে পক্ষীমুখগণের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কুমার অনতিকালমধ্যেই বিপক্ষের রাজ্যে সমুত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্রই পক্ষীমুখরাজের হৃদয় ভয়ে বিত্রাসিত হইয়া উঠিল। তিনি সাহসে ভর করিয়া অবিলম্বে সমরসাজে সৈন্যগণকে আদেশ প্রদান করিলেন। আদেশমাত্র সকলে সুসজ্জিত হইল। তখন পক্ষীমুখরাজ সাগরতটে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। ক্রমে উভয় দল একত্রিত হইল, ক্রমে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর পক্ষীমুখগণের অধিকাংশই নিহত হইল। যে কতিপয়মাত্র জীবিত রহিল, কুমার তাহাদিগকে বন্দী করিয়া স্বীয় তরণীতে সমারোপিত করিলেন। অনন্তর কুমার সানন্দে স্বীয় সৈন্যসামন্ত সহ রাজসকাশে উপনীত হইয়া পক্ষীমুখগণকে তাঁহার নিকট প্রদান করিলে রাজা তাহাদিগের মাংস রন্ধন পূর্ব্বক রাজ্যস্থ সকলকে প্রদান করিলেন। কবন্ধরাজ স্বয়ং পক্ষীমুখরাজের মাংস ভক্ষণ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। তদবধি কুমারের মান-সম্ভ্রম আরও অধিকতর সংবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল।

এইরূপে নয় বর্ষ সমতীত হইল। একদা রাজা কুমারকে সম্বোধন করিয়া মৃদুমধুরস্বরে কহিলেন, "বৎস! আমি তোমার প্রতি পুত্রের ন্যায় স্নেহ প্রদর্শন করি। আমার পুত্রসন্তান নাই, একমাত্র কন্যা। তোমাকে অন্তিমে রাজ্যভার অর্পণ করি, ইহাই আমার বাসনা। তোমার করে আমার প্রাণসমা তনয়াকে সম্প্রদান করিব। তুমি তাহাকে গ্রহণ করিয়া সুখী হও।"

কবন্ধরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া কুমারের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। একবার কুক্কুরবদনীকে বিবাহ করিয়া অশেষ যাতনা ভোগ করিয়াছেন,

আবার বিকৃতাকার কবন্ধার প্রণয়ভাগী হইতে হইবে, এই ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় বিশুষ্ক হইতে লাগিল। তিনি অস্বীকার করিয়া কহিলেন, "রাজ্যেশ্বর! আমি কোন রমণীর পাণিগ্রহণে অভিলাষী নহি। আপনি অন্য কোন ব্যক্তির সহিত আপনার কন্যার বিবাহক্রিয়া সম্পাদন করুন্।"

কুমারের বাক্য শ্রবণে রোষভরে কবন্ধরাজের হৃদয় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি আরক্তলোচনে কুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "রে পামর! যদি বিবাহ করিতে অস্বীকার করিস্, তাহা হইলে অদ্যই তোর জীবন বিনষ্ট হইবে।"

অগত্যা প্রাণভয়ে কুমারকে কন্যাগ্রহণে স্বীকৃত হইতে হইল। মনের বিষাদ মনোমধ্যে বিলীন করিলেন। শুভকার্য্য সমাধা হইল। নিশিযোগে রাজকন্যা পতিসহ বাসরঘরে প্রবেশ করিল। সে নানাবিধ প্রেমালাপে কুমারকে প্রীত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কুমার কিছুতেই বাক্য প্রয়োগ না করিয়া অধোবদনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন কুমারী কহিল, "যুবক! তুমি যেমন আমাকে কুরূপা জ্ঞান করিয়া ঘৃণা কর, আমিও সেইরূপ তোমাকে কদাকৃতি পিশাচ বলিয়া বিবেচনা করি। সুতরাং আমাদিগের উভয়ের মনের মিলন কিছুতেই সম্ভবপর নহে। এক্ষণে একটী কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমাদিগের এ রাজ্যের নিয়ম এই যে, কোন ব্যক্তি বিবাহ অস্বীকার পূর্ব্বক স্বীয় বিবাহিতা রমণীকে পরিত্যাগ না করিলে অন্য কেহ সেই রমণীকে পুনর্গ্রহণ করে না। তুমি যদি বিবাহ অস্বীকার করিয়া আমাকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে এই রজনীযোগেই তোমার জন্মভূমিতে প্রেরণ করিতে পারি।"

কুমারীর বচন শ্রবণে কুমারের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "রাজনন্দিনি! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম, তুমি আমার উদ্ধারের উপায় বিধান কর।"

তখন কুমারী কহিল, "যুবক! একটী দৈত্যের প্রতি আমার প্রেমানুরাগ জন্মিয়াছে। সে অদ্য নিশীথেই আগমন করিবে। আমার সহিত তোমার বিবাহ হইয়াছে, সে তাহা জানে না। অদ্য শ্রবণ করিলে সে আর কদাচ আমাকে গ্রহণ করিত না, কিন্তু যখন তুমি আমাকে পরিত্যাগ

করিলে, তখন আর আমার কোন চিন্তা নাই। সে অদাই আমাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবে। আমি তোমার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিব। সে অবশ্য আমার অনুরোধে তোমাকে এই নিশীথেই তোমার স্বদেশে রাখিয়া আসিবে। তুমি এখন সুখে নিদ্রিত হও।"

কুমার আশ্বস্তহৃদয়ে শয্যায় শয়ন করিলেন। ক্ষণকালমধ্যেই নিদ্রা তাঁহাকে বিচেতন করিয়া ফেলিল। এদিকে দৈত্য নিশীথকালে কুমারীর নিকট আগমন করিলে কুমারী যাবতীয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিল। তখন দৈত্য কুমারীকে ও কুমারকে স্কন্ধোপরি আরোপণ পূর্ব্বক নভোমার্গে উৎপতিত হইল। কুমার দৈত্যের মায়াবশে হতচেতন হইয়া রহিলেন। দৈত্য সমুদ্রগর্ভে একটী প্রশস্ত দ্বীপে কুমারকে নিক্ষেপ পূর্ব্বক কুমারীকে লইয়া নিজ আবাসে প্রস্থান করিল।

প্রভাতকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে কুমার দেখিলেন, এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরমধ্যে তৃণশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, মায়াবী দৈত্য তাঁহাকে স্বদেশে না লইয়া ঐ স্থানে নিক্ষিপ্ত করিয়া গিয়াছে। তখন তিনি ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনার্থ সমুদ্রকূলে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, একটী প্রাচীন লোক সাগরজলে অবগাহন করিতেছেন। কুমার তাঁহাকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনি কি মুসলমান-বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন?"

প্রবীণ কহিলেন, "হাঁ, তুমি কে? তোমার আকৃতি দর্শনে তোমাকে মহদ্বংশীয় বলিয়াই অনুমিত হইতেছে। যাহা হউক, যদি কোন বাধা না থাকে, তবে আত্মপরিচয় প্রদান কর।"

কুমার কহিলেন, "মহাশয়! আমি কার্জ্জিমরাজের একমাত্র পুত্র। দৈবগতিকে বহুস্থান পর্য্যটন পূর্ব্বক এই স্থানে সমাগত হইয়াছি।"

প্রবীণ চমকিতভাবে কহিলেন, "সত্য, এতদিনে তোমাকে পুনরায় দর্শন করিলাম। তুমিই সাগরগর্ভে জলদস্যুগণের হস্তে নিপতিত হইয়া অশেষ যাতনা উপভোগ করিয়াছ।"

কুমার সবিস্ময়ে কহিলেন, "মহাশয়! আপনি কিরূপে এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন?" তখন প্রবীণ কহিলেন, "বৎস! তুমি ভূমিষ্ঠ হইলে

আমি তোমার জন্মকোষ্ঠী গণনা করিয়া তোমার জীবনের ফলাফল ব্যক্ত করি। তোমার প্রতি কুগ্রহের দৃষ্টি হয়। একত্রিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তুমি নানাবিধ কষ্টভোগ করিবে। তৎপরে মহাঐশ্বর্য্যশালী হইয়া জগতে অদ্বিতীয় নাম ধারণ করিবে। আমি এই সমস্তই রাজার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলাম। বৎস! তোমার বিপদকাল প্রায় সমতীত হইয়াছে। তুমি ত্রিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে পদার্পণ করিয়াছ। আর অত্যল্প দিনের মধ্যেই পরম সুখে সুখী হইবে। মহারাজ সর্ব্বদা তোমাকে সন্নিধানে রাখিয়া সাবধানে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। কুগ্রহের বশবর্ত্তী হইয়া তুমি জলপথে বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে রাজা শোকে অধীর হইয়া বহুদিন তোমার অনুসন্ধান করিলেন, কিছুতেই তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হইল না। অবশেষে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকের পর তোমাদিগের বংশের এক ব্যক্তিই সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি আমাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার জন্মকোষ্ঠী গণনা করিতে অনুমতি করিলে আমি গণনা করিয়া কহিলাম, 'নরনাথ! আপনার শাসনে প্রজাগণ অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রোহানল প্রজ্বালিত করিবে, সুতরাং পদে পদে আপনার সমূহ বিপদের সম্ভব।' আমার বাক্যে নরপতির ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। তিনি আমাকে নানাবিধরূপে তিরস্কার করিয়া অবশেষে আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন। আমি অতিকষ্টে কৌশলে রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়া এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছি। একটী রমণী এই রাজ্যের অধিকারিণী। তাঁহার সুযশ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। তিনি দয়াদাক্ষিণ্যের একমাত্র আধার। আমি তোমাকে অত্রত্য প্রধান মন্ত্রীর নিকট লইয়া গিয়া পরিচিত করিয়া দিব। তিনি তোমাকে রাণীর নিকট লইয়া যাইবেন। এখানে তুমি পরমসুখে অবস্থিতি করিতে পারিবে।" প্রবীণ এই বলিয়া কুমারকে সমভিব্যাহারে লইয়া মন্ত্রীর নিকট গমন পূর্ব্বক কুমারের পরিচয় প্রদান করিলেন। তখন মন্ত্রীবর আনন্দিতমনে কহিলেন, "কুমার! বহুদিনের পর আপনাকে দর্শন করিয়া যার পর নাই প্রফুল্ল হইলাম। কুমার! আমি আপনার পিতার মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলাম, আপনার যখন অতি শৈশবাবস্থা, তখন সে কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই

রাজ্যে আগমন করি। তদবধি এই স্থানেই অবস্থিতি করিতেছি। এখন চলুন, মহারাণীর নিকট আপনাকে লইয়া পরিচয় প্রদান করি। তিনি আপনাকে বিশেষ সমাদর করিবেন সন্দেহ নাই।”

মন্ত্রী এই বলিয়া কুমারকে সমভিব্যাহারে করত রাণীর নিকট গমন করিলেন। দূর হইতে রাজকুমারকে দেখিতে পাইয়া রাণীর হৃদয় পুলকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, রাজপুত্র আর কেহই নহে, তাঁহারই জীবনের একমাত্র সাররত্ন প্রাণপতি। রাণী নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র কুমারও তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। উভয়ের নয়নেই আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল উভয়েই নীরবে অবস্থান করিলেন। অবশেষে রাণী কহিলেন, “নাথ! আর যে তোমার মুখকমল দর্শন করিব, আবার যে হৃদয়ে শান্তি স্থাপন হইবে, স্বপ্নেও তাহা ভাবি নাই।”

দিলারাম পতিকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া কথোপকথন করিতেছেন।

কুমার কহিলেন, “প্রিয়তমে! শুভক্ষণে অদ্য রজনীপ্রভাত হইয়াছে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বহু পুণ্যফলে আজি আবার তোমাকে প্রাপ্ত হইলাম। এখন বল, আমার হৃদয়ের ধন প্রাণসম তনয়গণ কোথায়?”

দিলারাম কহিলেন, “নাথ! তাহারা মৃগয়ায় গমন করিয়াছে, অচিরেই আগমন করিবে।”

কুমার কহিলেন, "প্রিয়তমে! তুমি কিপ্রকারে দস্যুগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলে, কিরূপেই বা এই রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়াছ, তাহা অবগত হইতে আমার একান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে।"

দিলারাম কহিলেন "নাথ! দস্যুরা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে সহসা প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইয়া তরণীখানি জলমগ্ন করিয়া দিল। দস্যুগণের কেহই জীবিত রহিল না। কেবল আমি শিশু সন্তানদ্বয়কে ক্রোড়ে লইয়া একখানি কাষ্ঠ অবলম্বন পূর্ব্বক ভাসিতে ভাসিতে এই নগরীর প্রান্তে উপনীত হইলাম। তীরে উঠিয়া আমার জীবনে ঘৃণা বোধ হইতে লাগিল। তোমার বিরহে জীবন ধারণ করা বিফল জ্ঞানে পুত্রদ্বয় সহ সাগরজলে জীবন বিসর্জ্জনের উপক্রম করিলাম। সাগরগর্ভে যেমন ঝম্প প্রদান করিয়াছি, অমনি কতিপয় ব্যক্তি দেখিতে পাইয়া আমাদিগকে উত্তোলন পূর্ব্বক অত্রত্য রাজার নিকট সমর্পণ করিল। রাজার বয়স তখন নবতিবৎসর। তাঁহার সন্তানসন্ততি ছিল না। তিনি আমাদিগকে সযত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। আমার বুদ্ধিমত্তা দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে মন্ত্রিণীর পদে নিযুক্ত করিলেন। আমার সুখ্যাতি রাজ্যমধ্যে প্রচারিত হইল। একদা নরপতি আমাকে নির্জ্জনে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, 'আমি বৃদ্ধ, অচিরেই আমাকে কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইবে। আমার সান্তানসন্ততি নাই। তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ করিলে আমার মৃত্যুর পর অনায়াসে রাজ্যের অধীশ্বরী হইতে পারিবে।' আমি নরপতির বাক্যে স্বীকৃত হইয়া তাঁহাকে পাণিদান করিলাম। বিবাহের অত্যল্পদিন পরেই নরপতি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তদবধিই আমি রাজ্যশাসন করিতেছি।"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে কুমারদ্বয় মৃগয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইল। জননীর মুখে পিতার পরিচয় পাইয়া তাহাদিগের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। যুবরাজ পুত্রদ্বয়কে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহভরে ঘন ঘন মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজ্যমধ্যে সমস্ত বৃত্তান্তই প্রকাশিত হইল। প্রজাবর্গের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাহারা সমবেত হইয়া যুবরাজকে সিংহাসনে প্রতি-

ষ্ঠিত করিল। যুবরাজ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সুশাসনে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনগুণে সকলেই তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইল। যুবরাজ বহুদিনের পর পুত্রকলত্র লাভ করিয়া পরমসুখে দিন যামিনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

মন্ত্রীবর এইরূপে উপন্যাস সমাপ্ত করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! গ্রহদোষেই লোকের যাতনা ভোগ হইয়া থাকে। নুরজিহানের প্রতিও গ্রহ প্রতিকূল। এখন সহসা আপনি তাহাকে বধ করিলে পরিণামে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে।"

মন্ত্রীর মুখে উপন্যাস শ্রবণ করিয়া নরপতি হাসাকিনের হৃদয়ে জ্ঞানের আবির্ভাব হইল। তিনি সে দিনের জন্য পুত্রবধে বিরত থাকিয়া সভাভঙ্গ পূর্ব্বক মৃগয়ার্থ বনগমন করিলেন।

এদিকে অন্তঃপুরে মহিষীর ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। নিশাকালে নরনাথ অন্তঃপুরে আগমন করিলে মহিষী কহিলেন, "নাথ! যদি আমা অপেক্ষা মন্ত্রীগণই অধিক প্রিয়তম হয়, তবে আমার নিকট রজনীযোগে প্রতিজ্ঞা করিবারই বা প্রয়োজন কি?"

নরপতি মহিষীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "প্রিয়তমে! মন্ত্রীগণের উপদেশ শ্রবণে আমার হৃদয়ে জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে। কুগ্রহের বশবর্ত্তী হইলে লোকে নানারূপ বিপদে নিপতিত হয়। নুরজিহানের প্রতিও কুগ্রহের দৃষ্টি পড়িয়াছে। আমি সহসা তাহাকে নিহত করিলে পরিণামে আমাকে মনস্তাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে। বিশেষ বিবেচনা না করিয়া এরূপ দুষ্কর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে।"

মহিষী স্বামীর এই প্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "নাথ! আপনি যাহা বলিতেছেন, ইহা সত্য বটে, কিন্তু নুরজিহান কুগ্রহের বশবর্ত্তী হয় নাই সে যথার্থই অপরাধী। যাহা হউক, আমি আপনার নিকট একটী উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন, তাহা হইলেই আপনার মনের সংশয় বিদূরিত হইবে।" মহিষী এই বলিয়া গল্প বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভগবানদত্ত রাজপুত্রত্রয়ের উপাখ্যান।

পূর্ব্বকালে অবনীতলে পরমধর্ম্মপরায়ণ এক নরপতি ছিলেন। তিনি প্রজাগণের প্রতি পুত্রাপেক্ষাও অধিক স্নেহ করিতেন। ন্যায়ানুসারে পক্ষপাত-শূন্য হইয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করাই তাঁহার একমাত্র ব্রত ছিল। প্রজাগণ নরপতির গুণে একান্ত বশীভূত হইয়া দিবানিশি জগদীশ্বরের নিকট তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিত। শুভাদৃষ্টবশে রাজা তাঁহার অনুরূপ মহিষীও লাভ করিয়াছিলেন। পতির সন্তোষ সাধন ও পতির আজ্ঞাপ্রতি-পালনই মহিষীর নিত্যধর্ম্ম ছিল। রাজা সর্ব্বসুখে সুখী হইয়াও অনপত্যতা নিবন্ধন নিরন্তর মনোদুঃখে অবস্থান করিতেন।

সেই রাজ্যের প্রান্তভাগে একটী উদাসীন পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন। দিবানিশি ঈশ্বরারাধনাই তাঁহার একমাত্র ব্রত ছিল। তিনি যাহার মঙ্গলকামনা করিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন, তাহারই সেই কামনা পরিপূর্ণ হইত। তাঁহার গুণ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল। একদা নরপতি তাঁহাকে আহ্বানপূর্ব্বক সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, "প্রভো! আমি পুত্রাভাবে নিরন্তর মনোদুঃখে কালযাপন করি। আমার লোকান্তরগমনের পর কে এই বিপুলরাজ্যের অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে, সেই চিন্তায় অহর্নিশ আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। আপনি কৃপা করিয়া আমার পুত্রকামনায় ঈশ্বরের আরাধনা করুন, তাহা হইলেই আমার মনোরথ সুসিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই।"

উদাসীন রাজার বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "রাজ্যেশ্বর! আমি আপনার পুত্রকামনায় ঈশ্বরের আরাধনা করিব; কিন্তু আপনাকে আর একটী কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। নগরীমধ্যে যে সকল ফকির বাস করে, তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া একটী প্রিয়বস্তু উপহার প্রদান করুন, তাহা হইলেই আপনি প্রিয় বস্তু লাভে সমর্থ হইবেন।"

উদাসীনের আদেশ প্রাপ্তমাত্র নরপতি তৎক্ষণাৎ রাজ্যবাসী যাবতীয় ফকিরগণকে নিমন্ত্রণ করাইয়া রাজবাটীতে আনয়ন করিলেন। তাঁহারা সমাগত হইলে মহীপতি তাঁহাদিগকে একটী মেষ উপহার প্রদান করিলেন। সেই

মেষটী রাজার একান্ত প্রিয় ছিল, সে সময়ে অন্যান্য যাবতীয় মেষকেই পরাজিত করিত। ফকিরেরা সেই মেষ কর্ত্তন করিয়া পরিতোষরূপে ভোজন পূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে ঈশ্বরের নিকট নরপতির পুত্রকামনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে মেষমাংসের যে কিছু প্রসাদ অবশিষ্ট ছিল, রাজা ও রাজমহিষীর জন্য তাহা প্রেরণ করিলে নরপতি মহিষী সহ ভক্তিভরে তাহা ভোজন করিয়া শর্ব্বরী যাপন করিলেন। সেই রাত্রেই মহিষীর গর্ভসঞ্চার হইল। তিনি নবমমাসে একটী সুসন্তান প্রসব করিলেন। পুত্রের রূপরাশি নিরীক্ষণ করিলে কামদেবও পরাজিত হইয়া থাকেন। নরপতির ও মহিষীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

এইপ্রকারে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে নরপতি পুনরায় সেই উদাসীনকে আহ্বান করিয়া আর একটী পুত্রের কামনা করিলেন। উদাসীনও পূর্ব্ববৎ ফকিরগণের সন্তোষবিধানে অনুজ্ঞা প্রদান করিলে রাজা ফকিরগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া একটী বৃহৎকায় অশ্ব প্রদান করিলেন। ফকিরগণ সেই অশ্বমাংস ভোজন করিয়া নৃত্য করিতে করিতে নরপতির মনোরথ সিদ্ধির জন্য জগৎপাতার নিকট প্রার্থনা করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। নরপতি মহিষী সহ ফকিরগণের প্রসাদ ভোজন করিয়া নিশাযাপন করিলেন। সম্বৎসরের মধ্যেই রাজার আর একটী অনুপম রূপলাবণ্যসম্পন্ন তনয় ভূমিষ্ঠ হইল। রাজা অতুল আনন্দনীরে নিমগ্ন হইলেন।

কতিপয় বৎসর সমতীত হইলে রাজা পুনরায় উদাসীনকে আহ্বান করিয়া আর একটী পুত্রের কামনা করিলে উদাসীন পূর্ব্ববৎ ফকিরগণকে নিমন্ত্রণ করাইয়া আনিলেন। মহীপতি একটী অশ্বতর উপহার প্রদান করিলে ফকিরেরা তাহার মাংস ভোজনপূর্ব্বক রাজা ও রাজমহিষীকে প্রসাদ প্রদান করত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া প্রস্থান করিলেন। সম্বৎসর মধ্যে মহিষীর গর্ভে তৃতীয় কুমার সঞ্জাত হইল। কুমার দিন দিন শশীকলার ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। নরনাথ তাঁহার শিক্ষার্থ সুশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন, কিন্তু কুমারের বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার দুষ্ক্রিয়া পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি ইতরের সংসর্গে অবস্থিতি, লম্পটতা, প্রজাগণের প্রতি অত্যাচার প্রভৃতি অসৎকার্য্যে নিরন্তর ব্যাপৃত রহিলেন। সর্ব্বদা প্রজাগণ রাজসকাশে

আসিয়া কুমারের নামে অভিযোগ করিতে লাগিল। তখন নরপতি বিষণ্ণ-বদনে উদাসীনকে আহ্বান করিয়া যাবতীয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে উদাসীন কহিলেন, "মহারাজ! যেরূপ দান, তাহার উপযুক্ত ফল লাভ হইয়া থাকে। আপনি প্রথমে শান্ত, বলিষ্ঠ মেষ ও মনোহর অশ্ব উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, সুতরাং প্রথম পুত্রদ্বয় সেইরূপ সর্ব্বগুণশালী হইয়াছেন। অবশেষে যে অশ্বতরটী প্রদান করিয়াছিলেন, সে অতি নিকৃষ্ট, উদ্ধত, অবাধ্য, এই কারণেই আপনার কনিষ্ঠ নন্দন পাপাত্মা হইয়াছে সন্দেহ নাই। মহারাজ! যাবৎ এই দুরাচার পুত্রের বিনাশসাধন না হইবে, তাবৎ আপনার বা আপনার রাজ্যের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।"

মহিষী কানজাদা পতির নিকট এই উপন্যাস বর্ণন করিয়া প্রণয়গর্ভবচনে কহিলেন, "নাথ! আপনার পুত্র নুরজিহানও সেইরূপ দুরাত্মা সন্দেহ নাই। যতদিন আপনি তাহার বধসাধন না করিবেন, তাবৎ আপনার বা আপনার রাজ্যের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।"

মহিষীর বাক্যে রাজার হৃদয় পুনরায় বিমোহিত হইল, মন্ত্রীর উপদেশ তাঁহার হৃদয় হইতে বিদূরিত হইল, তিনি পুনরায় নুরজিহানের বধ-সাধনে প্রতিজ্ঞা করিয়া নিশা অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক সভাগৃহে সিংহাসনে সমাসীন হইয়া ঘাতুকের প্রতি পুত্রের বধদণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করিলে দশমমন্ত্রী করযোড়ে কহিলেন, "রাজন্! আপনি প্রত্যহই নিশিযোগে মহিষীর কুমন্ত্রণায় বিমোহিত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া যান। আপনার ন্যায় মহতের অন্তরে এরূপ ভাবের পরিবর্ত্তন অতীব অসম্ভব। নুরজিহান সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী, বিনা দোষে অবিচারে পুত্রের প্রতি কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন না। বিনাদোষে পুত্রবধ করিয়া নিষ্কলঙ্ক হৃদয়ে কলঙ্কচিত্ত বিন্যস্ত করা—নিষ্কলঙ্কবংশে কলঙ্কের রেখা অঙ্কিত করা আপনার ন্যায় সহৃদয়ের সমুচিত নহে। আমি একটী ক্ষুদ্র উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন, তাহা হইলেই আপনার অন্তরের মোহান্ধকার অপসারিত হইবে।" মন্ত্রীবর এই বলিয়া উপন্যাস বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

জনৈক উদাসীন, এক চিকিৎসক ও এক নরপতির কাহিনী।

বহুদিন পূর্ব্বে তুরস্কদেশে এক প্রবলপরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। একদা তিনি অনুচরগণ সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে নগরপথে পরিভ্রমণ করিতেছেন, ইত্যবসরে দেখিলেন, একজন উদাসীন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, "যে ব্যক্তি আমাকে ছয়শত মুদ্রা সমর্পণ করিতে সক্ষম হয়, আমি তাহাকে এরূপ একটী উপদেশ প্রদান করি যে, সে ব্যক্তি পদে পদে কল্যাণ লাভ করিবে।"

নরপতি ঐ কথা শ্রবণমাত্র অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া অনুচরগণ সহ উদাসীনের নিকট গমন করিলেন। কহিলেন, "মহাশয়! আপনি কি বিষয়ের উপদেশ দিবার কল্পনা করিয়াছেন, ব্যক্ত করিলে আমি আপনার প্রার্থিত মুদ্রা প্রদান করিতে পারি।"

উদাসীন কহিলেন, "নরনাথ! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অগ্রে মুদ্রা প্রদান না করিলে আমি কিছুই প্রকাশ করিব না। আমি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া পাপে পরিলিপ্ত হইতে বাসনা করি না।"

রাজা উদাসীনের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতচিত্তে তৎক্ষণাৎ ছয়শত মুদ্রা প্রদান করিলেন। তখন উদাসীন কহিলেন, "মহারাজ! যখন যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, তখনই পরিণাম বিবেচনা করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি পরিণামদর্শী, পরিণাম বিবেচনা করিয়া সে যে কার্য্য অনুষ্ঠান করে, পদে পদে তাহার কল্যাণ লাভ হয়। ইহাই আমার বক্তব্য উপদেশ।"

উদাসীনের বাক্য শ্রবণমাত্র রাজানুচরগণ হাস্য করিয়া নানাপ্রকার পরিহাস করিতে লাগিল। রাজা তদ্দর্শনে অনুচরবর্গকে কহিলেন, "তোমরা নিতান্ত মূর্খ বলিয়াই এই উপদেশে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছ, কিন্তু এ উপদেশ যে কতদূর হিতকারী, সহৃদয় ব্যক্তিই তাহা অনুভব করিতে পারে। আমি এই উপদেশ রাজপ্রাসাদের প্রতি গৃহে, প্রতি দ্বারে, প্রতি গবাক্ষে, প্রতি তৈজসাদিতে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত করিয়া রাখিব।" রাজা এই বলিয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সেই অমূল্য উপদেশটী সর্ব্বত্র খোদিত করিয়া রাখিলেন।

এদিকে রাজার অনেক মন্ত্রী লোভের বশবর্ত্তী হইয়া মনে মনে রাজাকে নিহত করত রাজ্যলাভের কল্পনা করিলেন। তিনি একজন রাজবৈদ্যকে গোপনে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৈদ্যরাজ! আমি তোমাকে গোপনে একটী কার্য্যের ভারার্পণ করিতেছি। তদ্দ্বারা আমি পরমসুখী হইব এবং তোমাকেও অতুল ধনের অধিপতি করিব। আমি এই বিষাক্ত অস্ত্রখানি তোমাকে প্রদান করিলাম, তুমি যখন রাজার ফস্ত খুলিবার জন্য গমন করিবে, তখন এই অস্ত্র দ্বারা কার্য্য করিলে নরপতি তৎক্ষণাৎ নিহত হইবেন সন্দেহ নাই। তাঁহার অভাবে আমি রাজসিংহাসন অধিকার করিব। আমি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে তুমি মন্ত্রীপদে আরূঢ় হইবে সন্দেহ নাই। আর সম্প্রতি আমি তোমাকে দশসহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর।" মন্ত্রী এই বলিয়া বৈদ্যের করে দশসহস্র স্বর্ণমুদ্রা ও একখানি বিষমিশ্রিত অস্ত্র প্রদান করিলেন। বৈদ্য লোভের বশবর্ত্তী হইয়া পাপকার্য্যে স্বীকৃত হইল।

অনন্তর যথাকালে নরপতি ফস্ত খুলিবার জন্য সেই বৈদ্যকে আহ্বান করিলে বৈদ্য উষ্ণীষমধ্যে বিষাক্ত অস্ত্রখানি রাখিয়া রাজসকাশে গমন করিল। বৈদ্য যথানিয়মে রাজার হস্তদ্বয় বন্ধন করিল। তথায় শোণিত ধারণার্থ একখানি স্বর্ণপাত্র পতিত ছিল, বৈদ্য বিষাক্ত অস্ত্রখানি হস্তে লইয়া যেমন কার্য্যসম্পাদনের উপক্রম করিতেছে, অমনি সেই পাত্রোপরি তাহার নেত্র নিপতিত হইল। দেখিল, তাহাতে একটী উপদেশ খোদিত রহিয়াছে। লিখিত আছে যে, "যে ব্যক্তি যখন যে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে, পরিণাম চিন্তা করা তাহার কর্ত্তব্য। পরিণামদর্শী পদে পদে কল্যাণ লাভ করে।"

উপদেশ পাঠ করিয়া বৈদ্যের হৃদয়ে জ্ঞানের উদয় হইল। তখন সে মনে মনে কহিতে লাগিল, "হায়! অর্থলোভে বশীভূত হইয়া আমি কি দুরূহ কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমি নরপতির জীবনবিনাশ করিলে, অনুচরেরা আমার প্রতি সন্দেহ করিয়া এই মুহূর্ত্তেই আমাকে বন্ধন করত অশেষ যাতনা প্রদান করিতে বিরত হইত না, অবশেষে আমার প্রাণ বধ করিত সন্দেহ নাই। যদি আমি প্রাণত্যাগই করিতাম, তবে স্বর্ণমুদ্রায় আমার কি ফল হইত?" বৈদ্য মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া ত্বরিতহস্তে বিষাক্ত অস্ত্রখানি উষ্ণীষমধ্যে রাখিয়া অন্য একখানি অস্ত্র বহির্গত করিল।

রাজা তাহা দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৈদ্যরাজ! তুমি অস্ত্রখানি পরিবর্ত্ত করিলে কেন?"

বৈদ্য অস্পষ্টস্বরে কহিতে লাগিল, "মহারাজ! এই অস্ত্রখানি তাদৃশ তীক্ষ্ণ নহে বলিয়াই অন্য একখানি গ্রহণ করিলাম।"

বৈদ্যের বচন শ্রবণ করিয়া রাজার অন্তরে সন্দেহের উদয় হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "বৈদ্যবর! আমার হস্তে অস্ত্রখানি প্রদান কর, উহার তীক্ষ্ণতা কিরূপ, আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিব।"

তখন বৈদ্যের হৃদয় বিশুষ্ক হইল, মুখ ম্লান হইয়া গেল, মুখে একটীও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সে অধোবদনে মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। রাজা তাহার সেই ভাব দর্শন করিয়া কহিলেন, "বৈদ্যবর! বুঝিয়াছি, তুমি সত্য করিয়া অবিলম্বে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ কর, নতুবা এখনই সমুচিত শাস্তি প্রাপ্ত হইবে।"

বৈদ্য রাজাকে ক্রোধপরায়ণ দেখিয়া বিনয়বচনে করপুটে নিবেদন করিল, "মহারাজ! যদি আমাকে অভয় প্রদান করেন, যদি আমার অপরাধ স্বীয়গুণে মার্জ্জনা করেন, তাহা হইলে আমি সমস্তই যথাযথ আপনার পদে নিবেদন করি।"

রাজা অভয় প্রদান করিলে বৈদ্য আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিল। তখন নরপতি বৈদ্যকে ক্ষমা করিয়া অবিলম্বে মন্ত্রীকে বন্দী করিয়া তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন। মন্ত্রীর পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইল। অনন্তর নরপতি স্বীয় অনুচরগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সভ্যগণ! তোমরা পূর্ব্বে উদাসীনের উপদেশে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া পরিহাস করিয়াছিলে, কিন্তু সেই উপদেশ প্রসাদে অদ্য আমার অমূল্য জীবন রক্ষিত হইল। আমি তাঁহাকে ছয়শত মুদ্রা প্রদান করিয়াছি সত্য, কিন্তু এই উপদেশের পক্ষে সেই মুদ্রা এক কপর্দ্দকের সদৃশও নহে।" নরপতি এই বলিয়া সেই উদাসীনকে আপন প্রাসাদে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহার আজীবন সুখে নির্ব্বাহের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

দশম মন্ত্রীর মুখে উপন্যাস শ্রবণ করিয়া পারস্যনাথ হাসাকিনের হৃদয়ে দিব্যজ্ঞানের উদয় হইল। তখন তিনি মহিষীর দুষ্ক্রিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে

পারিলেন। বিনা দোষে মোহবশে অভিভূত হইয়া পুত্রের বধসাধনে উদ্যত হইয়াছিলেন স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল; তিনি পুনঃপুনঃ আপনাকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। অবশেষে পুত্রকে সভাতলে আনয়নপূর্ব্বক সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া ঘন ঘন মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অবিরল আনন্দবারি বি গলিত হইতে লাগিল। এদিকে সুরজিহানের প্রতি যে কুগ্রহগণের দৃষ্টি পড়িয়াছিল, তাহাও বিদূরিত হইয়াছে। সুরজিহান মৌনভঙ্গ করিয়া পিতৃপদে প্রণামপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত যাবতীয় ঘটনা প্রকাশ করিলেন। নরপতির হৃদয় হর্ষবিস্ময়ে অভিভূত হইল। মহিষীর প্রতি তাঁহার ক্রোধানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি অবিলম্বে মহিষীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া প্রিয়পুত্র সুরজিহানকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অমাত্যমণ্ডলী ও প্রজাবর্গের আনন্দের ও সুখের পরিসীমা রহিল না।

সমাপ্ত।

সূচিপত্র।

সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

পারস্যরাজ হাসাকিন।

TURKISH TALES.

সচিত্র বৃহৎ

তুরস্ক-উপন্যাস।

নরাইল হইতে

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেবশর্ম্মা কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা

৪৪ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট—"রামায়ণ যন্ত্রে"

শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা

মুদ্রিত।

১২৯৫।

জগতে অহরহঃ রুচির পরিবর্ত্তন হইতেছে। আধুনিক

সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তিই উপন্যাস পাঠে অনুরক্ত;

বস্তুতঃ অবকাশ-কালে উপন্যাস হৃদয়ের আনন্দ-দায়ক

কলিকাতা নগরীতে আরব্য উপন্যাস ও পারস্য

অভাব নাই; কিন্তু তুরস্ক-উপ

হয়েন নাই। বহু

হইয়াছিল, তাহা

আর পাওয়া যায় না। অ

উপন্যাসগুলি হিতোপদেশ পূর্ণ ও

অবকাশকালে ইহা কি যুবক

লেরই মনের বিরাম-দায়ক। আমি

ইংরাজী পুস্তকের ভাব ও সারাংশ অবলম্বন

অনুবাদিত করিয়া মুদ্রিত করিলাম। এক্ষণে সাধা

করিলেই উপকৃত হইব ইতি ১২৯৫ সাল।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেবশর্ম্মা।